শোক-সম্বল ।

শ্রীভবতারিণী দেবী ।

মূল্য ৷৵ আনা ।

৩৭নং বলরাম বসুর ঘাট রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা;
শ্রীমদ্ভাগবত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১৩২৬ সাল, তাং ২৮শে অগ্রহায়ণ।

সঞ্জীবনী { সন ১২৯৭, ৩০শে কার্ত্তিক।

পুনা।

বাঙ্গালীর বিপদে মহারাষ্ট্রীর দয়া—

তিন বৎসরের অধিক হইল, আমরা সাতটী বাঙ্গালী ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়নার্থ পুনায় অবস্থিতি করিতেছি। আমরা সাতজন ভিন্ন অন্য বাঙ্গালী এখানে নাই। সকলেই একত্রে থাকি। এই তিন বৎসরে একজনও কমে নাই বা একজনও বাড়ে নাই। দূর দেশে আপনার ভাইয়ের মত সদ্ভাবেতে থাকিয়া, উৎসাহে পড়াশুনা করিতেছিলাম; নিমেষ মধ্যে আমাদের একজন আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। মৃত্যু বড়ই সাংঘাতিক।

মৃত বন্ধুর নাম খগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। বাড়ী জিরাট বলাগড়; বিবাহিত। এল, সি, ই, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; ফি দাখিল করা হইয়াছে। নবেম্বর মাসে পরীক্ষা; পরিশ্রম করিয়া পড়িতেছিলেন। গত ৫ই আশ্বিন সুস্থ শরীরে সারাদিন পড়াশুনা করিয়া, রাত্রে একটী বন্ধুর সঙ্গে একত্রে পড়িতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ বলিলেন, "উঃ আমার বুকে বড় ব্যাথা" এই বলিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাত এবং ঘাড় কোঁকড়াইয়া আসিল দেখিয়া, অপর বন্ধুটী চিৎকার করিয়া আমাদিগকে ডাকিলেন। আমরা ছুটিয়া যাইয়া দেখি, নিশ্বাস নাই। তখনই ডাক্তার ডাকিতে তিনজন ছুটিলেন। রাত্রি তখন ৯টা ৪৫ মিনিট। প্রতিবেশী ২।৩ জন মারহাট্টা ভদ্রলোক গোলমাল শুনিয়া আসিলেন। প্রায় ২।৩ মিনিট পরে অতি কষ্টে ৪।৫ বার শ্বাস বহিল; ভাবিলাম এই নিশ্বাস বহিতেছে। কিন্তু সেই নিশ্বাসই যে শেষ নিশ্বাস, তখনও তাহা বুঝিতে পারি নাই। ১০ মিনিটের মধ্যে ৩ জন বড় ডাক্তার আসিলেন; দেখিয়া বলিলেন, "জীবন নাই।" তাঁহারা কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস

চাহিতে চেষ্টা করিলেম ; কিন্তু প্রাণ আর দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেই সংসারে অনভিজ্ঞ ছাত্র   করিব, কি হইবে, স্থির করিতে না পারিয়া, জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলাম। পরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, এখানকার সুপ্রসিদ্ধ জজ রাও বাহাদুর রণাডেব নিকট গেলাম। তিনি আমাদিগকে একটু জানিতেন। অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, তিনি এবং তাহার স্ত্রী অশ্রুপাত করিলেন। পূজনীয় জজ মহোদয়ের এবং তাঁর স্ত্রীর মহত্বের কথা আর কি বলিব! ধনে, মানে ও পদে এত বড়লোকের হৃদয়ও যে এত বড় হয়, এ চিত্র অতি বিরল। রাও বাহাদুর আমাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, যাহা হইয়াছে তাহার প্রতিকারের সাধ্য মানুষের নাই। এখন যাহা আবশ্যক সমস্ত আমি করিতেছি, তোমরা কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। দুইটী পিয়ন সঙ্গে দিয়া আমাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন ; এবং এক ঘণ্টার মধ্যে ১৫।২০ জন ব্রাহ্মণ এবং অপর লোক সঙ্গে লইয়া, রাত্রি প্রায় ১১টার সময় স্বয়ং আমাদের বাসায় উপস্থিত হইলেন। নিজে টাকা দিয়া নিজের লোক দ্বারা সমস্ত আয়োজন করাইলেন ; আমরা কিছু বুঝিতেও পারিলাম না। ১২টার সময় শ্মশানে যাওয়া হইল ; ৩টার সময় দাহ কার্য্য শেষ হইল। রাত্রি ৮৷৷০ টার সময় তাহার চিহ্ন মাত্রও পৃথিবীতে রহিল না।

খগেন্দ্র বাবু তিন বৎসর বাড়ী যান নাই। তিন বৎসর তাঁহার কাহারও সঙ্গে দেখা হয় নাই। বাড়ীতে মা, স্ত্রী পথ চাহিয়া আছেন ; "দুই মাস পরীক্ষা দিয়া খগেন বাড়ী আসিবে।" এই সংবাদ যখন তাহাদের কর্ণে পৌঁছিবে, "উঃ" সে দৃশ্য মনে করিতেও বুক ফাটে! খগেনের চিন্তা নিবিয়া গিয়াছে—কিন্তু যে চিতা সে প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছে, তাহা কি নিবিবে ?

বম্বে।	বিনীত—
২৯শে আশ্বিন।	শ্রীতারক নাথ রায়।

সরস্বতী বন্দনা।

শ্বেতাম্বর-ধরা শ্বেতভুজা মা ত্বম্ ।
ত্রিভুবন-পূজিতা কি জানি মা তত্ত্বম্ ॥

কিবা তব মনোলোভা সুস্মিত বদনম্ ।
কিবা বিম্বাধর মাধুরীর সদনম্ ॥
অসীম করুণা তব অপার মহত্ত্বম্ ।
কর দয়া দয়াময়ী শ্বেতভুজা মা ত্বম্ ॥

ঝলকে নোলকযুত নাসাগ্রভাগম্ ।
নয়নে জ্ঞানের জ্যোতি হিমকর-রাগম্ ॥
কর্ণে কষিত-হেম-কুণ্ডল দত্তম্ ।
কর দয়া দয়াময়ী শ্বেতভুজা মা ত্বম্ ॥

পীনোন্নত কিবা কুচযুগভারম ।
গলে দোলে লম্বিত গজমতিহারম্ ॥
পৃষ্ঠে পড়েছে বেণী যেন ফণী মত্তম্ ।
কর দয়া দয়াময়ী শ্বেতভুজা মা ত্বম্ ॥

শ্বেত-সরোজ-নিভ সুন্দর বরণম্ ।
রক্তোৎপল তাহে করতল-চরণম্ ॥
চন্দ্রমা নখরেতে লভে অমরত্বম্ ।
কর দয়া দয়াময়ী শ্বেতভুজা মা ত্বম্ ॥

করে ধরি বীণা তুমি তুলিছ যে তানম্
মুগ্ধ তাহাতে যত পণ্ডিত-প্রাণম্ ॥

অজ্ঞ ললনা মম চির-বধিরত্বম্ ।
দূর কর দয়াময়ী শ্বেতভুজা মা ত্বম্!

কর যদি দূর মা গো হৃদয় নিরুদ্ধম্,
পাষাণ বেদনা মম হইয়া বিশুদ্ধম্ ॥
কণ্ঠেতে উৎসারে লভি তরলত্বম্,
কর দয়া দয়াময়ী শ্বেতভুজা মা ত্বম্ ॥

শিব বন্দনা ।

বম্ বম্ ববম্ হে শিব শঙ্কর ।
হে গিরিজাপতি মম দুঃখ হর হর ॥
ত্রিনয়ন ধক্ ধক্ ভালে
আধ শশী তাহে কর ঢালে
গঙ্গা জড়িত জটা জালে
বসন বাঘাম্বর—
বব বম্ রব শুধু গালে
বক্ষ শোভিত হাড় মালে
নর্ত্তন রুদ্র বেতালে—হে পরমেশ্বর!
বম্ বম্ নমি পদে হে শিব শঙ্কর ।
হে গিরিজাপতি মম দুঃখ হর হর ॥

বব বম্ বব বম্ হে শিব শঙ্কর ।
হে গিরিজাপতি মম দুঃখ হর হর ॥
ফণী উপবীত তব অংসে
ধুস্তুর শোভে অবতংসে;

যোগী নিরন্ত সন্ধ্যা হংসে,
মুগ্ধ বরাভয় শংসে ;
বম্ বম্ নমি পদে হে শিব শঙ্কর।
হে গিরিজাপতি মম দুঃখ হর হর ॥

ওহে জটাজুট-ধারী,
শ্মশান মশান-চারী
শিরোপরে সুরধনি
করে কুলু কুলু ধ্বনি
মরি কিবা যোগীবর !
বম্ বম্ নমি পদে হে শিব শঙ্কর।
হে গিরিজাপতি মম দুঃখ হর হর ॥

তানপুরায় ধরি তান,
শিঙ্গায় বাজাও রাম গান,
কি রজতগিরিনিভ কায়,
বিভূতি ভূষিত তায়
বৃষারূঢ় গঙ্গাধর,
বম্ বম্ নমি পদে হে শিব শঙ্কর।
হে গিরিজাপতি মম দুঃখ হর হর ॥

নীলকণ্ঠ চন্দ্রচূড়,
ত্রিশূল ডম্বরুধর,
ভব দুঃখ ভবহর,
নমোনমঃ কাশী বিশ্বেশ্বর,
বম্ বম্ নমি পদে হে শিব শঙ্কর।
হে গিরিজাপতি মম দুঃখ হর হর ॥

গঙ্গাস্তব।

ওমা, তারয় তারিণী দ্রবময়ী গঙ্গে,
পতিত শিরে বিরাজিত কত মনোরঙ্গে।
হরশির বাসিনী, সিত-ফেন-হাসিনী
পতিতোদ্ধারিণী, সুর-নর-তারিণী,
সুপবিত-কাহিনী, হৃদি-উৎসাহিনী
বারিধি-বাহিনী ভগীরথ সঙ্গে।
তারয় তারিণী দ্রবময়ী গঙ্গে॥
ওমা, তারয় তারিণী দ্রবময়ী গঙ্গে।
পতিশিরে নাচিছ কত মনোরঙ্গে॥

ঘোররবে ঝঙ্কারি, গর্জ্জিয়া তব বারি
হিমাচল ভেদিয়া, শত শিলাপথ দিয়া,
ঝর্ঝরি অবশেষে, পড়ি সমতল দেশে,
কুলু কুলু সুস্বর তুলিছে তরঙ্গে;
তারয় তারিণী দ্রবময়ী গঙ্গে॥
ওমা, তারয় তারিণী দ্রবময়ী গঙ্গে।
পতিশিরে থাক মাগো কত মনোরঙ্গে॥

ওগো মকর-বাহিনী, চতুর্ভুজা শ্বেতাঙ্গিনী,
মাগো ত্রিলোক-পূজিতে, কিবা দেখি অনিন্দিতে,
নিমজ্জিনী সুশোভিনী,

আমি তব তীরে থাকি, মাগো তব নীরে নাহি,
মাগো পিয়ে তব বারি, পাপ তাপ রোগ শোক,
সব দূরে চলে যায়, কেহ নাহি থাকে অঙ্গে,
ওমা! তারয় তারিণী দ্রবময়ী গঙ্গে।
পতিশিরে থাক মাগো কত মনোরঙ্গে॥

কিবা দেখি কাশীপটে, মনিকর্ণি আদি ঘাটে,
মা তোমার কত শত, ভক্তপুত্র অবিরত,
লয়ে পুষ্প বিল্বদল, তাহে দিয়ে ভক্তি জল,
রক্ত চন্দনের সাথে, দেয় মাগো তব পদে,
তুমি মনের হরষে, নিয়ে চলেছ গো হেসে হেসে,
কিবা তরল তরঙ্গে,
ওমা! তারয় তারিণী দ্রবময়ী গঙ্গে।
পতিশিরে থাক মাগো কত মনোরঙ্গে॥

কলি-কলুষ-নাশিনী, কালভয়-নিবারিণী,
তব কালভয়ে হয়ে ভীত, ধরে মাগো তব পদ,
এসেছে অন্তিম কালে, তোমার নির্ম্মল কূলে,
গঙ্গে! তারে কালভয়ে, মাগো দিয়েগো অভয়ে,
তুলে নিয়ো তব কোলে, সে যেন শেষের কালে,
পড়ে না কোন আতঙ্কে,
ওমা! তারয় তারিণী দ্রবময়ী গঙ্গে।
পতিশিরে থাকো মাগো কত মনোরঙ্গে॥

ষট্‌চক্র সঙ্গীত।

ওরে আমার মন সিঁধেল চোর
একবার প্রবেশ রত্নময় দেহ-মন্দিরের ভিতর
তথায় দেখ্‌বি প্রবেশি সকল ঘরে ধন আছে রাশি রাশি,
কিন্তু রে মন্! নিতে পারবিনে বেশী,
দেখে শুনে ভাবে হয়ে পড়বি ভোর।
সে মন্দিরের নাইকো সিঁড়ি উঠতে হবে ধরি অতি সূক্ষ্ম দড়ি
ও মন, হেলো না ভুলো না তাহলে পড়বি ছিঁড়ি,
মিটবে না কোন আশা তোর॥
সে পুরী হয় তালায় তালায় ছতালা,
তার সপ্তম তলায় বসে আছেন তোর পরম গুরুদেব,
ওরে মন! তাঁর চরণে বেঁধ ভক্তি ডোর,
ডোর এসে পড়বে মূলের গোর,
ও মন! থাকে যদি তোর মনের জোর
ঘরে ঘরে চুরী করে,
সাবধানে নাবা উঠা করো ধরি ভক্তিডোর,
আর থাকবে না তোর মোহ-ঘুমের ঘোর॥
মন শেষে এসে মূলে বসে
বুঝে নিও তত্ত্ব কথা, হয়ে মায়ের শিষ্ট ছেলে॥
তথাকার কার্য্য হলে সমাধান,
উঠরে মন সাধিষ্ঠান;
সাধিষ্ঠানে কিছুকাল ঘুরে ঘুরে,
নিওরে রত্ন মনের মতন করে।

শেষে এসে মণিপুরে বসে
মণিরত্ন কর হরণ,
ও মন ! মনের মতন করে, যত পার ।
তদুপরে টানা পথে এস রে মন অনাহতে
অনাহতে কিছুকাল থেকো ভাল মতে,
তথায় দেখতে পাবি ঘরের ভিতর ঘর সে কেবল রত্নেরি আকর
তথা হতে মন লয়ে বহু ধন,
উঠরে বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধই মন করে মন শুদ্ধ
আজ্ঞায় লয়ে শ্রীগুরুর চরণ আজ্ঞা
ওরে ও মন ! এনেছ যত ধন করে হরণ,
দিও রে ভালমতে শ্রীগুরুর পদ তরণীতে ;
প্রসন্ন হলেরে প্রসন্ন এ ভবে, ভব ! তুই হবিরে ধন্য
থাকবে না কোন ভাবনা তোর ।

শোক-সরযু।

কাশীযাত্রা।

অকালে মুদিল কি রে সরযু কুসুম, মোর !
আর ফুটিবি না কি মা ! ফুরালো কি ফোটা তোর ?
আর হেরিব না কি মা, ও হাসি বদন খানি,
আর শুনিব না কি মা, ও চারু অমিয় বাণী,
চির মেঘে লুকাল কি আমার হৃদয়-শশী,
চির তমসার কোলে এবে কি রহিব বসি ?
ভাগ্যবতী চলে গেল, সারিয়া আপন কাজ,
অভাগিনী মার—প্রাণে হানিয়া কঠোর বাজ।
সরযু ! তুই মোর একমাত্র ছিলি রে সুখের খনি,
এ সংসারে একমাত্র মা বলিতে যাদুমণি !
অল্পেতে বিধবা আমি হইয়া সরযুবালা,
তোরে বুকে নিয়ে শুধু ভুলেছিনু সব জ্বালা।
রাখিতাম সদা তোরে নয়নে নয়নে করি
ছাড়িতে না পারিতাম তিলেক পরাণ ধরি।
তুইও ছিলিরে মায়ের ছায়া সম অনুগামী,
তোরে হারাইয়া তবু বেঁচে কেন আছি আমি !
তোরি ত মায়াতে মাগো আত্মীয় স্বজন ছাড়ি,
জামাতা-ভবনে এসে পেতেছিনু ঘর বাড়ী;

তার সমুচিত ফল পেয়েছি পেয়েছি আমি,
গৃহহীনা পথহীনা কাঁদি রে দিবস-যামী।
মণিহারা ফণীসম লুটাইয়া যাতনায়
উঠি শুধু চেয়ে তোর পতি পুত্র তনয়ায়
এ ভাবেতে বল! আর কাটাইব কতকাল,
হে বিভু! করুণা কর তুমি যে দীনদয়াল।
ঘুচাও আমার যত রোগ শোক মনস্তাপ,
মরণ শান্তির জলে সান্ত করে দাও পাপ।
কোথায় আছরে আজ প্রাণের সরযূ ধন!
কেন সব ফেলে চলে গেলে গো মা অকারণ?
তনয় তনয়া তব একেবারে শিশু অতি
'মা' 'মা' বলে কেঁদে সারা—কি হবে তাদের গতি?
আয় মা আয় মা ছুটে তুলেনে তাদের কোলে।
না না, তুই কোথা! তুই নেই যে, গেছিস চলে!
হায় হায় ও কমলে ছিল কি কীটের বাস
একবিংশ বয়সেতে করিল জীবন নাশ।
কোথা গেলি কোথা গেলি, ওরে মোর শতদল
ওরে মোর প্রেমময়ী ওরে মোর নিরমল?
একবার যে হেরেছে মধুর মুরতি তোর
ভুলিতে পারেনি সে'যে, ওরে নিরদয় চোর।
ওরে সতী পতিব্রতা সদা পতিরত মন,
প্রমদারঞ্জন বুকে প্রেমদা হৃদি-রঞ্জন।
শাশুড়ীর প্রাণাধিক প্রিয় আদরের বধূ,
পান করিতেন তিনি তোর মুখ-পদ্ম-মধু

হেরিলে শুকানো মুখ ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি,
নিজ হাতে খাওয়াতেন এত ছিল বাড়াবাড়ি।
সকলের ছিলি তুই অতি আদরের ধন,
কেউত কখন তোরে করেনি মা অযতন।
তবে কোন্ অপরাধে কোন্ অভিমানে ধনি,
আমা সবে কাঁদাইয়া ছেড়ে গেলি এ ধরণী ?
যখন মনেতে তোর যে বাসনা জাগিয়াছে,
অমনি পূরেছে তাহা, কিছুই না বাকি আছে।
পুত্রের হিতের লাগি বায়ু সেবনের তরে,
প্রবাসে চাহিলে যেতে কত না হরষ ভরে।
তের শ' এগার' সন কাল আশ্বিনের মাস,
তাইত গেলাম সেই নিদারুণ-কাশীবাস।
দরশন করি বুঝি পুণ্য ভূমি কাশীধাম,
হয়ে গেল তোর মাগো পরিপূর্ণ মনস্কাম।
তথায়, যে বিশ্বনাথে না পূজিয়া কোনদিন,
করিতে না জলপান সেই চির ভক্তাধীন
তুষ্ট হয়ে, অবশেষে আদরে নিকটে তিনি
ডাকিয়া নিলেন তোরে সুপবিত্রা সুহাসিনি ?

গঙ্গাস্নান বিশ্বনাথ দর্শন।

একে একে পঞ্চমাস কাশীবাস করি,
সরযূ উঠিল মোর দিব্য তেজে ভরি—
কি আনন্দ কি উৎসাহ কি আগ্রহ ছিল তার;
পদব্রজে হেরিবারে প্রতিমূর্ত্তি দেবতার।

রাজার ঘরণী হয়ে গজেন্দ্রগামিনী ধীরে
প্রতিদিন ঘুরিতেন মন্দিরে জাহ্নবী-তীরে
মনে পড়ে কতদিন প্রত্যূষে সিনান লাগি
রাত্রি শেষ প্রহরেতে উঠি থাকিতেন জাগি
মনে পড়ে পুণ্য তিথি সপ্তমীতে মোর সনে
জাহ্নবী গাহনে মাতা চলিলেন ফুল্লমনে।
অবগাহি, সে পবিত্র সলিলে সাঞ্জলি করে
দিলেন গো অর্ঘ্য দীননাথে অতি ভক্তিভরে।
পরে পূর্ণানন্দময়ী কত আনন্দিত মনে
চলিলেন সব চিন্তা ভুলি শম্ভু-দরশনে।
না জানি মা আমার কি মনের মানস করে,
পূজিলেন মুক্তিদাতা বিশ্বপিতা বিশ্বেশ্বরে।
তার প্রেম ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে গো প্রসন্ন,
তারে রাখিলেন নিজ পাশে করি অতি ধন্য।
আহা! কি ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়,
তা'তো' দেখিলাম নিজ চক্ষে কভু মিথ্যা নয়।
আমি অভাগী বলে, বিশ্বনাথ না লয়ে মোরে,
লইলেন মোর সেই ভাগ্যবতী তনয়ারে।
ওরে মূঢ়মতি মন কেন নিন্দ বিধাতায়,
নিজ কর্ম্মফলে ভোগ তিনি কি করিবেন হায়!
থাক্ আর নাহি কাজ ও কথার প্রসঙ্গে,
মাতা পুরী হতে বাহিরিয়া খাশুড়ীর সঙ্গে
উপনীত হল আসি অন্নপূর্ণার মন্দিরে,
অতি ভক্তিভরে বিধিমতে পূজিলেন তাঁরে।

পরে মার কাছে লয়ে গো জনমের বিদায়,
আসি পড়িলেন ঢুণ্ডীরাজ গণেশের পায়।
পার্ব্বতীর প্রিয় পুত্র সিদ্ধিদাতার নিকটে,
ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া পূজিলেন অকপটে।
এইরূপে সব দেবদেবী করিয়া পূজন,
মার আমার হইল অতি হরষিত মন।
পথশ্রান্ত ক্লান্ত দেহ তাই অতি ধীরে ধীরে,
আসিছেন গজেন্দ্রগমনে ভবনে ফিরে।
আসি পতিপদে ভক্তিভরে করিল প্রণাম
আহা! যে পদ হয় গো সতীর মুক্তির সোপান ॥
পরেতে দেখিলেন পুত্রের কমল বদন,
তার পরে দেখিলেন দুটী তনয়া রতন।
অঙ্কে তুলি তাদের করিলেন মুখ চুম্বন,
আর কি তারা পাবে না মার কোলে সে যতন?

জীবন উৎসর্গ ও বিষাদ

হায়! কেন দিবসেতে হেরি আজি অন্ধকার
কেন আচম্বিতে প্রাণ উঠিল কেঁদে আমার!
কেন বা এ গৃহে আজ উঠিয়াছে হাহাকার,
ভীষণ জনতা একি! বুঝি না মর্ম্ম ইহার।
সে দিনের কথা হারায়েছি কি প্রাণের তাই,
যার দুখে মরে আছি, যে দুখের অন্ত নাই।

আবার কি আজ কিছু বিপদ ঘটিবে ভাই
নাচে অঙ্গ বামেতর! ফের কারে বা হারাই।
চৌদিকে দেখিয়ে সব অতি বিভীষিকাময়,
দৃশ্য যত অমঙ্গল; প্রাণেতে লাগিছে ভয়।
ওই যে রে আসিতেছে ধরি মূর্ত্তি ভীমাকার
শিবের অসাধ্য রোগ ঘোর প্লেগ দুর্নিবার।
আমার হৃদয় হতে অকালে ছিঁড়িয়া নিতে,
সরোজ কুসুমে হায় না ফুটিতে মুকুলিতে।
দারুণ যন্ত্রণা দিয়া এ বক্ষেতে অকস্মাৎ,
নিয়ে যাবে কেড়ে তারে করে বুঝি আত্মসাৎ।
সরসিজ বৃন্ত-ছিন্ন হইলে যথা অতলে,
ডুবে যায় সে মৃণাল আর ত ভাসে না জলে।
তদ্রূপ আমিও ডুবে যাব শোকসিন্ধুনীরে,
এই হৃদি বৃন্ত হতে তুলে নিলে সরোজেরে।
ওরে প্লেগ ওরে প্লেগ! ধরি তোর দুটী পায়,
নিতে হয় নে আমারে, ছেড়ে মোর তনয়ায়।
একি! একি! একি দেখি দাঁড়ায়ে দূরে শমন,
সর্ব্বনাশ! মাকে মোর করিতে চাহে হরণ!
কোথায় লুকায়ে রাখি কোন্ খানে সংগোপনে,
কোথায় পালাই নিয়ে ভাবিয়া না পাই মনে।
রক্ষ বিশ্বনাথ রক্ষ মোরে আজি তব পুরে,
আসন্ন বিপদ হতে রক্ষ মোর সরযূরে।
দারুণ বিপদে পড়ি, ডাকিতেছি সকাতরে,
একবার দেখ চেয়ে দেখ এ দুখিনী মরে॥

সরোজ আমার যে গো জীবন-সর্ব্বস্ব ধন,
এ কাঙালিনীর পুঁজি এ অন্ধের ভুনয়ন।
এত গো সহজ অতি কাঙ্গালের ধনকাড়া,
কিন্তু কেড়ে নিলে, প্রাণ হবে যে গো খাঁচা ছাড়া।
কার কাছে দাঁড়াইব কোথা আর যাব আমি,
তোমারি শরণ তাই নিতেছি জগত-স্বামী।
নূতন জীবন মার মিটেনি সংসার-আশা,
মিটেনি লালসা তার পেয়ে দিয়ে ভালবাসা।
তব পদে তাই এই ভিক্ষা মাগি বিশ্বনাথ,
বাঁচাও সরোজে মোর করি পদে প্রণিপাত।
পালন সংহার শক্তি তুমি ছাড়া নাই কারো,
রক্ষিলে রক্ষিতে পার মারিলে মারিতে পার।
এত যে কাতরে তোমা ডাকিলাম বিশ্বনাথ,
তব নাকি দয়া আছে? না করিলে কর্ণপাত!
তুমি নাকি দয়াময়, তুমি নাকি আশুতোষ?
কি কঠিন হৃদি তব, কিম্বা মম ভাগ্যদোষ।
ওই যে আসিয়া দুষ্ট বসেছে মার শিয়রে,
কি যেন কি বলিতেছে মৃদুল মধুর স্বরে।
কানভাংচি দিয়া বুঝি ভুলাল সতীরে পতি,
ভুলাল অন্ধের নিধি ঘুরাইল মতি গতি।
মা'র প্রতি না রাখিল তিলেক মমতা লেশ,
অদ্ভুত পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তে হইল বেশ!
সে সুহাস্য বদনের হাসি কোথায় মিশাল,
সেই মধু মাখা কথা গুলি কোথা চলে গেল।

সতত ডাকিতে পুত্রে আয় চাঁদ বীরুধন,
সাদরে তুলিয়া কোলে মুখে লইতে চুম্বন।
আয় কেন না ডাক বাছায় না দেও চুম্বন,
বদন কমলে তার মাগো! একথা কেমন!
বীনু পুঁটু বলি তুমি নানা নিধি তাহাদের,
যতনে খাওয়াতে যে মা রাখিয়া হাতে নিজের।
আর কেন না ডাক সে স্নেহলতা তনয়ায়,
তারা খেলে কি না খেলে, না কর জিজ্ঞাসা তায়।
মা, মা, করি কাঁদে তারা তব কোলে যাবে বলি,
কেন নাহি নাও কোলে বাছাদের তুমি তুলি।
তুই যে ছেলের মা পড়ে থাকা কি তোর সাজে,
কাড়া দে উঠ মা দেখ না কি ছেলে কাঁদে পাছে।
যাদুরে কত হেসে হেসে তুলে কি সোহাগের ভরে,
আনন্দে বেড়াতে মাগো এ'ঘর ও'ঘর করে।
স্বামীর সোহাগে রাণী তুমি হয়ে সোহাগিনী,
সেই স্বামী ডাকে তোমা নাহি কথা কও তুমি!
কি গরব মনে ধরি হয়ে আছ গরবিণী,
একবার কও কথা তুলে হাসি-মুখখানি।
পতি প্রাণে কভু ব্যাথা দাও নাহি তুমি সতী,
কেন আজ বল তুমি নিদয়া রে তাঁর প্রতি।
কভু করে না সাধ্বী পতি কার্য্যেতে অলসতা,
কেন আছ পড়ে তুমি সে সুখে হয়ে বঞ্চিতা!
ত্বরিতে উঠিয়া তাঁরে কর মিষ্ট সম্ভাষণ,
যা বলেন ধর আজ্ঞা কর শিরেতে পালন।

উচিত কি কভু সাধ্বীর এ ভাবেতে পড়ে থাকা,
যিনি হন গো অর্দ্ধাঙ্গিনী এক প্রাণ অথবা।
যাঁহার সুখেতে যার হয় সব সুখময়,
যাঁর দুঃখেতে যিনি দেখেন সব দুঃখময়,
যাঁহার নিদ্রায় নিদ্রা, জাগরণে জাগরণ,
যাঁর ভোজনে ভোজন অনশনে অনশন,
যাঁহার দৃশ্যেতে দৃশ্য হয় তৃপ্তির সাধন,
হেন পতি পানে নাহি দেখ ফিরায়ে নয়ন?
তুমি হয়ে সতী পতিব্রতা এ কথা কেমন,
এত নাহি হয় পতিব্রতা ধর্ম্মের লক্ষণ।
দেখ পতিব্রতা গান্ধারীরে দেখি অন্ধপতি,
বাঁধিলেন নিজ চক্ষু সতী হয়ে হর্ষমতি।
জগতের সব সুখ ভাবিলেন তুচ্ছ জ্ঞান,
সদা হৃদে করি থাকিলেন পতি পদ ধ্যান।
লইয়া রাজার কন্যা ওরে লোপামুদ্রা সতী,
আসি করিলেন বনে বাস পতির সংহতি।
পিতার সে কুবের সদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্য,
অনায়াসে ত্যজিলেন সতী কিবা সুখ রাজ্য।
সদা পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি চিন্তামণি,
পতির সেবায় সতী যাপে দিবস যামিনী।
জনকনন্দিনী সীতা কত বনে ভ্রমিলেন,
পতির কারণ সতী কিবা দুঃখ সহিলেন।
দেখ সব সাধ্বীদের ধর্ম্ম উচ্চ পতিব্রতা,
ছায়া সম ছিল এরা হয়ে পতি অনুগতা।

তোমার'ত সেই পতি রাখ ধর্ম্ম সেই রীতি,
কেন দাও কষ্ট তাঁরে হয়ে তুমি বুদ্ধিমতী।
গা তোল গা তোল একবার দেখ নন্দরাণী,
নিরানন্দ এ'ভবন পড়ে আছ বলে তুমি।
উঠিয়া সবার মনে দাও আনন্দ অপার,
যাঁরা করিছেন জীবনের প্রতীক্ষা তোমার।
ফের নিজ করে কর মাগো আপনার ঘর,
কর না এ ভারার্পিত শ্বশ্রূ মাতার উপর।
বৃদ্ধকালে ফেল না রে তারে নানান শঙ্কটে,
কবে তাঁর বহুকষ্ট পড়িবেন কি শঙ্কটে।
তুমি তাঁর সবে বধূ হও সকল রক্ষণ,
যেদিকে পড়েগো জল এর ছাতা তুমি ধন।
আর কেন নাহি দেখ কিছু করি প্রাণপণ,
বুঝি না এর ভাবার্থ মা'গো এ,কথা কেমন?
শাশুড়ীর কাছে বসি কত করিতে মেলানী,
কুটিতে কুটনো সাজিতে পান কথা বাখানি।
বলিতে মাগো আমার বড় পেয়েছে ক্ষিদে,
হইলে প্রহর বেলা আর না পারি থাকিতে।
কণ্ঠ হয়ে হায় শুষ্ক মাগো পায় বড় তৃষ্ণা,
দাও কিছু মিষ্টি খেয়ে জল প্রাণ করি ঠাণ্ডা।
তিনি যে তোরে খাওয়াইতেন কত যতনে,
ভাজিয়া গরম লুচি ওরে নানা নিধি সনে।
প্রতি দিন খেতে মাগো তুমি তাঁর কাছে বসি,
আর কেন নাহি খাও তুমি তাঁর কাছে আসি।

আর কি মাগো খাবে না, আর কি মাগো চাবেনা,
আর কি মাগো আমাদের মা মা বলে ডাকবে না ?
আর কি তুই তোর সোণার সংসার নিবি না।
মিটিল কি তোর এ ঘরের সকল বাসনা।
তাই বুঝি ডাকি এত আর নাহি শুন কানে,
করেছ কি প্রতিজ্ঞা থাকবে পড়ে ধরাসনে।
তুই যে মার আলালের ঘরের দুলালী.
ওও মোর সাগর-ছেঁচা মাণিক কোথা যাবে চলি ?
যেতে ত দেব না তোরে রাখিব হৃদি পিঞ্জরে,
যতনে তুলিয়া তোরে প্রাণের অধিক করে।
তব পিতৃদত্ত আমি নাহি পাই কোন ধন,
কেবল পেয়েছি তোরে তুই যে মোর রতন।
পারি কি কভু ছাড়িতে তে মাধনে সহজে রে,
সতত রেখেছি যারে গেঁথে এ হৃদি মাঝারে।
পড়ে আছ বলে তুমি সব দেখিরে আঁধার,
যে দিকে ফিরাই নয়ন শূন্যময় এ সংসার।
ওরে বিধি মোর হাতে দিয়া কি অমূল্য নিধি,
ফের কেড়ে লও তারে একি বিধি! তব বিধি।
জাননা কি ধাতা তুমি দিয়ে নিলে মহাপাপ,
তাই ভেবে ছেড়ে দাও! দিও নাক মনস্তাপ।
মম ভাগ্যেতে কি তুমি এই লিখে ছিলে ওরে,
সেই সূতিকা আগারে নিশি শেঠেরা বাসরে।
জন্মাবধি মোর কোন আশাপূর্ণ নাহি হল,
নিরাশার ঘরে অর্দ্ধপথে স্থগিত রহিল।

নিজ ভাগ্য সুখ আমি হারায়েছি বহুদিন,
কন্যামুখ দেখে হয়েছিনু সুখী আমি দীন।
হায় রে, তাও কি বিধি সহিল না তব প্রাণে,
হলে তাই প্রতিবাদী ঘোর নির্দ্দয়তা সনে।
একি! কি লিখিতে কিবা লিখি! কেন পড়ি ভ্রমে,
হই বার বার ভাবভ্রষ্ট এর মর্ম্ম ত বুঝিনে।
ওঃ বুঝেছি অই যে আমার হৃদয় রতন,
পড়ে রোগ শয্যায় তাই মোর বিকল মন।
সরযূ! কি যাতনা তোর হতেছে রে অন্তরেতে,
বল মায় খুলে তায় শুনি আমি কান পেতে।
যদি হয় মুছাবার মুছাইব তাহা দিয়ে,
কিম্বা লব বক্ষ পাতি কেন আছে এই হিয়ে।
তবু যদি যাতনার কিছু হয় উপশম,
করিব সে চেষ্টা আমি যথাশক্তি প্রাণপণ।
আর তোর দুঃখ মোর চক্ষে দেখা নাহি যায়,
কি করি কোথায় যাই কেন প্রাণ নাহি যায়।
ওরে কাল প্লেগ সর্বনেশে ছেড়ে মোর মারে,
ধর মোরে আসি মিনতি করি সম্ভাষি তোরে।
দিওনা এত কষ্ট মায়ের সম্মুখে বাছায়,
ওরে দেখা নাহি যায়, দেখে বুক ফেটে যায়।
বেঁধে মারে সয় ভাল একি মোর তাই হল,
ধিক্ প্লেগ ধিক্ তোরে ভালরূপে চেনা গেল।
অদ্য শনির বাসরে ওরে রাত্রি দ্বিপ্রহরে,
আসিয়াছ কি করিতে চুরী সন্তোষের ঘরে?

ঐ নহে যে চোর এ যে দেখিরে ডাকাত,
অ সিয়াছে করিবারে বিষম আঘাত।
রাখেনা কাহারো ভয় নাহি মানে বাধা কোন,
স্বেচ্ছাচারী আপনার ইচ্ছামত যাহা মন
বেড়াইছে করি সে যবে ভীষণ উৎপাত,
বলিতে অঙ্গ কাঁপে দিতেছে যাতনা নির্ঘাৎ।
এইরূপে আততায়ী কত যে পীড়ন,
করিছে বাছার মোর একি বৈর নির্য্যাতন।
যেন আসিয়াছে হাতে ধরি ভীম প্রভঞ্জন,
করিতে যুদ্ধ দেখিরে মূর্ত্তি কালানল সম।
করে দিল শয্যা মার কণ্টকেতে পরিপূর্ণ,
তাই সে শয্যাপরে না পারে করিতে শয়ন।
করে ছটফট বুঝি শয্যা ফুটে শূল সম,
কেবল বলিছে এবার বাঁচিব না গো কখন।
রে পামর হরিলি কি মার রসনার রস,
দিলি তার জিহ্বা করি শুষ্ক যেন খসখস!
বল কি তৃষ্ণার বৃদ্ধি সদা মুখে এই বোল,
যার প্রাণ যায় যায়! রাখ প্রাণ দিয়ে জল।
কেবল হইতেছে কাষ্ঠ গমন মুহুর্মুহু,
ফাটিয়া গলা পড়িছে শোণিত মরি কি উহু।
দিলি কি মার সর্ব্বাঙ্গে জেলে আগুনের বাতি,
তাই করে ধড়ফড় নাহি নিদ্রা দিবারাতি।
নিবারিত হয় না সে যে জ্বালা বীজন বাতাসে,
দেখি নাহি হেন জ্বালা দেখে প্রাণ কাঁপে ত্রাসে

পাষণ্ড পামর প্লেগ রে পাপিষ্ঠ পাপাচার,
নাহি কি হৃদয়ে তোর দয়া একি ব্যবহার।
হায় কি ফেললি কাটি সেই পূর্ণ লতিকায়,
তরু হতে ছিন্ন ভিন্ন করি যেন রে ধরায়।
একবার দেখনা কি চেয়ে ওরে আত্মসার,
পেয়ে নিজ হাতে কি রে দুর্দ্দশা করিলি তার।
কোথায় খুলে ফেলিলি তার কবরী বন্ধন,
যায় আলু থালু কেশপাশ ভূমেতে লুণ্ঠন।
কৈ সে বসন, কৈ সে ভূষণ, অঙ্গের শোভন,
কৈ সে চুড়ি, কৈ সে বলয়, করিলি কি হরণ।
ওরে কেন না দেখি ! কৈ সে টিপ ভালের শোভা,
কই সে তাম্বুল রাগ রঞ্জিত অধর প্রভা।
কৈ সে খড়ি, কৈ সে পেমিজ গায় এসেন্স মাখা,
নাহিকো কেন কোমল চরণে অলক্তক রেখা।
গেল সব কোথা তারা মার থাকিতে জীবন,
বুঝি প্লেগের ভয়ে অন্যত্র করেছে গমন।
যথায় পেয়েছে শান্তি তথায় করিছে যাপন,
থাকেনা তারা রোগীর কাছে পেলে সুখী জন।
হল মার রক্তনেত্র ঊর্দ্ধদৃষ্টি ঘনশ্বাস,
দেখে প্রাণে লাগিল ধাক্কা হইলাম নৈরাশ।
এইবার জানিলাম নিকটেতে সর্ব্বনাশ,
এসেছে আমার, নাহি মার বাঁচিবার আশ।
এত যে তার শরীরে দারুন উৎপীড়ন,
তুচ্ছেছে অহোরাত্র তবু কি নাহি বিস্মরণ

সে হৃদি হতে বিশ্বনাথের কমল চরণ,
এক তিলার্দ্ধের জন্য, ধন্য তোর ভক্তি ধন।
যেন সহসা তার ভাঙ্গিল ঘুমের চমক,
বলিলেন খুড়ীমা! করোনা বিলম্ব ক্ষণেক,
শীঘ্র এনে দাও পবিত্র জাহ্নবী বারি,
করিয়া আচমন জপিব পিতা ত্রিপুরারী।
দেখনা কি সম্মুখে আসন্ন বিপদ আমার,
না নিলে ধূর্জ্জটীর স্মরণ নাহিক নিস্তার।
দিতে জল হতেছে বিলম্ব দেখিয়া বিরক্ত,
হইয়া বলিতে লাগিলেন করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত।
"জাননা কি তুমি আমি শিব-মন্ত্রেতে দীক্ষিত,
হয়েছি শ্বশ্রূমাতার কাছে; শম্ভু মোর ইষ্ট।
জপিব তাঁহার জপ বিনা তিনি গতি নাই,
হইলে প্রভাত আমি, বলে যাব তাঁর ঠাঁই।
এই যে আসিয়া বসেছেন আমার শিয়রে,
সহ পার্ব্বতী পার্ব্বতীপতি প্রফুল্ল অন্তরে।
নিজ সঙ্গেতে করে লয়ে যাবেন বলে মোরে,
সে অনন্ত স্বর্গধাম পুরী কৈলাসপুরে।
কে বলে শিবের সংহার মূর্ত্তি বাক্য অযুক্তি,
এযে দয়াভাব ত্রিপুরারী দেখি পূর্ণ শান্তি।
কিবা অর্দ্ধচন্দ্রভালে শোভে শিরে সুরধনী,
ভুজঙ্গ ভূষণে ভূষিতাঙ্গ বামে ত্রিনয়নী।
হিমগিরি জিনি বর্ণ ঢল ঢল ত্রিনয়ন:
সদা হাস্য মুখে বলিছেন মধুর বচন।

অম্বিকায়, শুন প্রিয়ে আমি না পারি থাকিতে,
যবে ডাকে ভক্ত মোরে তার আসন্ন বিপদে
শুনি সে কাতর উক্তি না পারি তিষ্ঠিতে ঘরে,
হয় প্রাণ ব্যাকুলিত জীবের মঙ্গল তরে।
আনিতে যাই যে তারে নিজে দিয়ে গো অভয়,
পাছে মোরে না দেখিয়ে সে ভীত হয়।
কয় দিন হতে এ অবলা ডাকিছে আমারে,
তাই আসিয়াছি আমি নিজে লইবারে তারে।
হয় আয়ুষ্মতী ভাগ্যবতী তব সমতুল্য,
নাও এরে নিজ পাশে জীবন এর অমূল্য।
এযে হয় মার ছেলে শিশু সন্তানের মাতা,
হেন জীবে লয়ে যেতে প্রাণে লাগে বড় ব্যথা।
কিন্তু কি করিব এতে নাহি কোন মোর সাধ্য,
আমাকে চলিতে হয় হয়ে কর্ত্তব্যের বাধ্য।
এ জগৎ হয়েছে প্রিয়ে শুধু কর্ত্তব্যে গঠিত,
কে লঙ্ঘিতে পারে সেই কর্ত্তব্য কাহার সাধ্য ?
দেখ, আইলে যামিনী অস্তাচলে দিননাথ
আপনি যান চলে, আলো করে নিশানাথ।
পর্য্যায়ক্রমেতে গতি ইহাদের অবিরাম,
হইতেছে অহোরাত্র নাহি তিলেক বিশ্রাম।
কেন স্রোতস্বতীগণ প্রবেশে পয়োধি-হৃদি,
সর্ব্বক্ষণ বহমান কার ভয়ে সে বারিধি ?
বল কেন ঘোর রবে তুলিয়া স্বীয় তরঙ্গ,
পরে আসি নমে ধরাপদে হইয়া সশঙ্ক ?

কিসের কারণ বল পাখী বসি শাখা পরে,
হইলে প্রভাত ধরে তান কাকলীর স্বরে।
সতত ডুবিছে মানবের শ্রবণ-বিবর,
ঢালিয়া সুধার ধারা করি গান মধুস্বর।
কি আশ্চর্য্য বল দেখি প্রিয়ে! না হতে সন্তান,
আগে আসি মাতৃস্তনে দুগ্ধ, কে দিয়ে পাঠান?
সব সেই নিয়ন্তা তাঁহারই কার্য্য কলাপ
দেখে, ভাবি কি হবে আর, বৃথা করিয়া বিলাপ।
জীব নিজ নিজ কার্য্যসূত্রে ভুঞ্জে সুখ দুঃখ;
কর্ম্ম অনুযায়ী ফলে ফল! আমি কি করিব?
শত গাভি-মধ্যে বৎস আপনার জননীরে,
লয় চিনে অনায়াসে বলে দেয় কে তাহারে।
সেইরূপে পাপ পুণ্য প্রিয়ে জানিবে নিশ্চয়,
হইলে সময় কর্ম্ম ধরিবে আসি কর্ত্তায়।
ওর জননীর নাহি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি,
এ জন্মে কাঁদিবে বৈকি কে শুনে ওর কাকুতি।
আর কেন হয়েছে সময় উঠ তারা ত্বরা,
দেখ নিশি নাই উদিল প্রভাতী তারা, তারা!
এত বলি কান্ত ভবে হইলেন উমাকান্ত,
আনিল সম্মুখে রথ করে নন্দী সুসজ্জিত।
শুনিয়া মহেশ-বাণী কহেন উমেশ-রাণী,
"এখনো হয়নি প্রভাত দেখ নাথ যামিনী।
থাকিতে যামিনী না যায় ভাগ্যবতী রমণী,
আপনি বা এত ব্যস্ত কেন হন শূলপাণি?

সে পুণ্যাত্মা যাবে দিবালোকে যে সব দেখিতে
সুন্দর সুদৃশ্য সব অতিক্রমি স্বর্গ-পথে॥
যাঁর প্রতি লোমকূপে দেখিবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড,
কোন্ কার্য্য আছে এ জগতে তাঁহার অসাধ্য?
তবে কর্ত্তব্য-পালক কর্ত্তব্যের বহির্ভূত,
করিবে না কোন কার্য্য আছে তব এই ধার্য্য॥
কর কাল ব্যাজ পরে ব্যোমপথে ব্যোমকেশ,
উড়াইও যান, রাখ! মম বাক্য হে প্রাণেশ॥
শুক্রাধিক্য দেহ বলি এত কঠিন হৃদয়,
তোমাদের পুরুষ জাতির স্বভাবত হয়।
না হলে কি অহোরাত্র এ দুঃসাহসিক কার্য্য,
পারিতে কি করিতে কভু না থাকিলে সে ধৈর্য্য;
শোণিতের দেহ বলি বুঝি কোমলতাময়,
নারী-প্রাণ তাই এত সদা পরবেদনায়।
সতত কাতরা মোরা, আজ করি কি উপায়,
মাতৃকোল হতে তার নিব কেমনে বাছায়?
নিতে প্রাণ নাহি চায়, যেন বুক ফেটে যায়;
কেন আমি আসিছু আজ হেথায় শম্ভু সহ,
কাঁদিতে বা কাঁদাইতে ছাড়ি সে কৈলাস-গৃহ।
এখনই উহার মাতা করিবেক আর্ত্তনাদ,
কাঁদিবে ভূমেতে পড়ি মারি বক্ষে করাঘাত॥
হবে ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ কোলের ছেলে,
'মা মা' বলি কেঁদে কেঁদে মার কাছে যাবে বলে॥
জাগিবে পতির হৃদে শোক-বেদনা দারুণ,

দেখিবে সে গৃহ শূন্য না হেরি প্রিয়ার বদন।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হবেন শাশুড়ী আত্মহারা
হইলে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী বধু গৃহ ছাড়া।”
এতেক বলিয়া উমা করপদ্ম গালে দিয়া
স্থিরনেত্রে কিং কর্ত্তব্য যেন বিমূঢ়া চিন্তিয়া।
করে কর দিয়ে মাতা এবে প্রগাঢ় ভক্তিতে,
জপিছেন মন প্রাণ রাখি বিশ্বনাথ পদে।
যথা জপে সে জাপক ঘোর নিশীথ শয্যায়
আপনার ইষ্টে মন প্রাণ সমর্পিয়া তায়।
এইরূপে মাতা কতক্ষণ করিলেন জপ,
পরেতে প্রণমিলেন যত দেবতায় সব।
রচনা এ সব কথন নয় কিছু কাল্পনিক
সত্য যাহা লিখিলাম তাহা আর কিম্বধিক।
ওরে ভূমি-সুত ভৌমি হয়োনা প্রভাত তুমি,
কিছু কাল যাপিতে যামিনীর বাসেতে আমি।
পোহা'লে দেখিতে আর না পাব যে কখনি,
যাবেরে ফুরাইয়ে আমার ইন্দুনিভাননী।
চির আশার ধন সে হৃদয় রতন মণি।
জনমের তরে আঁধারিয়া মোর হৃদয় খানি
কিম্বা যাবেরে করে রেঁখে আমায় পাগলিনী
বসায়ে পথে, থাকবো আমি হয়ে উন্মাদিনী।
এত যে তোমাসবে ডাকিলাম হে বিভুগণ,
হল কি সব ব্যর্থ আমার অরণ্যে রোদন!
হায়! দেখিতে দেখিতে নিশি হলরে প্রভাত,

উদয় অচলে আসি দেখা দিল দিননাথ।
ভাসিল ধরা পাইয়া আলো আনন্দসাগরে।
উঠিল জাগিয়া শিশু, মায়ের কোলে নৃত্য করে।
উঠিল গাহিয়া যত পাখিগণ শাখাপরে
মনের আনন্দে তুলি রব কলকণ্ঠ স্বরে।
ধাইল চাষা মাঠের পানে ব্যাগ্রগতি-মন,
হেরিবারে তাহাদের উপজীবি ধান্যধন,
ছুটিল যত গাভীবৃন্দ আহার অন্বেষণে,
পুচ্ছতুলে বৎসগণ শ্যামল মাঠের পানে।
বসিল পূজিতে ভক্ত হাতে ধরি কোষাকুষী,
লয়ে গন্ধ পুষ্প যোগাসনে কুশাসনে আসি।
চলিল গৃহিণী রান্না ঘরে করিতে রন্ধন,
যে যাহার কার্য্যে হ'ল রত আনন্দিত মন।
যেন জাগিল জগৎ আবার পেয়ে নবজীবন,
গেল তার নিশি-শোক লভি পুনঃ হারাধন।
হেন সুখ দিনে আমি কেন ভাসি আঁখিনীরে,
সতত কাঁপিছে প্রাণ উঠি শিহরে শিহরে।
কে যেন দাঁড়াইয়ে পাছে বলিতেছে আমারে,
আসন্ন বিপদ তোমার কি ভাবিছ হায় রে।
আজ হতে তোর হয়ে যাবে চির অস্তমিত
ভাগ্য-সুখ-রবি, রবি তুই আঁধারে সতত।
ক্রমশঃ হইয়া আসিতে লাগিল স্পন্দহীন
প্রত্যেক ইন্দ্রিয় মার, হ'ল বাক্য অতি ক্ষীণ।
কিন্তু এখনো রসনা তার দিল হরি বোল,

আরেক তিন শুনিনু আমি স্বকর্ণে সে রোল।
আচম্বিতে মম গণ্ডস্থল ধরি দুই করে,
ফেলিতে লাগিল দুনয়নে ধারা দর দরে।
বুঝি সে অঙ্কের শিশুর কারণ তিনি অন্ত
কাঁদি যারে মায়া কান্না জানালেন দুঃখ যত।
একবার চাহিলেন দীনভাবে পতিপানে,
যেন কি বাসনা তাঁর ছিল বলিবার মনে।
এ দুঃখিনী মায়ের কারণ পতি সন্নিধানে,
হলনা আর বাক্য স্ফুরিত রল আশা প্রাণে।
ঘুরিল সে আঁখি-গোলক মুদিলেন দুনয়ন,
যেন চির শয্যাতে মাতা করিলেন শয়ন,
নবনীত দেহ ছাড়ি তাঁর চলিল জীবন,
হায় আমি বসিয়া দেখিলাম কি সে নিদান।
তারপর হইল কি না পারি আর বর্ণিতে,
যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত পড়িল শিরেতে।
হয়ে সংজ্ঞাশূন্য আমি পড়িলাম ধরণীতে।
কতক্ষণ পরে চাহি দেখি নাহি সে ঘরেতে
সে স্বর্ণ-প্রতিমা, মা আমার হৃদি-ছেঁড়া ধন,
এ সংসারের মায়া খেলা করিয়া সম্বরণ,
ত্যাজিয়া সকলে চলে গেছেন কৈলাস পুরে,
হরগৌরী সহ প্রেমময়ী প্রেমানন্দ ভরে।
পারিনা পারিনা মাগো আর এত যে সহিতে;
তব অদর্শন জ্বালা হেন দগ্ধ অন্তরেতে।
কিবা দশা ঘটিয়াছে বিহনে যে মা তোমার

একবার এসে দেখ ওরে মা ; মা আমার ।
কোথা গিয়ে নিরচিন্তে কেমনে রয়েছ তুমি,
সব ফেলে ছেড়ে ধনজন সহ পুত্র, স্বামী ।
ওরে বাছা, লভি সে প্রেমানন্দ সাযুজ্য পদ ;
ডাকিতে ভুলিলে সব সেথাকার সুখ যত ?
গেলে সে নিত্যধামে অনিত্য ধামের কথা
ভুলে যায় জীব, থাকে যারা ভুঞ্জে মর্ম্ম ব্যথা ।
কি করিলি ওরে ভূমিসুত ভৌমী একাদশী,
এ হৃদাকাশে দিয়ে চির আঁধার অমানিশি,
কোথায় ডুবালি আমার সে পূর্ণিমার শশী ।
আর কি উদিবে না সে মুখশশী হাসি হাসি,
মম হৃদয় অম্বরে আসি দিয়ে আলো রাশি !
প'ল কি খসিয়া মম হৃদি গগণ হইতে,
জীবনের সুখ ধ্রুবতারা আজকে ধরাতে ।
কে করিল উৎপাটিত মম আশালতা ধন
সে স্বর্ণ লতিকায়, যারে আমি যাবজ্জীবন
করেছিলাম অতি যতনে লালিত, পালিত,
হল কি সে ধন আমার কাল কবলে গত !
যে তৃণ অবলম্বি অকুল ভবসিন্ধু মাঝে,
ভেসেছিনু আমি সদা থাকিতাম যার কাছে ।
কে আমার সেই কুট ধনে করিল হরণ,
করিয়া মোরে নিরাশ্রয়া দিয়া মর্ম্ম পীড়ন ।
কি করি কোথায় যাই গেলে কোথা শান্তি পাই,
কার কাছে গিয়ে এ আগুন আমিরে নিভাই ।

অয়ি বসুমতি ! একবার হও বিদারিত,
জুড়াইতে সরোজের জ্বালা তব মধ্যে মাত,
প্রবেশিব আমি , নিও কোলে তুমি গো ধরিণি
তুলে মোরে , দিয়ে শান্তি শান্তি-দায়িনী সাবিত্রী ।
মা তব চিন্তানল আজি হলরে ভস্মীভূত,
ওই মণিকর্ণিকূলে হায় চির অস্তমিত ।
কিন্তু তব চিন্তানল মাগো চিরদিন তরে,
রহিল মম অন্তরে সতত দগ্ধিতে মোরে
তুষানল সম, এ দুঃখ বলি জানাব কার,
কে আর জানিবে ? জানিবার ছিল যারা হায়
হল তারা একে একে কালমুখে গুপ্ত প্রায় ।
কেবল রহিনু বেঁচে আমি সংসার-কারাতে
হয়ে সব প্রিয় বস্তু হারা কেবলে কাঁদিতে । "
কোথা পিতা শান্তিদাতা বল এসে শান্তিদান ।
এ তাপিত প্রাণে নিয়ত শান্তি শান্তির নিদান ।
আর সহেনা এ হৃদিমাঝে সরগর জ্বালা ।
তাই সে আজ কাতরে তোমা ডাকে এ অবলা ।
নিবারিতে তার সে অন্তর জ্বলন্ত-আগুন,
বরষি শান্তির বারি কর তৃপ্তির সাধন ।
একি হল ! মম হৃদাগার করি শূন্যাকার,
কোথা কেড়ে নিয়ে যেতেছে আজ মাকে আমার ।
দেখ গো পতিত-পাবনি পবিত্র সলিলে ।
মাতঃ জাহ্নবি দেখ, আজ গিয়েছে তব কূলে
মম প্রাণের সরোজ লভিতে গো চির শান্তি,

দিয়ে তারে পদাশ্রয় রেখো সযতনে অন্তি,
তব কোমলাঙ্কোপরি; কৃপাময়ি কৃপা করি ;
আজ তব কাছে যাচে এই ভিক্ষা এ কিঙ্করী।
দাসীর করুণ-বাণী শুনগো মা সুরধুনি,
যেন ফেলনা চরণে ঠেলে শান্ত সীমন্তিনি।
সে যে কাঁদাইয়ে মোরে চলে গেল তব তীরে,
আর না চাহিল বারেক সে মম পানে ফিরে।
দেখ মা সে যেন মোর নাহি পায় কোন ভয়,
লয়ে গো জননি তব অভয় পদে আশ্রয়।
হে ভবভয় হারিণি ! সদা অভয় দায়িনি,
অন্তিমে জীবে রক্ষ তুমি মা মোক্ষ প্রদায়িনি।
সবে ঘৃণা করি শবে শব বলি যায় ফেলে,
তখনি যতনে তারে নাও তুমি কোলে তুলে।
জগৎজননী তুমি দেখি তব এই রীতি,
কর সমভাবে দয়া সকল জীবের প্রতি।
নহে উচ্চ নীচ কেহ তব কাছে গো জননি,
শৃগাল কুকুর আদি করি আছে যত প্রাণী।
তবে কেন মা এ অধমায় এত ঘৃণা করি,
এখন রেখেছ ফেলি দেখি দিবস-শর্বরী।
অশেষ যাতনা তার, এ কি উচিত তোমার
কার্য্য ! হয়ে তুমি দয়াবতী শান্তির আধার।
ধরনা পবিত্র-নামে সে কলঙ্ক জাহ্নবি,
ত্বরিতে তরাও আসি মোরে মমদুঃখ ভাবি।
রাখিবি আর কতকাল ফেলিয়া মা প্রবাসে,

অনাথিনীর বেশে নিজ তনয়ারে বিদেশে।
কোন্ মায়ে দেখিয়া থাকিতে পারে হেন দুঃখ,
যবে সে কন্যা হারায়ে তার পতি-পুত্র-সুখ
আসি কাঁদিয়া পড়ে ধরি মার পদ যুগলে
হয়ে ধুলায় লুণ্ঠিত ধরণীতলে মা বলে ;
শোকেতে হইয়া আকুল পাগলিনীর প্রায়,
আমার কি হল বলি করি ধ্বনি হায়, হায়।
দেখিলে সে দশা তার নাহি সহ্য হয় মার,
কোমল প্রাণেতে তাঁর উথলিয়া স্নেহভার,
তখনি যতনে তারে লেন তুলি কোলে করি
দিয়া সান্ত্বনার বাণী প্রাণের পুতলি কন্যি।
মুছাইয়া অঙ্গ ধুলি এস মা, এস, মা, বলি
যান নিয়ে তারে অতি যতনেতে ধরে তুলি।
দেখিলে নয়নাসার তার ঝরিতে নয়নে,
তখনি মুছান তায় নিজ অঞ্চলের কোণে,
মরি কি যতনে অহো প্রাণের যাতনা জেনে,
যেন কত অপরাধী তার কাছে হেনজ্ঞানে
বলেন ; "কেন মা তুই কাঁদিস সদা মা মা বলি
থাকিতে আমি কি দুঃখ তোর পোয়ে এত বলি।
ধরিব সকল দুঃখ তোর মম বক্ষোপরে,
দেবনা বহিতে তোরে যাবত জীবন মোর।
এবে ক্ষান্ত হও আর কেঁদোনা মা ধৈর্য্য ধর,
দেখ ভাবি ওরে এ জগতের সব নশ্বর।
নহে কিছু চিরস্থায়ী হবে সব কালে লয়,

অনিত্য বস্তুর জন্য শোকে মূঢ় মুগ্ধ হয়।
জ্ঞানীজন জ্ঞানচক্ষে দেখে সব তৃণবৎ ;
সংসারের মায়া মোহ যা কিছু আছে তাবত।
মাগো, অতীতের স্মৃতি সব হও বিস্মরণ,
দিওনা আশ্রয় তারে, হৃদে করোনা রোপণ।
প্রশ্রয় পাইলে তারা বাড়াবে যে শোকানল,
দহিতে তোমার মন সদা জীবন বিফল।
হবেনা সাধন। ভুলে যাবে গুরুদত্ত ধন,
ফের লইতে হবে জননী-জঠরে জনম।
আবার আসিতে হবে জেনো এধরার মাঝে,
ভুগিতে নানা রোগ শোক কাঁদিতে কেচ কাচ
আর যাতে নাহি হয় এই জনম জঠরে,
হও তাহে ব্রতী, সদা রাখ ভক্তি বিভু পরে।
সেই চিন্তামণির চিন্তায় থাকিলে মগন,
যাবে সব ভ্রান্তি পাবে শান্তি দেখিবে তখন।
জ্ঞানের সোপানে নিত্য হইবেক চিত্ত তোর,
নিজ হতে অগ্রসর লভিতে ধর্ম্মের ঘর।
কিন্তু তবে অনায়াসে কভু সে ধন সঞ্চয়,
না সম্ভবে দুপ্রাপ্য অমূল্য ধন যে অক্ষয়।
যত সাধুজন ক্রমে তাহে করে উপার্জ্জন,
পরে ভুঞ্জে শান্তি-সুখ লভি মনোমত ধন।
কোথা স্বর্গ কোথায় সে কুণ্ড চৌরাশী নরক,
সব এই ধরাধামে সবি এই মর্ত্ত্য লোক।
এইস্থানেই দেহী ভোগে নিরয়ের যাতনা,

অথবা ভোগে স্বর্গসুখ কি সুখ কি সান্ত্বনা।
কর্ম্ম অনুসার মাত্র হয় ভোগ ফলাফল,
সুখ দুঃখাদি নহে বাক্য মম জেনো বিফল।
কেবল মানবে শাসনে রাখিতে ভগবান্,
লিখিলেন সে ভয়াবহ নরক-উপাখ্যান।
তা না হলে হবে দেহী নিতান্ত যথেচ্ছাচারী,
পরদারগামী, সুরাপায়ী ধর্ম্ম হন্তা কারী,
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পাপেতে প্রবল মতি,
ধরিতে পশ্বাচার তুষিতে পাশববৃত্তি।
দুর্ব্বলেরে বলবান সদা করিবে পীড়ন,
বিনা দোষে ধরি ছিদ্র দিবে দুঃখ অকারণ।
বড় ভুলনা রাখিবে তারা গুরুজনের সম্মান
সতত রবে নিজ গর্ব্বে হইয়া গর্বীয়ান।
এখন পাপের আছে সীমা হয়নি সীমান্ত,
তা না হলে দেখিতে এই ধরায় অবিশ্রান্ত
বইত অনন্ত অশান্তির স্রোত অবিরল,
পরস্পর মানবে মানব করিতে পাগল।
এই হেতু সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজিলেন সুনিয়ম,
প্রাক্কালে সৃষ্টির বাঁধিলেন প্রণয়-বন্ধন।
পশু পক্ষী আদি করি দেখ মানব প্রবর,
অপত্য স্নেহেতে তারা সদা বদ্ধ পরিকর।
তাঁর নিয়মের কিছু মাত্র নাহি বিশৃঙ্খল,
অজ্ঞান মানবেরা না চালায় তাঁহার কল।
নিজ ফাঁদ নিজে বাঁধি পড়ে নানা দুঃখ-জালে,

জ্ঞান-অসি বিনা কাটিতে নারে শত কৌশলে।
এইরূপে জন্মাবধি তোমাসবে পাও কষ্ট,
বাল্য যৌবন হইতে কাল বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত।
আজ বহুবাক্য কহিলাম শান্তি দিতে তোরে,
আর না থাকিস্ ভুলে অনিত্য মা এ সংসারে।
নওরে অবুঝ তুমি সুবোধ বাছা হওরে,
মম বাক্য শিরে ধরি অবিচারে মা লওরে।
তবে আজ আসি মাগো রেখো চিত্ত ধীর করি,
হইয়ে উতলা এত ফেলনা নয়ন বারি।
নিয়তি কাহারো বাধ্য নহে জানত সকলি,
হইলে সময় এসে, নেব তোরে কোলে তুলি।
তার জন্য ভাবনা কি থাকিতে আমি যার,
মানবের সুখ দুঃখ জেনো স্বপ্নের আকার।
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ অমিয় সমান,
করে সুধা বরিষণ কিবা বিধির বিধান!
তাইতে বলি আছে যার শুধু জগৎ মাঝার,
শান্তিনির্ঝরিনী সমা মাতা করুণা আধার,
কিসের অভাব তার তবে এই ধরাপরে,
আর সব হিতাকাঙ্ক্ষী যেবা আছে এ সংসারে।
আজ শুনি মাতা গান্ধর্বীর জ্ঞান-সুধাবাণী,
হলো অতি সুশীতল মম শোকার্ত্ত পরাণী।
তবে বড় দুঃখ-এই মন হতে ভুলিবারে,
ব্যাধির-পীড়নে তার নারি ত্রিলোকের তরে।
দিবানিশি অসহ্য এ শিরঃশূলের যাতনায়,

ছট্‌ফট্‌ করে যেন হয়ে থাকি মৃত্যুপ্রায়।
রোগের কাছেতে শোক নাহি দাঁড়াইতে পায়,
খর-গতি বান-মুখে তৃণবৎ ভেসে যায়;
শোক-হস্ত হতে পাই শান্তি যদি ধরি জ্ঞান,
কিন্তু ব্যাধি-হস্ত হতে নাই নিস্তার কখন।
অহরহ মম দেহ করিছে যে ছারখার,
করিয়া রেখেছে মোরে যেন সংসারের বার।
যত ভাবি মনে তারে আসিতে দিব না কাছে,
কিন্তু না মানে বারণ বারণ সে সদা পাছে
ধায়, মম সনে ছায়া সম হয়ে অনুগামী,
তিলেক না পাই শান্তি তার হাত হতে আমি।
শয়নে স্বপনে ওরে কিম্বা যদি জাগরণে,
আমি সব অবস্থায় রয়েছি তার অধীনে।
নিজ ইচ্ছাধীন কিছু না পারি আর করিতে,
রয়েছি শাসনে তার আমি প্রতি পদে পদে।
যে পথে চালাইতেছে সেই পথে চলিতেছি,
যেন কাষ্ঠ পুত্তলীবৎ ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছি।
যদি না হইত দেহ মম চির রোগাধীন,
তবে কি বেড়াইতাম হয়ে আমি এত হীন।
যথা তথা পরবাসে করি বাস এতদিন,
ত্যজিয়া শ্বশুর ঘর না থাকি আর অধীন।
চির আশা ছিল মনে থাকি শ্বশুর ভবনে,
কাটাইব দিন মম করি ঘর সযতনে।
হয়রে নারীর চির গৌরবের বাসস্থান,

সে আশ্রম সদা তথা মান ধর্ম্মের উত্থান।
মম ভাগ্য দোষে হায় না মিটিল সেই আশা,
পড়িয়া বিপদে নানা হলেম তায় নিরাশা।
গেলেন পড়িতে পতি মম নগর পুনায়,
হবেন ইঞ্জিনিয়ার ধরি উচ্চ আশা হায়।
যত্নসহ পড়িলেন তথা বছর চারেক,
আসিতে হলোনা আর ফিরে বাড়ীতে বারেক।
যথাক্রমে তথা করিলেন পাশ দুইবার,
তৃতীয় বারের তরে হতে ছিলেন এপিয়ার।
পরীক্ষা এল্, সি'র ফি দিয়ে ছিলেন দাখিল,
দিতে আর হলোনা পরীক্ষা হলে অখিল।
নাহি রোগ-দুঃখপাত বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
হয়ে গেল অকস্মাৎ মৃত্যু সে অতি নির্ঘাত।
না পারে লেখনী মম লিখিতে সে দুঃখ-বাণী।
না দেখি ভাষায় হেন ভাষা কেমনে বাখানি।
এখনো এ চিত্তপটে স্মরিলে সে সব স্মৃতি,
থর থর কাঁপে অঙ্গ বিদরিয়া যায় হৃদি।
সরেনা মুখেতে বাণী প্রাণবায়ু নাহি রয়,
না থাকি আর আমাতে আমি বজ্রাহত প্রায়।
কতক্ষণ পরে যেন পুন প্রাণ আসে ধরে,
নিদারুণ এ হৃদি পরে পেতে দুঃখ বারে বারে।
তারক নামেতে ছিল প্রিয় এক বন্ধু তাঁর,
মৃত্যুকালে নিকটে ভ্রাতৃসম আপনার।
প্রকাশিল সেই ব্যক্তি কাগজ বঙ্গবাসীতে,

এ বিষাদ মৃত্যু-কথা সবে বিদিত করিতে।
তা'হতে তুলিয়া আমি সে অংশ টুকু যতনে,
দিলাম মম পুস্তকে পড়ো বঙ্গ ভগ্নীগণে।
দেখো, সবে পড়ে অভাগীর ভাগ্য-সমাচার,
দয়ায় হৃদয় যার অবশ্য ঝরিবে তার।
দু'ফোঁটা আঁখির জল এ দুখিনীর কারণ,
নাহি হবে সম্বরণ নারীর কোমল মন।
হিমগিরি-শৃঙ্গসম ছিল উচ্চ আশা মম,
পলকে পড়িল ভেঙ্গে গেল যত সুখ মম!
পারে কি ভুলিতে কভু পতি-বিয়োগ-বেদনা,
যাবৎ জীবন তার ভ্রমে ও সে ললনা।
জীবনে মরণে প্রাণ বাঁধা যার শ্রীচরণে,
বিধির বিধানে কিবা পূত-প্রণয়-বন্ধনে,
সতত পূজেন সাধ্বী যাঁরে ধ্যানে মনোপ্রাণে,
দেবজ্ঞানে হৃদাসনে রেখে অতি সংগোপনে,
হেন পতিনিধি-হারা হয়ে বাঁচে যেবা সতী,
জীবনে মরণ তার তুষানলে জ্বলে হৃদি।
লোকে জানে আছি ভাল, ভাবে মনে সদা কাল,
কিন্তু যে দুঃখেতে মম কাটিছে জীবন কাল,
তার কণামাত্র কভু না পারিবে প্রকাশিতে,
এ জনম বুঝিনু হায় লভিনু শুধু কাঁদিতে।
কেঁদে কেঁদে কতকাল কাটিছে নিশিদিন,
আর কাঁদায়োনা নাথ, দাসী তোমারি অধীন।
যদি কোন অপরাধ আমি করে থাকি নাথ

ওপদ-কমলে তব, সেওত তোমারি হাত।
এত দুখ দিয়ে প্রভো মেটেনিকি মন সাধ,
আর কিবা দুঃখ দেবে দেখ ভাবি কৃপানাথ!
সয়েছি অনেক দুখ আরো না হয় সহিব,
তবু ও পদ-কমল আমি কভু না ছাড়িব।
সদা হৃদি পরে করি রাখিব হে জোরে ধরি,
ত্যজিব নতুবা শেষে এ পরাণ ও পদ স্মরি।
হে দীনেশ, এ দীনার মিটাইও এ' বাসনা,
চরমে চরণ অই যেন দিতে ভুলিওনা।
অগতির গতি নাথ তুমি পতিত পাবন,
এ'বার এ পতিতায় রক্ষ প্রভো নারায়ণ।
নিতান্ত বিপদে পড়ি তোমা বিপদ-ভঞ্জন
ডাকিছে কাতরে, আসি কর দুঃখ বিমোচন।
সতত প্রার্থনা পদে ওহে প্রভো দয়াময়,
ভাসায়ে দিওনা যেন করে তারে নিরাশ্রয়।
তুমি না বুঝিলে দুঃখ তার কে বুঝিবে আর,
বুঝিতে না দেখি কারো' এই ধরার মাঝার।
যাদের উপরে তার জীবনের ন্যস্তভার,
সমর্পিতমন্ত্র বলে রেখেছিলে এইবার,
তারা ত' গিয়েছে ফেলে অকুলে ভাসায়ে জোরে
কুলে তুলে লও যদি তোমারি নামের জোরে।
তোমা বই আর কারে জগতে না জানি নাথ
কাতরে করুণা কর কিঙ্করীরে জগন্নাথ।

করুণা।

ওরে বিধি শিশুদের প্রতি একি আচরণ!
দেখাইলি নির্দ্দয়তা তোরে নিন্দিবে ভুবন
কোন অপরাধে তারা তব কাছে অপরাধী,
কেন হল মাতৃহারা, একি বিধি তব বিধি!
নির্ম্মল জীবন তারা না জানে পাপের লেশ,
তবে কেন বল হেন দুঃখ পেলেগো অশেষ।
ছিল না বুঝি তাদের জন্মান্তরের সুকৃতি,
তাই তারা শিশুকালে পেলে দুঃখ হেন শাস্তি।
বিধি! কেড়ে মার একমাত্র অঞ্চলের নিধি,
কাঙালিনী করি তারে কাঁদাইলি নিরবধি!
করি গৃহ শূন্য নিলি গুণবতী ভার্য্যা সতী,
পতির হৃদয়ে দিয়ে দুর্ব্বিষহ ব্যাথা অতি।
যদিও সে সাজায়েছে পুন নূতন সংসার
মনেতে বিশ্বাস মম কভু নাহি হয় আর,
বলিতে পারি না তবে অন্তরের কথা তার।
দিয়ে কি মা গেলে তুমি বৃদ্ধ শাশুড়ীর গলে
অপোগণ্ড শিশু সব, ফেলি তারে বন্ধজালে।
অঞ্চল-নিধি কি মার ফেলে যেতে বাসনা,
কভু নয়, নিলে বিধি করে অশেষ ছলনা।
একি ভ্রান্তি! আবার ও কেন নিন্দি বিধাতারি,
কম অপরাধ মম ধরি শিশু দুটী পায়।
রোগে শোকে হয়ে গেছি ধাতা পাগলিনী প্রায়,

বলি তব নানা কথা অন্তর্য্যামী বুঝতায়।
হায় আমি ডুবেছি অতল শোক-সিন্ধুনীরে,
পাব কি উঠিতে এ জীবনে সে জীবন-তীরে !
না ভাসিয়া ভাসিয়া স্রোতের শ্যাহলার ন্যায়,
বহিবে জীবন অনন্তের অনন্ত ধারায়।
তুলিবে কি কৃপা সিন্ধো ! সে সিন্ধু হতে মোরে,
নতুবা কে দয়াময় দয়াময় বলে তাঁরে ?
অধম অকৃতি জনে যদি না তরাও এসে,
পতিত পাবন নাম কোন্ মুখে ধর কিসে ?
বিলাপের কথা আমি কতই লিখিব আর,
ফুরাতে চাহে না সে যে দেখি অনন্ত অপার।
কিন্তু অল্পবুদ্ধি নাহি কল্পনার শক্তি পিতা,
কেমনে প্রকাশি সেই দারুণ অন্তর-ব্যাথা।
তবে যদি দাও মোরে কিছু ভাব গভীরতা,
কিঞ্চিৎ জানাতে পারি মরমের সে বারতা।
নহিলে অন্তঃ সলিলা ফল্গুতরঙ্গিনী প্রায়,
বহিবে সতত দুঃখ তপ্ত অন্তরেতে হায়।
আজ কোথা প্রাণ সম প্রিয় কনিষ্ঠ সোদর,
কি বলিব তার কথা রূপে গুণে ধনুর্দ্ধর।
দিদি দিদি বলি কত সম্ভ্রমে ডাকিতো মোরে,
সম্প্রতি হারায় তারে পোড়া অদৃষ্টেরি ফেরে।
তার পরে সমস্তও গেল চলে লোকান্তর,
একি ! মানব হৃদয় কিম্বা কঠিন প্রস্তর !
মাংসপেশী কি সহিতে পারে হেন বজ্রাঘাত,

বারবার প্রবল অতি হেন ঘাত প্রতিঘাত।
বিদ্যুৎ বিধুনিত কি বক্ষ দেখিছ আমার,
চরমা বরণে ঢাকা বাহিরে তাই সুন্দর,
অন্তর যে হয়ে গেছে ভস্মীভূত ছারখার।
অন্তর্য্যামী তব কাছে নহে অবিদিত আর।
কি বা হয়ে গেছে মোর লবণের ভাণ্ডপ্রায়,
শিথিল এ দেহ-গ্রন্থি কি জর্জ্জরীভূত কায়।
নাহি কোন প্রয়োজন বৃথা এ জীবন-ভার,
কেন রাখিয়াছ বল কিবা উদ্দেশ্য তোমার?
বুঝিনু উদ্দেশ্য তব রাখি মোরে দিবে কষ্ট
জন্মাবধি মোর প্রতি তাত!. কেন এত রুষ্ট?
জানি না যে জন্মান্তরে করেছিনু কত পাপ,
তাই কি হে দিলে মোরে নানা দুঃখ মনস্তাপ!
হে মহান্! একি তোমার মহত্ত্বের পরিচয়,
কাতরে করুণা কৃত একথা যে মিথ্যা নয়।
শ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠত্ব আর তেল ঢালা তেলো মাথে,
জগতের রীতিনীতি বিচিত্র কি আছে তাতে।
তবে তারে বলি সাধু দয়াবান্ যেবা পারে
অধম পতিত জনে তুলিবারে হাত ধরে।
থাকিবে তাঁহার যশ এই পৃথিবী ভিতরে,
অনন্ত কালের তরে লেখা জলন্ত অক্ষরে।
আর সদা রবে গাঁথা সেই কৃতজ্ঞ-অন্তরে,
যাবত জীবন তার এই বিশ্ব চরাচরে।
হে করুণাময়! কিন্তু স্বকরুণ স্বরে তোরে,

তাকি সদা ভাসাইয়ে বক্ষ নয়নেরি নীরে।
আরো আমি কত কাঁদি নাথ অতি সংগোপনে,
ভাইলে গভীর নিশি সিক্ত করে উপাধানে।
কঠিন হৃদয় তব তবু কি আর্দ্রিল নারে,
একবার না দেখিলি অবলার পানে ফিরে।
তোমা বিনা আর কারে জানাইব দুঃখ আমি,
কে আর শুনিবে তবে দুখিনীর এ কাহিনী।
কৃপা করে বলে দাও কৃপার নিদান তুমি,
হয়ে গেছি হত জ্ঞান কিছুই না জানি আমি।
আছেরে মেয়ে প্রবাদে এই বাদ ঘরে ঘরে,
জ্ঞাতব্য কারণ সবে লিখি কবিতা ভিতরে।
শত পুত্রবতী নারী যদি পতিহীনা হয়,
তবু লোকে অভাগিনী সতত তাহারে কয়।
হায় আমি দুই হারা নাহি পতি নাহি পুত্র,
ধাতা, একি দেখাইলে মোরে ভোগ কর্ম্মসূত্র।
যাই হোক এত কষ্ট মনে হত না আমার,
মীমাংসা করিয়া বলি সবে শুনা কিছু তার।
কর্ম্মী নিজ কর্ম্ম জানি ভোগে যদি তার ফল,
না হয় কাতর কভু জেনো অচল অটল।
অজ্ঞাত পাপীর কিন্তু-তাহে হয় পরিণাম
শোচনীয় অতিশয়, নাহি শান্তির নিদান।
সতত বিদগ্ধ করে ভুক্তভোগীর হৃদয়,
ভাবে কেন ভুজি দুঃখ কি করেছিলাম হায়।
এস মন! আর নাহি কাজ বৃথা বাক্য ব্যয়,

এবার বলিব কিছু সার শুনিবে নিশ্চয়।
লীলাময়ের লীলাক্ষেত্রে যত কিছু সুখ দুঃখ,
নিশার স্বপন সম সকলি যে ভ্রমাত্মক ;
কদলীর ক্রম যথা নাহি তাহে কিছু সার,
মিছা এ মায়ার খেলা মায়াময় এ সংসার।
তুমি কার কে তোমার ! কেবা আছে হেন জন,
আপনা ভাবিয়া যারে কর স্নেহ সম্ভাষণ,
তীব্র-বিষ-ব্যাল হয়ে করে অমনি দংশন,
সংসারের ধূলা খেলা দেখ সুখের কেমন।
মধু লোভে এ সংসারে ছুটে জীব অবিরত,
বিষয় বিষেতে তার অঙ্গ জরজরীভূত।
কিন্তু হায়, সে বিষেও হলনা প্রাণের শেষ,
না জানি প্রাক্তনে মম আছে কত ভোগক্লেশ।
সহজে বুঝিনু হেন বিষে মরিব কেমনে,
নাশিবে সে অঙ্গ মম সদা দহনে দহনে।
সে ত নহে অন্য কেহ হয় উদর সোদর,
ভীষণ কৃশানু আর কিবা বক্ষে স্তরে স্তর।
দিবানিশি জ্বালাইছে মোরে তুষানল সম,
কি আর বলিব নাথ দেখ নাকি দুঃখ মম ?
হেন রোগ-শোক-জরা-মরা-ভয়ে হয়ে ভীত,
দেখ পুত্র শুদ্ধোধন নৃপতির গুণযুত,
ভোগের বাসনা ত্যজি ঐশ্বর্য্য-সুখ-সম্পদ,
বৈরাগ্যের তরে নাহি ভাবি মাতৃ পিতৃ পদ।
ছেড়ে গেল প্রেয়সীর চির প্রণয়ের আশা,

আহা কি পতিপ্রাণার পতি বিনা দুরদশা !
জনমের মত ভাসাইয়া নিরাশা-সাগরে,
শ্রীচরণ-সুখে বঞ্চি রাখিয়া কি গেলে তারে।
আমার ! নবজাত শিশুর এ বিম্ব-বদন-কমলে,
স্নেহের চুম্বন তারে না দিলে না কল্লে কোলে।
যৌবনে হইয়ে যোগী ছাড়িলে সংসার-সুখ,
একবার না ভাবিলে তাহে কিছুমাত্র দুঃখ।
ভারতের ইতিবৃত্তে আজিরে দেদীপ্যমান
রয়েছে বুদ্ধজীবনী কি অদ্ভুত সে আখ্যান।
জগতে শিখাতে দেখালেন বৈরাগ্যের শেষ,
মোহান্ধ জীবের তবু হলনা কি জ্ঞানোন্মেষ !
পড়ি অন্ধকূপে সদা করে হাহাকার ধ্বনি,
পতি-পুত্র-শোকে হৃদি দহে দিবস রজনী।
পিত ! আমি এক জন তব সেই দল ভুক্ত,
অতি নরাধমা তাই এ হেন বিপদ গ্রস্ত।
দাও মোরে জ্ঞানরজ্জু ধরে উঠিতে পতিত,
এই ভিক্ষা যেন পদে থাকে মতি অবিরত।
আরও মোর হৃদে দাও ভকতির আবির্ভাব,
তব কৃপায় সে ভাব আপনি হবে স্বভাব।
ওহে বিশ্বকর্ম্মকার, না শিখালে কর্ম্মযোরে,
বিনা কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, পাব কি মুক্তি সংসারে।
সহেনা সহেনা আর এ হেন যাতনা প্রাণে,
ক্ষম নাথ, ক্ষম নাথ, ধরি তোমার চরণে।
পাপ পঙ্কে ডুবিল এ দেহতরী হে মহান,

রক্ষা কর, রক্ষা কর, কর মোরে পরিত্রাণ।
দিয়ে শান্তি শান্তিময়, নিয়ে চল শান্তি ধামে,
দেখো যেন শ্রীচরণ ভুলি না আর চরমে।
জ্ঞানময় সত্য তুমি ব্যাপ্ত এ জগৎময়,
মিথ্যা এ অনিত্য ধামে সকলি যে কিছু নয়।
কেবল ভোজের বাজি সব শূন্যময় মেলা,
না আসিতে জীবনের সন্ধ্যা ভেঙ্গে যায় খেলা।
সে খেলায় কিবা কার্য্য যাহে তৃপ্তি নাহি হয়,
কেবলি তৃষার বৃদ্ধি আশা মরীচিকাময়।
তাই বলি সবে কর মন ব্রহ্মে নিয়োজিত,
যাঁহারে ভাবিলে পাবে শান্তি চির মোক্ষপদ।
আর থেকোনাকো বৃথা আশার ছলনে ভুলে,
পথের সম্বল দেখ যেতে কি হবে না চলে?
সুখের আবাস ভূমি নহে এযে পান্থধাম,
ক্ষণেকের তরে শ্রান্ত পান্থ লভয়ে বিশ্রাম।
একে বলে কর্মক্ষেত্র কর্ম্ম অনুগত প্রাণ,
হুতাশন পরীক্ষায় যথা কষিত কাঞ্চন।
অজ্ঞান মানব নিজ না বুঝিয়া হিতাহিত,
করে নানা কার্য্য শেষে লভে ফল বিপরীত।
আসিয়া ভবের হাটে পড়ি নানা প্রলোভনে,
সাজিয়া মায়ার যুটে ভোলে পথ অন্বেষণ।
কেহ বা কর্ম্মের বলে কেনা বেচা করি ভাল,
মনের আনন্দে ফিরে পুনরায় চলে গেল।
কেহবা হারায়ে যথাসর্ব্বস্ব ভবের হাটে,

কাঁদিছে, কেমনে পার হবে সেই খেয়াঘাটে।
একুল ওকুল মম দুকুলি তো গেল হায়,
বলে দাও পিত এবে, কিবা শান্তির উপায়।
প্রকৃত বৈরাগ্যে বটে শোকে হয় কিছু শান্তি
তবু মন হতে কভু যেতে নাহি চাহে ভ্রান্তি
সহজে মায়ার মায়া কাটে হেন সাধ্য কার!
আপনি যে আচম্বিতে ব্যাকুলিত চিত্ত তার।
পুণ্য-শ্লোক দশরথ মোহে মুগ্ধ অকারণ
ত্যাজিলেন প্রাণ যদি কাকথা আর অস্মাকম্?
বিরহ বিষম ব্যাধি মৃত্যু শোক সমধিক
রামচন্দ্রে দিয়ে বনে ফেলি রাজ্য সুখ ভোগ
ছাড়িলেন প্রাণ রাজা একি নহে পুত্র-শোক?
আমি দুঃখী, আমি কার কথা বলিব আবার,
কি হয়েছে মম কেহ না দেখিলে একবার।
এক মাত্র কন্যা মোর ছিল সে জীবনাধার,
যার পানে চাহি দুর্বিষহ এ জীবন ভার
কাটাইতে ছিলাম আমি অভাগিনী মা তার,
ফেলে গেল করিলনা সেকি প্রতীক্ষা আমার?
সে সরযু শান্তি-ছায়া কোথা হলো অন্তর্হিতা
কেননা নেহারি তবে নাই কি সে চারুলতা?
হায় কে নিদয় এত উৎপাটিত সমূলে
করিল সে আশা-তরু, যা শোভিত ফলে ফুলে।
বসিয়া সে তরু তলে সতত এ দাবানল
জুড়াতাম অকাতরে, এবে সকলি বিফল।

দিতনা অঙ্গেতে কভু কোন তাপ লাগিবারে
সতত রাখিলা পিতা সযতনে ঢেকে মোরে।
এবে বিহনে তাহার সংসার-মরুতে হায়!
সদা পড়ে পুড়িতেছি যেন তপ্ত বালুকায়।
কারো' আর নাহি সাধ্য জুড়াইতে এজীবন,
বিনা সেই শান্তিদাতা যিনি শান্তির নিদান।
পরাণের সনে যেই গিয়াছে মোর পরাণী,
কে জানিবে তায়? জানি আমি জানে অন্তর্যামী।
দেখিছ কি সবে মোর পড়ে আছে শূন্য কায়া
তাই বা কেমনে বলি সে বুঝি কায়ার ছায়া।
তবে যে সে চলে বলে কেবলি দমের বলে,
কিবা সেই বিশ্ব পিতার গড়নের সুকৌশলে।
চলে কাষ্ঠ পুত্তলিকা যথা দম ভর করে
তেমতি জানিবে মোরে কেন না হইতে পারে?
একি মম হেন বাক্য ভাল হল না তোমার,
যখনি প্রসঙ্গ তুমি তুলগো সময় মার।
তখনি পরাণে তব মানে না আর ধৈর্য্য ধরা,
কেন তুমি হয়ে পড় সহজে এত অধীরা?
হব না ত জান না কি তুমি সে যে হারাধরা
ছিল যে আমার কত দেবতার মোর ধরা?
ওরে মায়ের বত্রিশ নাড়ি করা উন্মোচন,
কত সাধনের ধন ছিল সে নীলরতন।
তারে কি কখনো ভোলা যায় থাকিতে জীবন,
তবে আর ভুলে আছি হয়ে জীবন্তে মরণ।

শুধু শোক নহে মোর আরো যে কত যাতনা,
রোগ শোক দরিদ্রতা অধীনতা কি ভীষণা।
একাধারে কত দুঃখ সহিবেরে এ জীবন,
আর তো পারে না সে যে ধরিতে ধৈরয গুণ।
ইচ্ছি শুধু করিবারে সত্ত হলাহল পান,
এছার জীবনে আর নাহি কোন প্রয়োজন।
পারিনা করিতে তাহা শুধু নিরয়ের ভয়ে,
পশ্চাতে ধরম তাহে প্রতিবন্ধক যে ঘটায়ে।
কল্পনায় ভাবিলে অঙ্গ ওঠে শিহরে শিহরে,
সে কার্য্য কি কভু কার্য্যে পরিণত হতে পারে?
সে যে অসম্ভব দেখি যাহার চিন্তায় পাপ,
না জানি সে পরিণাম কতই বা মনস্তাপ।
আজি বা না হয় কাল সময়ে করিবে কাল,
এই দেহ ভস্মীভূত ঘুচিবে ভবজঞ্জাল।
কিন্তু সে আত্মা দেহীর কভু নাহিক নিস্তার,
যাবৎ রবি, শশী, তারা ভুঞ্জি জন্মজন্মান্তর।
তাই হেন কার্য্যে আমি হতে নারি অগ্রসর,
এতেক যাতনা সহি বেঁচে যুগযুগান্তর।
কারে দুঃখের দিন তুমি চাহনা কাটিতে,
পলকে ত্রিযুগ দেখি স্থখ-হৃদয় উড়িতে।
এ জগতের যা কিছু সকলি যে অদ্ভুত,
কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ হয় রাজচ্যুত।
লীলাময়ের এ লীলা বুঝে নাহি সাধ্য কার,
এই কি তোমার প্রভো হয় কর্ত্তব্য বিচার?

ঈশ্বরের প্রতি বিভংস।

দেখিলে জীবের দুঃখ বুঝি প্রাণে পাও সুখ,
নহিলে নিশ্চিন্তে বসি দেখ কেমনে কৌতুক
ওহে বিশ্ব-সারাৎসার, একি তোমারি বিচার,
ভাবিয়া না পাই অন্ত ভাবিব কতই আর।
করিয়া জীবের সৃষ্টি পরে তার দেখ দুঃখ,
এ তব কি অন্যায় আচার ওহে চতুর্ম্মুখ!
কি উদ্দেশ্যে সিরজিলে এই বিশ্বচরাচর,
বুঝিনা এ তাৎপর্য্য ওহে মহানধীশ্বর!
কেন হেথা দিলে এত সুচারু সুমিষ্ট ফল,
তৃপ্তিকর রসনার রস মধুর অম্বল!
কেন বা শস্যেতে পূর্ণ করিলে এ বসুন্ধরা,
কেন বা সৃজিলে চন্দ্র, সূর্য্য, দিক্, গ্রহ, তারা।
স্থাবর, জঙ্গম, গিরি, গহ্বর, স্রোতস্বতী,
অলক্ষ্য অব্যক্তস্বরে কেন গায় যশোগীতি।
কেন এ সৃষ্টি তব দিবা যামিনী মুহূর্ত্ত,
অয়ন, যুগ, বর্ষ, মাস, ষড়ৃঋতু বসন্ত।
কিসের লাগিয়া পল করিলে দণ্ড বিপুল,
বার, পক্ষ, অনুপল, তিথি গণনা সকল!
যত সময়ের ক্রম ক্রম ভাগাংশ বিচার,
কেন করে আসা যাওয়া এই যুগ চারিবার?
ওহে ইচ্ছাময়, তব ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে?
স্বেচ্ছায় করিলে ব্রহ্মাণ্ড অত্যদ্ভুত প্রকারে।

কেন পাখী পক্ষপরে অথবা পুষ্প নিকরে,
সাজালে সুচারু এত রূপেতে রঞ্জিত করে ?
দেখাইলে কি আশ্চর্য্য শিল্প নিপুণতা তব,
প্রজাপতি পতঙ্গাঙ্গে তুলনা তার কি দিব।
বিশ্বপতি বিশ্বাধার, এ বিশ্ব মাঝে তোমার,
যখনি যে দিকে দেখি. দেখি সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার।
কি যেন কি মিলে তায় প্রেম প্রীতি মাখামাখি,
চাহে না মুদিতে আঁখি যত দেখি তত দেখি।
এত যে রচিলে প্রভো তুমি সব মধুময়,
সুন্দর সুরম্য বৈজ্ঞানিক পদার্থ নিচয়।
আছে ত সৃজিত তব প্রাণী বিবিধ প্রকার,
কিন্তু মানবেরে দিলে কত উচ্চ অধিকার।
দিয়াছ শ্রেষ্ঠত্ব পদ আর বিবেচনা বুদ্ধি,
তাই তারা অনায়াসে করে বোধ উপলব্ধি।
তাইতে বলি হে প্রভো আমি মনে অনুমানি,
নহে কি মানব তব হয় অতি শ্রেষ্ঠ প্রাণী ?
সকল জীবের মোরা সর্ব্বেসর্ব্বা অধীশ্বর,
সতত নহিলে কেবা রাখে করিয়া নফর !
মহিষ, বলদ, উষ্ট্র, হয়, গজ মহাবীর,
সবে চির অনুগত সদা তরাসে অস্থির।
তাইতে বলি হে প্রভো আমি মনে অনুমানি,
নহে কি মানব তব হয় অতি শ্রেষ্ঠ প্রাণী ?
কি সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক আদি হিংস্র নখী যত,
এ হেন দুর্দ্দর্ষগণে মোরা করি করায়ত্ত ;

স্বেচ্ছায় নাচাই অবিরত বানরের প্রায়,
বাঁধিয়া বীভংসে কিম্বা প্রহারিয়া কশায়।
তাইতে বলি হে প্রভো আমি মনে অনুমানি,
নহে কি মানব তব হয় অতি শ্রেষ্ঠ প্রাণী ?
কালকূটে ভরা কালসর্প-প্রাণ-সাংঘাতিক,
তারেও কি ডরি মোরা করে রাখি ক্রীড়নক।
এনে রঙ্গালয় মাঝে খেলি কত রঙ্গ করে,
মহামন্ত্র পর ভাবে কালান্ত সে ভুজঙ্গেরে।
তাইতে বলিহে প্রভো সদা অনুমানি, মনে করে,
নহে কি মানব তব হয় অতি শ্রেষ্ঠ প্রাণী ?
করে শূন্যে বিচরণ স্বাধীন বিহঙ্গ দল,
তারাও এড়াতে নারে, করি বন্দী পেতে জাল।
আবদ্ধি পিঞ্জরাগারে মুখে তার বিভুগান,
শুনি দিয়ে উপদেশ সতত তুষিতে প্রাণ।
তাইতে বলিহে প্রভো আমি মনে অনুমানি,
নহে কি মানব তব হয় অতি শ্রেষ্ঠ প্রাণী ?
অতল গভীর নীরে করে মীন সন্তরণ,
কৌশলে আনিয়া করি জঠরাগ্নি নির্বাপণ।
মানব বুদ্ধির কাছে না খাটে বুদ্ধি কাহার,
তুমিইত দিয়েছ মোদের হেন উচ্চ অধিকার।
তাইতে বলি হে প্রভো সদা মনে অনুমানি,
নহে কি মানব তব হয় অতি শ্রেষ্ঠপ্রাণী ?
একথা অবশ্য তুমি করিবে না অস্বীকার,
আর বার মনে মনে দেখ ভাবি আপনার,

সকল জীবের পরে মোদের যে অধিকার,
সকলি দেওয়া তব নৈলে হেন সাধ্য কার ?
এত আদরের জীব যদি মানব তোমার,
কোন্ প্রাণে শত শত দুঃখ তুমি দেখ তার ?
হতে মাছি কীট ছার কতই কহিব আর,
দিয়াছ লাগায়ে কত শত্রু অগণিত তার।
ভোজনে নাহিক সুখ মক্ষিকায় দেয় দুখ,
নিদ্রায় নাহিক শান্তি দংশে যত্তেক দংষ্ট্রক।
দিনে মাছি রেতে মশা দিয়েছ কতই সাজা,
যেন প্রভো তুমি সব বসিয়া দেখিছ মজা।
এ সকল দুঃখ ভোগ নহে ভোগ সাংঘাতিক,
মানবের পক্ষে বোধ উৎপাত যত্তুক।
দিয়াছ হৃদয় তুমি বহিতে যাতনা,
দারুণ দুর্ব্বিষহ নারি করিতে বর্ণনা।
সে বেদনার কণামাত্র এ ক্ষুদ্র বুদ্ধি হতে,
কত আর সহে দুঃখ প্রভো অল্প জীবনেতে।
দয়াময় অন্তর্যামী কি না অবগত তুমি,
তোমারি দেওয়া সব বলে কি জানাব আমি ?
তোমারই দেওয়া যত প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সম্বন্ধ নির্ণয় আদি কিবা মধুর মিলন।
মাতা পিতা ভাই বন্ধু পতি পুত্র প্রিয় নিধি,
আবার তুমিই সব নাও কেড়ে ওহে বিধি।
নাহি সময়াসময় দিয়ে মর্ম্মান্তরে ব্যথা,
প্রাণে প্রাণ থাকে প্রাণ যাহাদের সনে গাঁথা।

মমতা-মার্জ্জিত-ডোরে নিরমল শোভা করে,
সে প্রিয় প্রীতির হারে ছিঁড়িতে কি হয় তারে ?
শোণিত সনেতে অস্থি হায় থাকেরে যাহার
সুন্দর বন্ধনে গাঁথা করে ছিন্ন ভিন্ন তার,
কারে কোথা ফেল প্রভো আর না মিলন হয়,
চলে যায় লয়ে তার চির জন্মের বিদায় ।
না মিটিতে উভয়ের পরাণের সে পিপাসা,
ডুবাও বিষাদ নীরে করি জন্মের নিরাশা ।
বিহনে সে প্রিয়জন কত দুঃখ সহি মোরা,
যাপি এ জীবন ঘোর আঁধারে জীবন্তে মরা ।
আবার মরার পরে দিয়েছ যে খাঁড়ার ঘা,
সহিতে অসহ্য ব্যাধির যন্ত্রণা বিভীষিকা ।
দারিদ্র্য দুঃখের কথা স্মরিলে তো বক্ষ ফাটে,
দীনতায় মানবের কিবা না দুর্গতি ঘটে !
কপট আচারী শঠ চোর দস্যু প্রবঞ্চক,
নীচাশয় নিজবৃত্তি করে অপলোভী ঠক ।
কহিলে অভাব সব এসে স্বভাবে দাঁড়ায়,
অভাবে স্বভাব নষ্ট একথা যে মিথ্যা নয় ।
আরো কি বলিব প্রভো বলিতে পাষাণ গলে,
দারুণ দুর্ভিক্ষ-কথা মনেতে উদয় হলে ।
দেখনা কি সে সময় ক্ষুধায় হয়ে আকুল,
দরিদ্রতা দোষে কিনা করে দরিদ্র সকল ।
নিজ জীবন্ত সন্তানের খাত্র মাংস কবলে,
খায় ছিঁড়িয়া পুরাতে কঠোর জঠরানলে ।

তবু তাহে নাহি শান্তি ক্ষুধায় আকুল প্রাণ,
সদা মুখে শব্দ করে কর অন্ন কর দান।
রক্ষিতে মোদের প্রাণ কে আছ কে দয়াবান্,
আজিকার দিনে এ দীনের শান্তির নিদান।
ক্ষুধার্ত্ত জনের হায় হেন আর্ত্তনাদ ধ্বনি,
হয় নাকি প্রবিষ্ট ও করুণ-কুহরে শুনি?
তুমি কি বধির প্রভো অথবা করহে ভাণ,
দেখবে বলে মানুষ যত মরা মজাখান।
ওহে বিশ্ববিচারক! এ কোন বিচার তব,
কোথায় করিলে শিক্ষা এ অভ্যাস অসম্ভব?
বধিতে মানব প্রাণ হায় অপরাধ বিনা,
পাতিয়া দুর্ভিক্ষ-ফাঁদ দিয়ে কঠোর যাতনা।
তব গুণ তব কাছে থাক্ জেনেছি অনেক,
প্রকাশে নাহিক কাজ তব এ আক্কেলে ধিক।
কাহারো মুখেতে ধরো দুগ্ধবাটী বাটী-সাটী,
ক্ষীর ছানা নবনীত নানা দ্রব্য পরিপাটী।
কত খায় কত ফেলে করে কত ছড়াছড়ি,
তবুও যোগাও তারে সদা দিবস শর্ব্বরী।
কেহ বা জঠরানলে জলে করে ছট্ ফট্,
দিনান্তে জোটেনা কিছু না পায় খেতে অর্দ্ধ পেট
কেঁদে কেঁদে ভিক্ষা মেগে দ্বারে দ্বারে সারাদিন,
ক্রমে তবু নাহি পায় মুষ্টি অন্ন ভাগ্যহীন।
ক্ষুধা-অবসন্ন দেহ চলিতে টলিয়া পড়ে,
নয়নে না দেখে পথ ভাসে বক্ষ অশ্রুধারে।

অন্নবিনা দেহ মম হলো অস্থি চর্ম্মসার,
যৌবনে ধরিল আসি জরাজীর্ণ বৃদ্ধাকার।
তারা কি বাপের তব ঠাকুর চৌদ্দপুরুষ,
ছাতা দিয়ে রাখিয়াছ ঢেকে যত ধনী মানুষ।
দীনেরা কি কেউ নয় তোমার? এসেছে ভেসে?
পথেলি কুকুর যথা কোন্ অপরাধে বা সে?
বিচিত্র সকল দিকে দেখি তব কারখানা,
কেহ বা পরিছে কত মণি মুক্তা হীরা সোণা।
গায়ে মাখিয়াছে কত আতর গন্ধ বাহার;
তৈল বিনা কারো মাথে হইয়াছে জটাভার।
কাহারো উঠেছে খুস্কি জ্বলিছে মাথার চাঁদি।
চর্ম্ম ফেটে পড়ে রক্ত দেখিয়া যে কাটে ছাতি।
কহিলে উচিত কথা ঘটে সুহৃদ-বিচ্ছেদ,
বাক-বিতণ্ডায় কভু নাহি ঘোচে ভেদাভেদ।
বলে কয়ে হয়ে আছ বসে মাঝের যে মাঝখানা,
বল্লে ত শুনবোনা, নেব তার নিকেশ নানা।
যদি না দাও তার কৈফিয়ৎ পাবে গবেষণা,
ঠাকুর বলেতো মোরা ছেড়ে কথা কহিব না।
এবে যদি ভাল চাও ত্যজহ পক্ষপাতিতা,
চল স্বাধ্য পথে ওগো দেখায়ো না ভাব দ্বিধা।
কারোবা পরাইছ বস্ত্র নানা ক্ষীরোদ গরদ,
মখমল, মসলিন, ঢাকাই, চাঁদে পুত।
কারো ভাগ্যে নাহি জোটে এক বিন্দু তাল্‌টেনা,
শত ছিদ্রে দেখে গাত্র লোকে কত করে ঘৃণা।

বুঝি খেয়েছ চোকের মাথা নাইকো নয়ন,
থাকলে আঁখি এতো কর্ত্তে পারিতে না এমন।
কেহবা পরিয়ে গায় কাশ্মীরী শালের জোড়া,
ফুলিয়ে বুকের পাটা চড়ে যাচ্ছে গাড়ী ঘোড়া।
কেহবা বহিছে যান পড়িছে মাথার ঘাম,
ভাবতে গেলে তাদের কথা কেঁদে উঠে প্রাণ।
ভাঙিছ কাঁঠাল তুমি সদা পরের মাথায়,
কেমনে বুঝিবে তুমি লাগে কিনা লাগে তায়।
কেহবা দ্বিতল হর্ম্ম্যোপরি সুন্দর পর্য্যাঙ্কে,
গদির উপরে সদি স্বামী দারা পুত্রসঙ্গে।
কত সুখে নিদ্রা যায় আয়েসী আয়েস করে,
না পারে শীত গ্রীষ্ম স্পর্শিতে তার কলেবরে।
কেহবা পর্ণ কুটীরে ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে গায়,
ভূতলে করিয়া শয্যা যামিনী যাপিছে হায়!
থাকে বৃক্ষতলে লয়ে আশ্রয় যে নিরাশ্রয়,
কম্বলি সম্বল সার সেই অভাগার হায়,
কাটায় কাতরে সেই দারুণ শীতের রাত,
সঙ্কুচিত কলেবর কাঁপে তার লাগে দাঁত।
কেহবা কাটিছে বসে লয়কর-বক্ষ-জানু,
পূর্ব্বাকাশ পানে চেয়ে কখন উঠিবে ভানু।
উদিলে ভানু, ভানুর তাপে পাবে নব প্রাণ,
শীতে কেঁপে কেঁপে অঙ্গ হয়েছে পাথর খান।
খাবা-নিধি খেয়ে ছিন শরীরে নাহিক রক্ত,
হয়ে গেছে জল হায়, উঠিতে দেহ অশক্ত।

উদিলে সে দিবাকর পোহায়ে আতপ তাপ,
খাড়া দিয়ে তুলে অঙ্গ মুখে শব্দ করি ধাপ।
সর্ব্ব প্রতি যদি সম ভাবে দেখিতে হে প্রভো,
তবে কি এমন ধারা অঘটন ঘটে কভু !
হায়, হায়, হায় নাথ ! পেয়ে আপনার হাত,
দিতে কি হয় এত যাতনা ! যাতনা নির্ঘাত !
অধীন অধীনা বলে ভুলেও কি একবার,
আসে না মমতা !—মমতা হে হৃদয়ে তোমার !
কোন উপাদানে নিজ দেহ গঠিলে কে তুমি,
এবে জানিনু পাষণ্ড অপেক্ষা পাষণ্ড তুমি।
তা না হলে কখনো কি এত নিষ্ঠুর আচার,
সৃজিত জীবের প্রতি করিতে পারিতে আর !
কিবা ছিল প্রয়োজন তব করিতে সৃজন,
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড পুরী ত্রিভুবন।
যদি না পারিবে তুমি পালিবারে সুশৃঙ্খলে,
ভাবিতে উচিত ছিল হেন কার্য্যের প্রাক্কালে।
কেন বা ইচ্ছিলে বিশ্ব করিবারে অভিব্যক্তি,
কোথা হতে পেলে তুমি মনে কুবুদ্ধি শকতি।
কেবল প্রকাশি বিশ্ব বৃথা জীবে দিয়া কষ্ট,
দিলে নিজ অজ্ঞতার পরিচয় হে যথেষ্ট।
বিনা অপরাধে সেই নিরপরাধী জনেরে,
কিম্বা গাছে তুলে দিয়ে নিয়ে মই কেড়ে।
সহজেই বোঝা গেছে আর কেন ঢাক প্রভো।
এক নাহি যায় শাক দিয়া মাছ ঢাকা কভু।

যদি দিতে কষ্ট এত ছিল তোমার বাসনা,
তবে কেন দেখাইলে এত প্রলোভন নানা ?
বৃথা এ ভবের হাট বাজারের পরিপাটী,
কেন বা মনেতে দিলে এত সুখাভিলাষটি ।
না লোভাতে তুমি না লোভী হইতেম আমরা,
করিতাম বনে বাস বন ফল খেয়ে মোরা ।
সদা শান্তি সুখে তথা কাটাইতাম জীবন,
তব অনুজ্ঞা পালনে থাকিতাম অনুক্ষণ ।
এ সর্ব্ব প্রকারে মোদের বিধিমতে মজালে,
ফেলে সংসারের দুঃখময় কুহকের জালে ।
আর নাহি আমাদের মনে ভোগস্পৃহা কোন,
মিটেছে সকল সাধ আছে সাধ যে কোন ।
আরতো চাহে না আঁখি করিবারে দরশন,
তব প্রকৃতির মনোরম শোভা-প্রলোভন ।
আশা আর নাহি রাখে নাসিকা লভিতে ঘ্রাণ,
চাহেনাকো জিহ্বা আর করিতে সুরস পান ।
করে না শ্রবণ কভু শ্রবণ বাসনা আর,
মনোমুগ্ধকর সুললিত মধুর ঝঙ্কার ।
নহে অভিলাষী ত্বক্ স্পর্শে সুখ অনুভব,
হয়েছে যথেষ্ট আর সুশিক্ষা ভুগিয়া ভোগ ।
তাই সদা প্রাণ চাহে ওই অনন্তের মাঝে,
মিশে যেতে ; ভুলে এ দুঃখময় বিশ্ব সমাজে,
করিতে বাস, বাসনা নাহি, মনেতে কল্পনা
তব এ বিশাল সাম্রাজ্যে প্রভো ! জন্মেছে ঘৃণা ।

সুধা বলে ধরিনু যা তাতেই দেখি যে গরল,
পেয়েছি আমরা হাতে হাতে সমুচিত ফল।
আর কেন প্রভো! এবে ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও,
দিয়ে সুখ শান্তি প্রাণে, এবে এবিশ্ব নিবাও।
এবে করে দাও ভস্মীভূত হোক ছার খার,
থাকে না যেন এর চিহ্ন বিন্দু বিসর্গ আর।
অথবা ডুবাও এ বিশ্বে সপ্ত অতল জলে,
ফের ভাসমান হও তুমি পুনরপি জলে।
যেমন পূর্ব্বেতে ভেঁসে ছিলে অনন্তেরি নীরে,
আর যেন না প্রকাশ চতুর্যুগ বারেবারে।
বারে বার এ প্রকার দিতে দুঃখ জীবে আর;
মানবের শেষ ভিক্ষা চরণ মাঝে তোমার।
হে করুণাময় কৃপাসিন্ধো করুণা কটাক্ষে,
একবার না চাহিলে ভবাশ্রিত জীব পক্ষে।
কার কাছে যাবে তারা কারে দুঃখ জানাইবে,
তুমি বিনা তাহাদের কেবা আছে ভবার্ণবে!
করিতে দুখের নাবব কে দুঃখ বিমোচন,
একবার দেখ দেখি করি আঁখি উন্মীলন।
যা খেটেছ সকলি খাটিল ভূতের বেগার,
হল তব পণ্ডশ্রম সার তা বই কি আর।
সে কার্য্য করি কারও কাছে পেলেনা প্রতিষ্ঠা
কার্য্যে যে কার্য্য হয়েছে ভূতের বেগার খাটা।
ওহে প্রজাপতি! তব রাজ্যে প্রজা নহে সুখী,
দুঃখেতে তাদের যায় দিন তুমি দেখ নাকি?

যদি বল নিজ নিজ কর্ম্মদোষে তোমা সব,
ভুঞ্জ দুঃখ, বৃথা রাজ্য প্রতি কর দোষারোপ।
নহে এই রাজ্য মম হয় দুঃখময় স্থান,
সতত শান্তিতে পূর্ণ দেখ করিয়া সন্ধান।
যে প্রমত্ত জীব রিপু বশে হইয়া উন্মত্ত,
হারাইয়া তত্ত্বজ্ঞান আছ মোহে হয়ে অন্ধ।
অনলে করিয়া কোলে কর শীতলেতে আশ,
দিয়ে মুখে নিম তুলে মধু রসের প্রয়াস!
ফলিতে চাও মানব একি তোমার অজ্ঞতা,
কর্ম্ম অনুসারে ফল লভ প্রকৃতির প্রথা।
কি কহিলে প্রভো কর্ম্ম অনুসারে দাও ফল,
একি কথা! যাব কোথা প্রাণ হলরে পাগল।
শুনি তব নিষ্ঠুর বাণী মুখে সরে না বাণী,"
হইল জিহ্বা জড়প্রায় চলে নাক লেখনী।
চালাইতে হে চালক! যদি মোদের সুপথে,
তবে কিগো পড়িতাম মোরা পথ-কণ্টকেতে?
সুমতি কুমতি জীবে দাও, সেতো তুমি ধাতা,
তবে আর মিছে কেন দোষ তাদের অযথা?
যত্তপি নিষ্ঠুরই করিতে এতই বাসনা,
স্বরেতে তোমায় তবে তাতে নিষেধ করি না।
হে মহান্! অচ্যুত, অনন্ত, পুরুষ প্রধান,
সাজে না তোমায় বলে থাকা তুমি যে বিদ্বান্!
জড় প্রকৃতির ভাই সদা হইয়া বিকারী;
পুরুষ ধরিবে পুরুষ আকার সদ্য ভুমি।

সৃজি যত সব স্বভাবের সৌন্দর্য্য সমষ্টি,
হেরে তার শোভা থাক আছে করে মনতুষ্টি।
কত জল কত স্থল কত পর্ব্বত গহ্বর,
অনল অনিল কত, কত শূন্য নীলাম্বর।
কত চন্দ্র কত সূর্য্য যত দিক্ গ্রহ তারা,
কত শীত কত গ্রীষ্ম কেল বরিষার ধারা।
কত তৃণ কত লতা কত বিটপি নিচয়,
ওহে দয়াময়! আর যাহা তব মনে লয়।
শুধু করোনা করোনা ওহে করোনা মানব,
পরাণে সহে না আর শোক দুঃখ অসম্ভব।
পাশব জীবের দুঃখ হায় দেখা নাহি যায়,
দেখিলে তাদের দুঃখ হৃদি বিদরিয়া যায়।
শক্তির অতীত বোঝা দেয় চাপাইয়া ঘাড়ে,
নারিলে বহিতে মারে যষ্টি নিঠুর আচারে।
গো অশ্ব গর্দ্দভের এ দুঃখে কাটিছে জীবন,
মারেকের তরে তাহে কর নাকি নিরীক্ষণ?
পেলে ক্ষুধা তৃষ্ণা তার নাহি শক্তি কহিবার,
মন বুঝে কে তাদের সদা দিতেছে আহার।
হলে ব্যাধি যাতনা যে পারেনা আর সহিতে,
অবিরাম অশ্রুধারা বহে যার দু'আঁখিতে।
করে না আহার নিদ্রা থাকে দুখানে চেয়ে,
জানায় সে কাতরতা শুধু তার ভাবে কয়ে।
পাশব জীবের দুঃখ কহি আর কত আর,
কহিলে না শেষ হয় সেই দুঃখ পারাবার।

মেষ ছাগলের কথা হাঁড়িকাঠে দিয়া মাথা,
লভিল জনম তারা জনম তাদের বৃথা ।"
না হলে কিহে মেষ ছাগলের মুড়ির ঝোল,
ভবে না বুঝি বা তব মানব-পেটের খোল ।
নিরীহ বিহঙ্গ জাতি নাহি করে কারো ক্ষতি,
তবু তার বধে প্রাণ কেন মানব দুর্ম্মতি ?
বরিয়া আহার তারে করে রসনার তৃপ্তি,
কারো প্রাণ যায়, কেহ সুখে খায়, ভাল যুক্তি !
ধন্য বিধি, নিরবধি দেখি বিধি হে তোমার,
যা করিছ সকলি সাজিছে বলে আপনার ।
তা না হলে যে গোধনে পাই কত উপকার,
ছাড়িনাক তাহারও করিতে প্রাণ সংহার ।
কেবা শিখাইল মানবে করিতে দুর্ব্বৃত্ত কার্য্য,
সতত করিতে যত জীবহিংসা অনিবার্য্য ।
পিতাই পরম অগ্রে সন্তানের উপদেষ্টা,
তোমারি সন্তান মোরা তব শিক্ষা বিনা এটা,
কভু এই কার্য্যে ব্রতী হইতাম না আমরা,
নিশ্চিত থাকিত এই হৃদয় দয়াতে ভরা ।
তাই বলি কোন্ দিকে তব করিহে প্রশংসা ?
যখনি যে দিকে দেখি না দেখি শান্তির আশা ।
পূর্ণ কুম্ভ দুগ্ধেতে দিলে বিন্দু দধির ছিটা,
হয় সব নষ্ট তার থাকেনা সে গৌরবটা ।
সেইমত সৃষ্টির সৃজন হয়েছে তোমার,
একা জীবপ্রাণি দেখাইয়া নৃশংস আচার ।

হল তব যশ অপযশে পরিণত প্রায়,
কিম্বা ঢেলে দিলে গুণ ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায়।
এখনো জীবের যদি পূর্ব্বস্মৃতি স্মৃতিপটে,
দিতে জাগরিত করি তা হলেও তারা বটে
এখন হইত তবে নিশ্চত যে সাবধান,
সে গুড়েও দিয়ে রাখিয়াছ বালি কি বিধান।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য।

তবে একবার দেখিতাম করিয়া সংগ্রাম,
ভাগ্যের সহ, পারি কি হারি লইতে বিশ্রাম।
চেষ্টার অসাধ্য নাহি কোন কার্য্য এ জগতে,
অধ্যবসায় সকলি আনে মানব আয়ত্তে।
যে মানব একদিন না করিলে অন্নাহার,
থাকিতে পারে না হয় প্রাণ কাতর তাহার।
দেখরে অভ্যাসের গুণেতে তারাই আবার,
নিরন্তর করিছে তপস্যা হয়ে নিরাহার।
আমরাও সেই মানব তবে না পারি কেন?
নাহি সেই অধ্যবসায় হয়েগেছে নীচ মন।
সঙ্গ দোষে শত গুণ নাশে আছে প্রবাদে,
নহে মিথ্যা বাক্য সেই নিশ্চিত জেন মনেতে।
ভোগীর সহিত থাকি বাড়ে ভোগের প্রাধান্য,
ত্যাগীর সহিত থাকি হয় জ্ঞানেতে নৈপুণ্য।
যে যাহার সহ থাকে হয় সেই ভাব প্রাপ্ত,

নহে অসমুচিত কথা ইহাই স্বভাব সিদ্ধ ;
দেখ তার দৃষ্টান্ত চামেলী সহ করি বাস,
গন্ধহীন তিলে হয় কি বা ফুলের সুবাস ?
যাহে করিয়া তৈল বিক্রয় করিছে যবন,
ধনীলোক আদরেতে অঙ্গে করিছে লেপন।
আবারও দেখ জল থাকি গোলাপের পাশ,
কিবা সুগন্ধ গোলাপজল স্বনামে নৈরাশ।
মানবের চিত্তবৃত্তি তাই নহে অন্যতম,
যথা লৌহ চুম্বকের দৃষ্টি মাত্র আকর্ষণ।
সংসারের মায়াজালে থেকে নানা প্রলোভনে,
প্রকৃত বৈরাগ্য কভু আসিতে কি পারে মনে ?
তা হলে কি লালা বাবু যিনি কুবের বিশেষ,
ছাড়িয়া অতুল সুখ ব্রজে যাইতেন শেষ।
না পরিতেন ডোর কৌপীন সহিতেন ক্লেশ,
বৈরাগ্য কি পরিহাস বাক্য কঠোর অশেষ !
যিনি থাকিতেন সদা কত বিলাসের ঘরে,
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, তোষিতো সুরসনারে।
আজ-সে মানব পদব্রজে বৃন্দাবনে ধায়,
উড়াইয়া বৈরাগ্যের ধ্বজা দেখারে সবায়।
হরি-গুণ কীর্ত্তন চিন্তা তন্ময় মন,
তা না হলে কখন কি কাটে সংসার বন্ধন ?
আর সে অঙ্গে নাহিক আতপের তাপ-বোধ,
শীত বাত বৃষ্টিধারায় না করে গমন রোধ।
নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা নাহি কিছুমাত্র জ্ঞান,

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিছেন পাগলের প্রায় মন।
কেবল মুখেতে বোল কোথায় হে যদুরায়!
একবার দেখা দাও বুঝি পথে প্রাণ যায়।
যখনি শরীর হয় ক্লান্ত করে দিয়া তাই,
ক্ষণিক দাঁড়ায়ে নাচে গায় গৌরাঙ্গ নিতাই।
নবনীত দেহে আর নাই সে মধুর কান্তি,
দেখিলে না যায় চেনা মনে উপজয় ভ্রান্তি।
এইরূপে আসিলেন তিনি মধুর বৃন্দাবনে,
হেরিলেন মোহন মূরতি রাধিকা-রমণে।
ভুলিলেন পথ ক্লেশ, পুলকে পূরিল মন,
আপনার ভাবিলেন তিনি সার্থক জীবন।
প্রেমেতে লুটাতে লাগিলেন সে ব্রজের রজে,
কভু বা কানাই বলি উঠিছেন নেচে নেচে।
এইরূপে শান্তি ভবে হৃদে করিয়া স্থাপন,
চলিলেন নিরজনে যোগ করিতে সাধন।
আসি বসিলেন যোগাসনে যমুনার তীরে,
মরি কিবা ধ্যানে মগ্ন দেখরে পর্ণকুটীরে।
সম্মুখে শ্যামল তটে খেলিছে যমুনা জল,
মাধব নয়নে যেন শোভিছে কালো কজ্জল।
কখনো বা দেখিছেন সে দৃশ্য নয়ন মেলি,
মুদ্রিত নয়নে কভু ভাবিছেন বনমালী।
প্রেমে তনু গদ-গদ লভিছেন প্রাণে শান্তি,
পলায়ে গিয়েছে কোথা মনের ঘোর অশান্তি।
কিন্তু যে বিস্ময়কর দেখি কাল-চক্র-ফল,

অন্ত যেবা রাজ্যেশ্বর কর্ম্যই ভিক্ষা সম্বল।
বৃন্দাবন ময় যার ছিলরে অতুল কীর্ত্তি,
তিনি হইলেন তথা মুষ্টি মেয় ভিক্ষা প্রার্থী।
তবে বেড়াতেন না করি আহার অন্বেষণ,
কিঞ্চিৎ যে দিত আনি তাই কর্ত্তেন ভোজন।
তবু কারো জ্ঞান দ্বার নাহি হয় উদ্ঘাটিত,
সতত বাসনা ভোগে বিষপানে বিমোহিত!
সাধু ব্যক্তি লভিছেন কি সুধা কি শান্তি সুখ,
পাব কি সে সুখ কভু সংসারে আমারা মুর্খ,?
সকল সুখের সার বাস্তবিক এ সংসার,
তারি পক্ষে শুধু যে বা নিরলিপ্ত নির্ব্বিকার।
জীবে দয়া নামে রুচি সংসারের মোক্ষ ধর্ম্ম,
আর না থাকিবে ভেদাভেদ জ্ঞান চাহি কর্ম্ম।
তা না হলে প্রবৃত্তি পদে পদে কলুষ আসিবে,
নিয়ন্তার হাত হতে কভু না এড়াইবে।
দেখিলেন লালা হেথা হবে না তা উপার্জ্জন,
বিমল ধরম তাই আসিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
ধর্ম্ম পথের পথিক হইলেন অকিঞ্চন।
দেখালেন এ জগতে সবে ত্যাগের নিদর্শন।
বটে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর বিশ্ব সৃষ্টির ভিতরে,
সৃজিলেন ভোগ্য বস্তু জীবের ভোগের তরে;
দিলেন দেহেতে লোভ আদি বর্গ রিপু ছয়,
ভুঞ্জিতে সকলে, কিন্তু অতি অস্তং নাহি সয়।
কষায় অম্বল, কটু, তিক্ত, লবণ, মধুর,

চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, রসনার তৃপ্তিকর,
কতই যে দিয়াছেন ফল সুমিষ্ট প্রচুর,
ভক্ষণে জীবের যাহা প্রাণ, হয় স্নিগ্ধকর।
করিলেন কিবা সৃষ্টি মধুর কাকলী স্বর,
তুষিতে এ মানবের সদা শ্রবণ বিবর।
নয়নের অভিরাম কত বিটপী শ্যামল!
সাজালেন দৃশ্যাবলী বিশ্ব মাঝে যে সকল,
পর্ব্বত অনল গুহা বারিধি কি স্রোতস্বতী,
মনোমুগ্ধকর যত পুষ্প-নিচয় ব্রততী।
আবার দিয়াছ কত প্রাণপ্রিয় পরিজন,
স্বজন বান্ধব স্নেহ-বন্ধনের প্রলোভন।
মানবে ছলিতে কিহে, যত স্বভাবের শোভা,
সৃজিয়াছ বিশ্ব-পিতঃ এত দ্রব্য মনোলোভা!
ভবে পাঠাবার কালে বারেবার বলে দিলে,
"তথায় সতর্কে চলো কভু নাহি থেকো ভুলে
যখনি করিবে যাহা রেখো সদা এই মনে,
সর্ব্ব সমর্পিত বলে দিলে মোর শ্রীচরণে,
কখনো পাবি না দুঃখ সদা শান্তি সদা সুখ,
গৃহে কিবা বনবাসে যখনি যে ভাবে থাক।
ভবে পাঠালাম তোমা সবে উলঙ্গের বেশে,
আবার আসিবে শেষে উলঙ্গে আমার বাসে।
আসিবার কালে কেহ আসে নাই তব সঙ্গে,
যাবার বেলাও তাই মাত্র ধর্ম্ম যাবে সঙ্গে।
আমার আমার বলি কাঁদ কেন নিরন্তর

হইয়া ব্যাকুল শোকে দুখী দহিয়া অন্তর ?
কেবল করিয়া শোক করয়ে শরীর নষ্ট
না পার ভজিতে মোরে পাও শেষে কত কষ্ট !
এ নরজগত মাঝে জেনো যত সুখ দুঃখ,
মায়া মোহ ইন্দ্রজালে একে অন্যরূপ দেখ।
কেবা পিতা পুত্র বা কে কেবা মাতা প্রসবিনী
স্বজন বান্ধব কারে বল সোদর ভগিনী ?
কেবা পতি, কেবা পত্নী দেখ কারে সুতসুতা
ত্যজ ভ্রম, ভজ মোরে ভেবোনা আর অন্যথা।
জেনো তাহাদের সনে জীবনাবধি যে সম্বন্ধ,
তাহবে স্বপন সবি ফাঁকি এমনি নির্ব্বন্ধ।
আমিই হই রে তোদের ধন জন-সম্পদ
যা কিছু সমস্ত জেনো আমারই ব্রহ্মপদ।
আমি নহিরে কভু তোদের অমঙ্গলাকাঙ্খী,
সতত তোদের শুভ খুঁজি তোরা বুঝিবি কি !
দেখিলে তোদের দুঃখ আমি হইরে কাতর,
সেই শিক্ষা বার বার তবু শোন না পামর ?
সময় থাকিতে বলি কর মোর আরাধনা,
আসিবে বিপদ নানা শেষে হবে না সাধনা।
যদি নাহি ভজ মোরে শোন [illegible],
পাবে কষ্ট ভবিষ্যতে কহি ভবিষ্যৎবাণী,
যখন যে ভাবে রাখি তোমা থেকো তাতে তুষ্ট,
কিন্তু [illegible] মোর প্রতি রুষ্ট ?
[illegible] কহি অবিরাম

ওরে বাছা ! আগে ব্রহ্ম বাক্যে করি অবিশ্বাস,
পাছে পাও কষ্ট যত ছাড় দুঃখে দীর্ঘশ্বাস !
আমাকেও চলিতে হয় হয়ে নিয়মের বাধ্য,
লিখি তোমা ভাগ্য কিন্তু নাহি কাটিবার সাধ্য।
কর কার্য্য নিজ হতে কেটে যাবে কর্ম্ম-পাশ,
ভয় কি ? আসিবি পুন হাসিয়া আমার পাশ।
ভুলেছ কি ? আশী লক্ষ যোনি করিয়া ভ্রমণ,
পাইয়াছ দুরলভ যেই মানব জনম।
হেন জন্ম লভি যদি কর কাজ অনুচিত।
আবার সে নিয়মের চবি কীটে পরিণত।
তাই বলি নাহি ধর্ম্ম করমের কালাকাল,
বার্দ্ধক্য, যৌবন, প্রৌঢ়, কিশোর কিম্বা বাল্যকাল
কাল-কবলিত মানি কর ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
জলবিম্ব প্রায় জেনো তোমাদের এ জীবন।
এই আছে এই নাই হায় ডুবে বা কখন,
নশ্বর জীবনে তাই সার শুভস্য শীঘ্রং।"
নহে উপদেশ মোর, হয় শাস্ত্রের বচন,
করি আশা কর সবে তাহে বিশ্বাস স্থাপন।
বালকের ধর্ম্ম শুনে যেন না বিস্ময় কর,
শূন্য-পটে দেখ ধ্রুব বিরাজমান সাক্ষর।
এরাও ত' অতি বাল্যকালে পাঁচ বছরে।
ভাসালো এতদু তরণীর প্রেমের সাগরে।
জননী-জঠরে যারা কাটে কাল তপস্যায়,
কেন না পারিবে বাল্যে থাকিলে অধ্যবসায়।

তবে আমাদেরি দোষে সব হয়েছে বিলুপ্ত,
যারা দিবে ভাল শিক্ষা তারাই হয়েছে সুপ্ত।
বাস্তবিক পিত হই মোরা সংসারানভিজ্ঞ,
ঘুচাও সে ভ্রান্ত বিশ্বাস করাও গুরুবাক্য।
তাঁর দেয় বস্তুতে করে দাও ভক্তি অপার,
অনায়াসে চলে যাব হয়ে ভব সিন্ধু পার।
দেখিয়া ভবের তুফান পাই বড় আতঙ্ক,
দেখাও চরণ তরী হউক চিত্ত নিঃশঙ্ক।
দিন থাকিতে বলহে গুরু পারের উপায়,
অতলে ডুবায়ে কভু যেন মেরোনা আমায়।
এই তনু তরণীতে হয়ে মম কর্ণধার,
দয়া করি নিয়ে যেয়োঁ প্রভো! ভব পারাবার।
পতিত বলিয়া ধাত তব জীবে মুক্তি দিতে,
গুরুরূপে অবতীর্ণ যুগে যুগে অবনীতে।
কেবা গুরু? কেবা ধাতা? কেবা শিব? কেবা শিবা
কেবা বিষ্ণু? কেবা লক্ষ্মী? কিবা চন্দ্র সূর্য্য-প্রভা?
সব দেখি একাকার, সৃষ্টি কিবা চমৎকার!
আমরা অজ্ঞ, তাই বুঝি না সে সারাৎসার।
আমরাই বা কে সেও ত তাঁহারি অপভ্রংশ,
নাই অন্য কিছু হই তাহারই দেহ অংশ।
হয়েছি তাঁহাতে উদ্ভব হব তাঁতে বিলুপ্ত,
ভ্রমে বলি আমার আমার কথাটা কি অনিত্য!
এই আছে, এই নাই, নহে যার স্থিরত্ব,
সে মধ্যে গণ্য? তার বুঝে লওরে ভাবার্থ।

যখন যমদূতের পদাঘাতে পাইলে পঞ্চত্ব,
বল দেখি কোথায় রহিবে তোমার অস্তিত্ব ?
জীবাত্মা তিনিও যাঁর হবেন তাতে মিশ্রিত,
এখন কোথায় গেল তব আমার আমিত্ব।
দেহী কি সে কেবল ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম,
বলো না আর ঘৃণিত বাক্য ছাড় আমি ভ্রম।
বলি তাই মানব হইতে হয় অতি শ্রেষ্ঠ,
যত অচেতন পদার্থ প্রস্তর আদি কাষ্ঠ।

বহুকাল তাদের দেহের থাকিবে স্থায়িত্ব,
কত যুগ যুগান্তরে তারা করিবে প্রভুত্ব।
হায় মোদের দেহ হবেরে অচিরে বিলুপ্ত,
না মিটিতে কোন আশা হয়ে যাব ভস্মীভূত।
আমরি! সে নবনীত দেহ মধুরে মধুর,
কোথা যায় আর নাহি দেখি সেরূপ সুন্দর।
ত্রিসংসারে তার নাহি থাকে কথা মাত্র চিহ্ন,
ভাবিলে স্তম্ভিত হই প্রাণ হয়ে যায় শূন্য।
তবে এই মল মূত্রধারী প্রাকৃতিক দেহ,
হইতে পারে আমাদের স্থায়িত্ব, যদি কেহ
করে সেরূপ কঠোর জপ তপ যজ্ঞ আদি কার্য্য,
যেমন ভারিতে করে গেলেন সব মহাপূজ্য
বাল্মীকি আদি করি বালক ধ্রুব প্রহ্লাদ,
এ কথায় কেহ পারিবে না দিতে প্রতিবাদ।

শত দৃষ্টান্ত আরো জানাইব তার,
অধিক জানাতে গেলে বাড়ে পুস্তক-আকার

দেখ, ধ্রুব তপস্যা বলে আজি স্বর্গধাম,
উঠি বসিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব উচ্চ স্থান।
আর কি ভারতে জন্মিবেন তেমন মহান্,
এখনো লভি আনন্দ সলিলে যাদের নাম।
হায় আমাদের আর কি হবেরে উন্নতি?
হবে না হবে না সব হয়ে গেছে অবনতি।
কত যুগ যুগান্তর দেখ মুনি ঋষিগণ,
করিয়া তপস্যা যাঁর না পাইল দরশন।
হেন বস্তু আমরা লভিতে চাই অনায়াসে,
থাকিয়া আবাসে ঘরে বসে কেবল আয়াসে।
আধুনিক মানবের ধর্ম্ম মুখে দর্প সার,
কার্য্যে যত হোক বা না হউক প্রসার তার।
আর চাহি না গাহিতে অন্যের অলীক গ্লানি,
নিজে হয়ে ক্ষুদ্র মতি পরদোষ যে বাখানি।
নহে সে যে দোষ কারো হয় কলির স্বধর্ম্ম।
পর নিন্দা মহাপাপ নাহি চাহি সেই কর্ম্ম।
আবার ও দেখ রাজা যুধিষ্ঠির স্বশরীরে,
গেল নাকি কর্ম্মবলে অনন্ত স্বরগ পুরে।
কই তাহাদের স্থূলদেহ হইলরে নষ্ট,
না করিল ভোগ তারা যম যাতনা কষ্ট।
যদি পার সেইরূপ কার্য্য, যেয়ে মানবক,
অসম্ভব নহে কিছু হবে লাভ সে দেবত্ব।
তাত তোরা করিলি না, প্রতি কথায় কথায়
চাপাইবি যত দোষ সব ধাতার মাথায়।

করে সৃষ্টি সদা কাছে তিনি হয়েছেন ভোর,
আমরা অবোধ বুঝি না তাঁর বুদ্ধির দৌড় ।
কভু নহে হয় তার সৃষ্টি বৃথা আয়োজন,
অবশ্য ভিতরে আছে মহা উদ্দেশ্য সাধন ।
তা'না হলে যিনি ছিলেন অঙ্কুর মধ্যস্থিত,
কেন হলেন অনন্ত রূপে বিশ্ব প্রকাশিত ।
কিছুই ছিল না বিশ্ব ছিল ঘোর অন্ধকার,
অনন্ত জলময় ভয় দৃশ্য সুন্দর অপার ।
এখন হয়েছে শোভা কিবা অপূর্ব্ব সংসার,
যেদিকে ফিরাই আঁখি দেখি অতি চমৎকার ।
হয় বিশ্বপিতার সৃষ্টি অদ্ভুত কারখানা,
আমরা অজ্ঞ তাই কিছুই বুঝিতে পারি না ।
অনন্তের অপার অগম্য [illegible]র ভিতর
কেবা প্রবেশিতে পারে হেন সাধ্য আছে কার ?
দেখ কি আশ্চর্য্য, পলে সৃজিছেন কোটি প্রাণী
নহে কেহ সমদৃশ্য আকার স্বভাবে মানি ।
ভূচর খেচর আদি জলচর উভচর
সর্ব্বজীবে দিতেছেন শুনি আহার সুন্দর ।
পিতৃসম পালিছেন অতি করিয়া যতন
অতঃপর করিলেন [illegible]স্থান নিরূপণ ।
পক্ষীর আবাস [illegible] করিলেন বৃক্ষের উপর
কীটাদির বাসস্থান [illegible] মৃত্তিকা বিবর
মীন আদি জলচর থাকে জলের ভিতর
জঙ্গলি সুখেতে বাস করে [illegible] অন্তর ।

মানবে থাকিতে ঘর দিলেন পর্ব্বতের তল।
জুড়াতে আতপ তাপ সৃষ্টি বৃক্ষের ছায়া।
নিবারিতে তীব্র তৃষা সৃজিলেন নদী জল
নাশিতে জীব-ক্ষুধা তাই সুরস নানা ফল।
আবরিতে মানবের লজ্জা বুঝি হে কেবল
সৃজিলে গাছের কিবা মনোহর বলকল।
যে যেমনি তারে তুমি রাখ করি সেই ভাব
কি সুন্দর পরিপাটি নাহি কিছুরি অভাব।
স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজ আদি যত প্রাণী
সকলের শ্রেষ্ঠ কেন করিলে মানবে তুমি?
চিন্তিতে চরণ তব দিলে তাদের ধারণা
অন্য জীবে নাহি শক্তি করে তব উপাসনা।
করুণাময়! করুণা তুমি তাই যে প্রদানিলে
তবু মোরা না বুঝিনু ভ্রান্ত এ মনের ভুলে।
তোমার সৃজিত দ্রব্যে পিতা করি অবহেলা
নিজেই সাজাই হর্ম্ম্য বিপণি করিতে খেলা।
কতই যে রচিলাম কৃত্রিম রচনা স্তরে
বাস করি তাহে ভুঞ্জি দুঃখ অশেষ প্রকারে।
যত করি ভোগ তাহে বাড়ে বাসনার বৃদ্ধি
তবু অন্ধজীবে তার প্রতি নাহি করে দৃষ্টি।
তবে নিঃস্বার্থ ভাবে করিতে যদি সংসার
বড়ই সুখের কিন্তু আমাদের এ আগার।
নহি মোরা সেই জীব শুধু স্বার্থ অন্বেষণি
সদা নিজসুখদাস পরদুঃখ নাহি গণি।

র্ব ধর্ম হতে হয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংসার
কহিলেন ভগবান্ দেখ করে সুবিচার।
এই ধর্মে তৃষাতুর পাইবে তৃষার জল
পাইবে ক্ষুধার্ত্ত অন্ন নিবারিতে জঠরানল।
হবে কাতরের শুশ্রূষা যতনের উপর
না যাইবে ভিক্ষার্থী নিরাশায় ফিরি ঘর।
এ হেন স্থানেতে হয় পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিতে পারিলে কোন্ ধর্ম ইহার সমান ?
আছে বটে ধর্ম্ম চতুষ্টয় সন্ন্যাস গার্হস্থ্য
আদি করি যত ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম বানপ্রস্থ।
সকল ধর্ম্মেতে অন্বেষণে নিজ নিজ স্বার্থ
পরন্তু আশ্রমী শুধু পর উপকারে রত।
কভু নহে গৃহ ধর্ম নিজ সুখ ভোগ তরে
সর্ব্বজীবে শান্তি দিতে এই বিশ্ব চরাচরে
দেখ রাজা যুধিষ্ঠির বনগমন সময়
কাতরে কাঁদিল কত শুধু চিত্ত ব্যাকুলতায়।
কভু না কাঁদিলা সে যে স্বকীয় সুখের জন্য
না হইল দ্রৌপদীর দুঃখ দেখি মন ক্ষুন্ন।
কিম্বা না করিলা খেদ সেই অনুজ কারণ
প্রাণসম প্রিয়দের দেখি মলিন বদন।
একমাত্র চিন্তা তার জাগিছে যে অনুক্ষণ
করিবেন প্রাণীদের তথা কেমনে পালন।
বনাশ্রমে হবে না, তাঁর অতিথি সৎকার
ভাবিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইলা ধর্ম্মাবতার।

দেখ দেখ দেখ সবে দেখরে চমৎকার
ধর্ম্ম পুত্রের নিঃস্বার্থভাবে করা এ সংসার।
পরদুঃখে যার প্রাণ নাহি হইল ব্যাকুল
বৃথায় জনম তার হয় জনম বিফল।
যে কোন কার্য্যে থাকিলে একাগ্র মন
সর্ব্ব স্থানে তার সেই কার্য্য হয় সমাপন।
করিতে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্
সতত তার পশ্চাতে থাকেন দণ্ডায়মান।
দেখিয়া ধর্ম্মপুত্রের অতি কাতরতা প্রাণ
থাকিতে না পারিলেন কভু প্রভু ভগবান্।
সূর্য্যরূপী নারায়ণ আসি নিজে সেই স্থান
মৃদু স্বরে তারে করিলেন আশ্বাস প্রদান।
কহিলেন "রে বাছনি! কিসের অভাব তোর?"
কেন করিছ ক্রন্দন বলনাও অতি সত্বর।
যাহা চাহ তাহা দিব লও ইচ্ছামত বর
তবু আর কাঁদিস্ না বাছনি, দুঃখ সম্বর।
দেখি তোর দুঃখ আমি আসিলাম তব কাছে
ঘুচাব সকল দুঃখ থাকি তোর পাছে পাছে।
যত অন্ন লাগে যোগাইব বনের ভিতর
হবে না অভাব কোন দিয়ে গেনু হেন বর।
যে পর্য্যন্ত না তোমার সাধ্বী করিবেন আহার
অন্ন তাহে রবে রাশি রাশি স্তূপাকার।
এত বলি সূর্য্য চলিলেন আপনার স্থান
হেথায় পাণ্ডব হল অতি শান্তি যুক্ত প্রাণ।

আছে হেন কিম্বদন্তী যথা ধর্ম্ম তথা জয়
সে ধর্ম্মে ধর্ম্ম কি আর কভু হতে পারে ক্ষয় ?
নহে ধর্ম্ম হয় ধনে জেনো ধর্ম্ম শুধু মনে
পেলে তারি প্রত্যক্ষ প্রমাণ যুধিষ্ঠির স্থানে।
করিতে পারিলে ধর্ম্ম তার হয় সর্ব্বত্রেয়
করিতে না পারিলে কোন স্থানে নাহি হয়।
ধর্ম্ম পথের কণ্টক ভবে আছে রাশি রাশি
ধন জন প্রলোভন হয়রে গলার ফাঁসি।
কিন্তু রাজা জনকের কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যগুণ
পূরণ বৈভবে থাকি ছিলা জ্ঞানেতে নিপুণ।
না হইলে ত্যাগী, মনে নাহি আসে শান্ত ভাব
না আসিলে শান্তি কভু নাহি হয় ধর্ম্ম লাভ।
তাই তিনি হয়েছিলেন সর্ব্বত্যাগী রাজর্ষি
কি অদ্ভুদ দেখাইলেন ত্যাগ যে গরীয়সী।
তাঁর ন্যায় কেবা আর হতে পারে সর্ব্বত্যাগী
থাকিয়া সংসারে তিনি ছিলেন পূর্ণ বৈরাগী।
এ নহে দেখান নপুংসকের জিতেন্দ্রিয়তা
কিম্বা ওরে দরিদ্রের দেখান ত্যাগশীলতা।
এ ভোগীর ভোগত্যাগ নহেরে সহজ কথা
এতে কিন্তু চাহি কিছু চাহিরে জ্ঞান স্থিরতা।
বটে সুখ দুঃখ আদি শুধু চিত্তের বিকার
ভাবিলে কিছুই নহে বৃথা আড়ম্বর সার।
দুঃখ সুখ কারে বলি বুঝি না তার ভাবার্থ
এই আছে এই নাই ক্ষণপরে যা বিলুপ্ত।

অসার সেই বস্তুকে করে জনমের সার
এ সংসার মরু মাঝে বৃথা কাঁদা কাটি আর।
হাতে হাতে পাই ফল তবু মোরা জ্ঞান শূন্য
কি আশ্চর্য্য মায়া মোহ হবে কি আর চৈতন্য।
ক্ষণকাল না পাইলে যাহাদের সমাচার
হইতাম পাগলের প্রায় করে ঘর বার।
দিয়া আমরা তাদের এ জনমের বিদায়
ফিরে কি আসিলে ঘরে হয়ে পাষাণের প্রায়।
হায় যাদের শোয়াইতাম যতন করিয়া
দুগ্ধফেননিভ শয্যাপরে উপাধান দিয়া,
কত সন্তর্পণে তারে মম মশারী ভিতরে
সুন্দর পর্য্যঙ্কোপরি প্রাণের অধিক করে।
হইলে গ্রীষ্ম বিজনে ঘরিণু বাতাস তায়
ঘুমাতে ধীরে ধীরে বুলাইতাম হাত গায়।
আমাদের অতি যতনের প্রাণ ছেঁড়া ধন
যেই জীবনের জীবনের নয়ন রঞ্জন।
হায় শেষে ফিরে এনে ফেলি শ্মশান মাঝারে
হয়ে কাষ্ঠ মোরা কাষ্ঠের শয্যার উপরে।
আবার তার ভাঙ্গি দু ঠ্যাং ঠ্যাঙ্গাইয়া হায়
স্মরিলে সে সব কথা হৃদি বিদরিয়া যায়।
যদি হইত প্রস্তর ওরে এই বক্ষস্থল
ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে যেত রসাতল।
যাই লোমচর্ম্ম তাই তাহে সহে এত টান
কিন্তু ওরে ভিতরে যাতনা সহে এড় প্রাণ।

যে অঙ্গে দেখিলে আমরা মশকের কামড়
সহিতে পারিনি তাড়াতাড়ি হয়ে তৎপর ।
সেই অঙ্গ সম্মুখে পুড়িয়া হয় ছারখার
দেখিয়ে দাঁড়ায়ে মোরা প্রাণ করে ধড়ফড় ।
দিয়েছিনু যারে কত সুখে তুলে এই করে
নানাবিধ নবনীত পরম যতন করে ।
আবার ও সেই করে তাদের মুখেতে দেই
যতনে তুলিয়া মুড়োর আগুন আর ছাই ।
ফের ঘরে এসে নাকি খাই অন্ন জল ভাই ?
তবে আর কেন মিছে কিসের শোক দেখাই !
যে যাবার সে গেল চলে গেল সর্ব্ব তার
আমার কি ? আমার তো সব রহিল আবার ।
খাওয়া বল পরা বল রহিল যে লোকাচার
কিছুই ত গেল না যে মোর সহিত তাহার ।
তার তরে দিন মাত্র কাঁদ কাটি কোটি মাথা
যথা পূর্ব্ব তথা পরং না দেখি তার অন্যথা ।
তবে এই বড় দুঃখ থাকে মাতা পুত্র যায়
গেলে পতি থাকে পত্নী দেখে বুক ফেটে যায় ।
আগে এসে গেলে আগে এতে কি আর দুঃখ হয়
কর্ম্ম অনুযায়ী ভোগ ভোগেই তো কর্ম্মক্ষয় ।
তাই বলি ছাড় সব ছাড় মোহ কুজ্ঝটিকা
তা না হলে দেখিবে যে শেষে অতি বিভীষিকা ।
আর দিন নাই জীবনের হয়ে এল [illegible]
একবার [illegible] নাকি কিসের [illegible]

ছাড়রে অনিত্য বস্তু ধর নিত্য সারাৎসার,
যিনি চির শান্তিদাতা নিরঞ্জন নির্ব্বিকার।
চরম কালের বন্ধু আমাদের প্রাণাধার,
ভাব তাঁহারে স্মরিতে তরিতে এ ভব-সংসার।
কোথায় যেন বলিতেছিনু দাদার প্রসঙ্গ,
না হ'তে তাঁর কাহিনী সম্যক্‌রূপেতে সাঙ্গ,
কি আশ্চর্য্য কল্পনার কুহকে পড়িয়া ঘুরে,
নানা কথায় আসিয়া পড়েছি অনেক দূরে।
করি সম্বোধন বলি ভ্রাতা শোন ভগ্নিগণ,
আবার বলিতে চাহি বাকী দাদার কথন।
হয়ো'না বিরক্ত তাহে কেন, এই নিবেদন,
পুনশ্চ তুলিব বলি সে কথার উত্থাপন।
যবে দাদা আসিলেন সে মধুর ব্রজপুরে,
অতি সঙ্গোপনে কেহ না জানিলাম তাহারে।
না জানিলেন দারা সুত স্বজন বান্ধব যারা,
আদি করি যতেক প্রতিবাসী আত্মীয়েরা।
পাছে কেহ চিনে তারে ফিরে ঘরে নিয়ে যায়,
হইলেন ছদ্মবেশ যাতে চেনা নাহি যায়।
পরিয়া ডোর কৌপীন আর ভস্ম মাখি গায়,
বৈরাগ্যের দশায় মরি সন্ন্যাসীর বেশে হায়,
শান্তিময়ী যামিনীর উঠিলা শেষ প্রহরে,
চলিলেন স্বর্ণরাজ্য তুচ্ছ জ্ঞানে ত্যাজ্য করে!
দেখা হইলে প্রভাত দেখে পুত্র নাহি তাত,
অকস্মাৎ বিঘূর্ণিত শিরে হানি করাঘাত!

পড়ে আছে উপাধান শুধু শূন্য বিছানায়,
দেখিলে সে দৃশ্য ওরে হৃদি বিদরিয়া যায়।
মস্তকে পড়িল যেন আচম্বিতে বজ্রাঘাত,
কাঁদে সর্ব্বজন কাঁদে পুত্র বলে কোথা তাত!
অবিরল নেত্রনীরে ভাসাইয়া বক্ষঃস্থল,
কাঁদিছে সকলে হায় করে অতি ঘোর রোল।
পড়িছে সে ধারা যেন জলপ্রপাতের ধারা,
বহিছে দুখের স্রোত সিক্ত করে বসুন্ধরা।
কতক্ষণ পরে সবে মুছিয়া সে নেত্র নীর,
হায় হতোস্মি বলিয়া করিলা যে চিত্তস্থির।
আসিয়া তনয় তবে বলিল করুণ-স্বরে,
"যাবগো জননি, আমি পিতা অন্বেষণ তরে।
কর আশীর্ব্বাদ মোরে যেন খুজে আনি তারে,
হয়োনা ব্যাকুলা মাগো থেকো ঘরে ধৈর্য্য ধরে।
শুনিয়া পুত্রের বাণী মুখে বাক্য নাহি সরে,
হলেন মুর্চ্ছিতা সতী শিরে করাঘাত মারে।
কতক্ষণে পেয়ে সংজ্ঞা তিনি বলিলেন ওরে,
"কি নিঠুর বাক্য বাপ তুই শুনালিরে মোরে!
একে মনোদুঃখে হয়ে আছি পাগলিনী প্রায়,
তব পিতৃশোকে আমি কি আর বলিব হায়!
একে অতি অভাগিনী তা আবার তোমা ধনে,
কেমনে একাকী ছেড়ে দিব নাহি মানে প্রাণে।
গ্রহফেরে হতে পারে বিপদোপরে বিপদ,
সেই শঙ্কা সদা হৃদে উপজয় যে সতত।

তবে চলরে বাছনি ও সঙ্গে আমিও যাই,
দুঃখ-রাজ্যবাসে আর আমাদের কাজ নাই।
পতিই সতীর গতি জানি দেবতা স্বরূপ,
যাব তাঁর পদ স্মরি পথে নাহি পাব দুঃখ।
আছে এ বিশ্বাস জেনো সদা অন্তরে অন্তরে,
অমান্য করোনা কভু সত্য যা কহিনু তোরে।
এস মোরা মায়ে পোয়ে ভ্রমি দেশ দেশান্তরে,
দেখি তাঁর দেখা মোরা পাই কি না পাই ওরে,
বারেকের তরে তাঁর ওপদ নয়ন ভরে।
গিয়েছে হাতের ঢিল আর ধরা পাব কিরে!
এত বলি তাঁরা না মানিয়া কোন অবরোধ,
বাটী হতে বাহিরিল উন্মাদের প্রায় বোধ।
চিন্তায় আকুল অতি ভাবিছেন দুইজনে,
আরো কি দুঃখ মোদের ভাগ্যে আছে তা জানিনে।
কতক্ষণে আসিলেন তাঁরা জাহ্নবীর তীরে,
মনোদুঃখে ম্লান মুখে উঠিলেন নৌকাপরে।
ছেড়ে মাঝিবৃন্দ নৌকা ক্ষেপনী বাহিয়া যায়,
দেখিয়া স্বজন সবে ফিরে এল করি হায়!
জানেরে সবাই হয় বৈষ্ণবের মোক্ষধাম,
মুক্তির সোপান সে ব্রজপুরী শ্রীরাধা শ্যাম।
মনেতে বিশ্বাস এই তারা করিয়া স্থাপন,
চলিলেন ব্রজপথে হায় চিন্তায় মগন।
দিবানিশি চলিয়াছে তরী অবিরাম গতি,
কোন স্থানে না করে বিশ্রাম উর্দ্ধশ্বাস অতি।

কত নদ নদী অতিক্রমি আসিল সে তরী,
ব্রজ যমুনায় যথা হয় কচ্ছপের পুরী ।
আসিল তরী নামিল তারা ভয়ে হৃদি কম্প,
যেন কি কার করেছেন চুরি সদা আতঙ্ক ।
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া চলিতে পদস্খলিত,
দেখে দিবসে আঁধার হয় বামেতর স্পন্দ ।
"ওরে" কহেন জননী কাঁদিয়া পুত্রে সম্বোধি,
"কেন এত অশুভ দেখি হয় অস্থির মতি ।
বুঝি আর পাবনা তোর পিতার শ্রীচরণ,
একবার পাপচক্ষে করিবারে দরশন ।
তাই এত বার বার অমঙ্গল সংঘটন,
হতেছে ভাগ্যে মোদের তুই বুঝিবি কি ধন ?
যদিও থাকেন হেথা নাহি হবে ফলোদয়,
নহে প্রসন্ন ভাগ্য মোদের হেন মনে লয় ।
আর তিনি হবেন না মোদের প্রতি সদয়,
কহিছে রে মন দেখাবেন ভাব নিরদয় ।"
তবে পুত্র শুনিয়া জননীর এতেক বাণী,
কহিতে যে লাগিলেন মায়ের প্রতি আপনি ।
"তবু চলগো জননী চলো দেখি চেষ্টা করে,
একবার দেখা পিতা দেন কিনা দেন মোরে ?
যদি নিতান্ত না দেখা দেন ফিরে যাব ঘরে,
হেরিয়া রাধারমণে নয়ন সার্থক করে ।"
এত বলি তারা মনেতে কিঞ্চিৎ ধৈরয ধরি,
এসে ব্রজরাজ্যে রজে পড়ে দেন গড়াগড়ি ।

পরে দেখিলেন কিবা রূপ মোহন মুরারী,
শ্যামসুন্দর বামে রাধা অপরূপ রূপ-মাধুরী!
দেখিয়া নিজের ইষ্ট মনেতে হয়ে সন্তুষ্ট,
ঘুরিতে ঘুরিতে পরে হলো যমুনা তটস্থ।
দেখেন তথায় পর্ণকুটীর মধ্যে পিতায়,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি সমাসীন ধ্যানে মগ্ন কায়।
সম্মুখে জলিছে ধুনি মস্তকেতে জটাভার,
নখলোমে আবরিত করিয়াছে অঙ্গ তাঁর।
পরিধানে ডোর কৌপীন মাখা ভস্ম সর্ব্ব অঙ্গে,
শোভে মাঝে মাঝে তার যে গোপী-চন্দন অঙ্গে।
কঙ্কাল বিশিষ্ট দেহ হয় অস্থি চর্ম্ম সার,
যেন না বহে নিশ্বাস প্রবাহ নাসায় তাঁর।
পিতার অবস্থা হেন দেখে হলেন স্তম্ভিত,
না পড়ে নেত্র পলক না হয় বাক্য স্ফুরিত!
চিত্র পুত্তলিকাবৎ রহিলেন দাঁড়াইয়া,
কতক্ষণ সে ভাবেতে অচল অবাক্ হইয়া।
অনর্গল বহে নেত্রে যেন বরিষার ধারা,
যমুনা পুলিন ভাসে, ভাসে ব্রজবাসী যারা।
তবে কতক্ষণে মুছি চক্ষুজল, করযোড়ে,
বলিতে লাগিল অতি স্বকরুণ উক্তি করে!
"হায় একি তাত! করেছেন কি অন্যায় মতি,
কুবের সদৃশ যার অতুল ধন সম্পত্তি।
তার কিহে সাজে এই সাজ দীনবেশ অতি,
যিনি করিতেন কত সুখে ভোগ নিতি নিতি।

বিতল হর্ম্ম্যোপরি বসি আনন্দে দিবারাতি,
সেই পিতার কি দুর্গতি দেখি ওরে সম্প্রতি,
দেখে বুক ফেটে যায় হয়েছি পাষাণ অতি।
কিছুদিন পূর্ব্বে যে পিতা মোর কত আয়াসী,
দেখিয়াছি থাকিতেন কত সুখে ঘরে বসি।
এখন সে পিতা হলেন পর্ণকুটীর বাসী?
অতি কঠোর তপস্যাচারী মহাযোগী ঋষি।
কিম্বা রে হয়েছে পাগল হবে তাই তা বৈ কি,
না হ'লে বাতুল এ বিশ্বাস মনেতে আসে কি?
কেন আজ পিতা মোর আসিবেন হেথাকার,
কেন ঘরে বসে হত নাকি সাধনা তাহার।
এইরূপে ধীমান্ যে কত আবোলতাবোল,
ক্ষিপ্তের ন্যায় বকিতে লাগিলেন রে কেবল।
তবে কতক্ষণে তিনি কিঞ্চিৎ হইয়া আশ্বস্ত,
বুঝিলেন ভ্রান্তি কিছু নাহি যে তা সকলি সত্য।
তখন অতি ধীরে ধীরে যেয়ে নম্র শির করি,
দাঁড়াল পিতার সম্মুখে যেন দীন ভিখারী।
বলিতে লাগিলা, মম কিবা যে অদৃষ্ট পোড়া,
বারেক দেখ হে তাত! দেখ এসেছি আমরা,
নয়ন উন্মীলি ও চরণের ভিখারী মোরা।
তবে কতক্ষণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"তোরা,
এলি কোথা হতে কেন না জানি যে কে তোরা!"
এত শুনি বলে পুত্র "তব দাস পায়ে পড়া,
নাহি অন্য কেহ মোরা আত্মজ তব দারা।"

"কি কহিলিরে অবোধ শিশু—তবাত্মজ তব দারা !
কে মোর আত্মজ ওরে কেবা মম হয় দারা !
যবে আসিলাম ভবে ওরে আসিয়াছি একা,
কে মোর সঙ্গেতে এসেছিলে বল দেখি বোকা !
যাবার বেলাও তাই কারো নাহি পাব দেখা,
দারা সুত সব ভ্রম কেবলি মনের ধোকা।
দেখিলাম না কাটিলে সংসারের মায়া পাশ,
হবে না স্বকার্য্য-সাধন নাহি মুক্তির আশ।
তাইতে কাটিয়া আমি সেই সংসার বন্ধন,
এসেছি পাবার আশে হেথা করিয়া মনন।
যদি পাই তাঁরে যিনি হন চিরন্তন ধন,
আমাদের চরমের বন্ধু সচ্চিন্নিরঞ্জন।
তোরা তো কিছুই নস্ কেবলী ছায়ার বাজি,
কেন পিতাঃ বলি কর ত্যক্ত বাবাজি।
চিরদিন কি থাকিতে হবে হইয়া আবদ্ধ।
ওরে সংসার কারায় মায়া মোহে হয়ে অন্ধ।
করেনা ছাড়িতে ইচ্ছা সবে একিরে অন্যায়,
পড়িয়া থাকে কামড় দিয়া জলোকার ন্যায়।
সংসার পীযুষ পানে হইয়া রে উন্মত্ত,
একবার নাহি ভাবে নিজ পরিণাম তত্ত্ব।
সংসার-পীযূষ-পান নহে সে পান পীযূষ,
শেষে সে পান হবেরে জেনো তীব্র আশে বিষ,
যবে শোক দুঃখ কষ্ট আসি দংশিবে তোমারে,
পাবেনা পলাতে পথ আপনি সংসার ছেড়ে।

তখন বৈরাগ্যই হবেরে শান্তির নিদান,
একমাত্র তব কাছে শোন ওরে মতিমান্ ।
এইহেতু শাস্ত্রমতে আছে এই রে নিয়ম,
হইলে যখনি জেনো দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম,
আর না থাকিবে কভু পুত্র পিতার ভবন,
যেতে হবে তার বিদ্যার্থে সদ্‌গুরুর আশ্রম ।
যুগবৎ কাল তথা করিবেন বিদ্যোন্নতি,
চতুর্ব্বেদ চৌদ্দশাস্ত্র আদি করি যত স্মৃতি ।
পরেতে আসিবেন ফিরিয়া নিজের ভবন,
দেখি জনকের তবে হবে আনন্দিত মন ।
বয়স পঞ্চবিংশতি আইলে পূর্ণ যৌবন,
পুত্রার্থে করি ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজন,
পরে করিবে বর্ষ পঁচিশ সংসার পালন
তার পরে পুত্রহস্তে করি ভার সমর্পণ,
পিতৃঋণে হয়ে মুক্ত লবে ধর্ম্ম বানপ্রস্থ
আমরা সে নিয়মের করে বহির্ভুক্ত কার্য্য,
শেষে পাই কষ্ট যত রোগ শোক জরাগ্রস্থ ।
হায় ! সে সব কথা সবে হলে কি বিস্মরণ,
আবার জাগাও স্মৃতি কর চিত্ত সংশোধন ।
ছাড়রে বাল্য বিবাহ রেখনা আর কুপ্রথা,
কর তার মূলচ্ছেদ হউক পণ দৃঢ়তা ।
হইবেরে তোদের সন্তান ফের বলবান্,
ধর্ম্মমতি সদাশয় দীর্ঘায়ু প্রতাপবান্ ।
হইলে শিক্ষা শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মপথ অবলম্বী,

তনয় তেমতি হবে কথা যে অবশ্যম্ভাবী।
আসিবে যাহি ধারাবাহিক ধর্ম্মের শোণিত,
ধমনীতে তোমাদের দেখিবে তা নিশ্চিত।
হবে না অকাল মৃত্যু না ধরিবে জরাব্যাধি,
আর না জ্বলিবে হৃদে জ্বলন্ত শোকের বাতি।
এ সংসার হবে পুনঃ সদা সুখের আগার,
শান্তিময় স্বর্গধাম প্রেমপ্রীতি পারাবার।
থাক্ আর নাহি কাজ বহুবাক্য প্রয়োজনে,
যাওরে ত্বরিত ফিরে ঘরে তোমরা দুজনে।
ক্ষণকাল দাঁড়ায়োনা বাড়ায়োনা ক্রোধানল,
কেন আর তবে হেথা মিছে কর গণ্ডগোল।
ধর বাক্য কর কার্য্য চলে যাও শীঘ্রগতি,
না হলে তোদের শেষে হবেরে অনিষ্ট অতি।
এক কপর্দ্দক আমি রেখে যাবনা কখন,
তোদের লাগিয়া হেন করিয়াছি দৃঢ় পণ।
এখনো যা অবশিষ্ট ধন তোদের কারণ,
রেখেছি ভুগিতে আমি অতি করিয়া যতন।
দেবরে বিলায়ে তায় আমি সারা বৃন্দাবন,
দেখিবি চাহিয়া তোরা হয়ে দুঃখী অকিঞ্চন।
করে যাব তোদের কাঙ্গাল আর কাঙ্গালিনী,
জনমের মত হবি দরিদ্র হইয়া ধনী।
নিজ হিত যদি চাও লও মম উপদেশ,
কহিলাম আদ্যোপান্ত শুনিলে তো সবিশেষ।
হলে পূর্ণকাল প্রাপ্ত এই পথ ধর শান্ত,

কূট রাখিয়া মন যোগাভ্যাসে থেকো রত।
অনিত্য এ সংসারের মাঝে কেহ নহে কার,
ঘুচিবে মনের ধাঁধা পাবি অন্ধ সারাৎসার।
ভাসিবি সে প্রেমানন্দে সদা পেয়ে প্রেমাধার,
হবে সব তুচ্ছ জ্ঞান আদি পুত্র পরিবার।
এত বলি সাধু করিলেন মুদ্রিত নয়ন,
হয়ে চির সংজ্ঞাশূন্য গেলেন সমাধি ভবন।
দেখিয়া পিতার তদবস্থা হতবুদ্ধি প্রায়,
কাঁদিতে লাগিল পুত্র ধরে জননীর পায়।
বলিলেন আর কেন মাতা পতিবাক্য ধর,
ফলেছে ভাগ্যের ফল কি হবে কাঁদিলে আরো।
এত বলি তারা হায় হইলেন আত্মহারা,
চলিতে চলে না পদ চক্ষে বহে শতধারা।
যেন সে রামচন্দ্রে নারি ফিরায়ে আনিতে,
ভরত আদি শত্রুঘ্ন ফিরিলা মনের খেদে।
কতদিনে আসিলেন ভর্বে আপনার দেশ,
মনোদুঃখে কাটাইল তারা জীবনের শেষ।
অলমিতি বিস্তারেণ পুস্তকের কলেবর,
উপসংহারে যাহা বাকি সংক্ষেপিব আর।

উপসংহার।

একে মোরা নারী জাতি সহজেই অল্পমতি॥
তাহে নাহি শিক্ষা অতি ভাল ব্যাকরণ পুঁথি॥
কোথা পাব ভাব শুদ্ধি। পারিনি সাজাতে পংক্তি॥
নহে কবি-লেখা মোর। হল না লেখার জোর॥
উচু আশা হল নিচু। না পুরিল আশা কিছু॥
শোকে তাপে পাগলিনী। বকিনু কি বকা আমি॥
না নিভিল শোকানল। মন দহিল কেবল॥
সুখলেশ নাহি জানি। আমি জনম দুখিনী॥
তাই বুঝি সরস্বতী। না চাহিল মমপ্রতি॥
নহে দোষ মাতঃ তব। মম কর্ম্মফলোদ্ভব॥
নাহিক ভাগ্যের বল। কেমনে ফলিবে ফল॥
চিরদিন আশা করে। থাকি আমি যারে ধরে॥
ভাসায়ে সে অশ্রুনীরে। যায় পার্শ্বে ফেলে মোরে॥
ভেবে তনু হল ক্ষীণ। কেমনে কাটাব দিন॥
চির রোগাধীন দেহ। মোরে নাহি চাহে কেহ॥
পড়েছি পাথারে আমি। লও মাত কোলে তুমি॥
নিযে চল শান্তি ধামে। বৃথা কেন ধরাধামে,
রাখিয়াছ ফেলে মোরে। দিতে দুঃখ বারে বারে॥
আর নাহি সহে দুঃখ। গেছে মোর সব সুখ॥
নির্ব্বাপিত দীপ প্রায়। জীবন রয়েছে হায়।
নেবে নেবে নাহি নেবে একি দায় হল এবে॥
আর নাহি সহ হয়। সে অসহ্য যাতনায়।

হয়েছি কাতরা অতি। কোথা মাগো ভগবতি॥
একবার কৃপাদৃষ্টি। কর কিঙ্করীর প্রতি॥
দাও আসি পদছায়া। হোক্ তার শান্তি কায়া॥
বিনা তুমি মহামায়া। কে আর করিবে দয়া॥
দাও গো নিবায়ে তার। জ্বলন্ত জীবন ভার॥
আজ এই ভিক্ষা যাচে। ভিখারিণী তব কাছে॥
পেলে আশ্বাসের বাণী। চলে যাই অনাথিনী॥
তোমরাও ভগ্নিগণ। শুন মম নিবেদন॥
এসেছি তোদের কাছে। বলিবার কিছু আছে॥
ক্ষমি দোষ ধর গুণ। করো মিনতি পূরণ॥
শোক সরোজের প্রতি। করো সবে কৃপা দৃষ্টি॥
ঋণে পড়া তার দেহ। দয়া করে সবে চাহ॥
হয় গো সে অতি নিঃস্ব। দয়ার সাগর বিশ্ব॥
করে দিও মুক্তি পার। মাগে ভিক্ষা প্রতিকার॥

গান।

আত্মবিলাপ।

মন চল কাশী হবিরে সন্ন্যাসী,
কেন আছ বসি হয়ে গৃহবাসী।
সংসার বন্ধন নাহি পুত্রধন।
কেন অকারণ করিছ রোদন?
হয়ে অচেতন আঁখিনীরে ভাসি॥
মন হয়ে সত্ত্য। ভাব ব্রহ্মতত্ত্ব॥
অন্তিমে পাবিরে ঐ শিব প্রেয়সী।
গেলে বারাণসী দূরে যাবে মনের মসী॥

এ মা জগৎ প্রসবিনী তুমি সকলেরি মা হও মা তাইত জানি,
হায়। মা আমি কি এ ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া ও ভাণ্ডোদরী বলগো শুনি।
আমায় আনিয়ে এ সংসার আঁধারে, কেন ভাসালি মা দুখ পাথারে,
জানলেম না কোন্ অপরাধে অপরাধিনী,
তাই এজনমে এত দুখ দিলি গো তারিণি।
মা হয়ে করিলি যে নিঠুর কাজ, লোকে শুনলে তোকে দিবে লাজ,
এখন কেউ না জানিতে ও পাষাণী
কোলে তুলে লওগো জননি!
মাগো ভাল যদি চাও একবার ফিরে দেখে যাও।
প্রাণে বড় লাগ্‌ছে ব্যথা তাই তোমারে ডাক্‌ছি হেথা,
ত্বরায় এসে কোমল কোলে তুলে নাও।

পা না হলে দেখাব মজা পাবি সাজা,

যেমন কাকের পাছে ফিঙ্গে লাগে,

তেম্‌নি লাগা লাগবো মাগো !

ধেয়ে কোথায় যাও ?

আমার প্রাণ কচ্‌লে করেছ তিক্ত,

তাই আর রাখিনে তোর ভয় ভক্ত,

এখন ভব হয়েছে আবদারে মেয়ে একগুয়ে

মা তোর গলায় পড়া আচল ধরা

দেখব তাকে ফেলে কোথায় যাও।

অতি সুধীরে ডাকি গো মা তোরে

কেমনে কোথায় লুকায়ে আছ

একবার এসে দেখা দাও আমারে।

সারাদিন কেঁদে কেঁদে মা মা বলি বেড়াই পথে পথে

মা কি হয়েছ বধিরা এই বার দেখনা ফিরে ?

আর এ ভাবে কতকাল দুখে কাটাব কাল

ওমা দীনতারিণি দীনের বেশে।

জীবনের শেষে দ্বারে দ্বারে।

কেন বা আমায় আনিলে হেথা

কেড়ে পতি পুত্রে কেড়ে করিলি অনাথা,

দেখে কি মা তোর মরমে লাগেনা ব্যাথা।

যা করেছিস, করেছিস মাগো ভালই করেছিস

এখন নিয়ে চল তব পদে স্থান দিয়ে এ ভব দুঃখিনীরে।

এবার আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে চলে যাব যাত্রা করে,

আর দেখব না চেয়ে কারোপানে ফিরে।
'ল আমার গলায় ফাঁসী,
আমি কেঁদে কেঁদে এলাম দুর্গে তোমার কাছে,
হয়ে রব তব চরণ দাসী।
মা, তোমায় বসায়ে হৃদয়াসনে
সতত পূজিব অতি যতনে
আমার মনের বাসনা পূর্ণ করে।
জন্মাবধি শুনি দুর্গে! তুমি নাকি দুর্গতি নাশিনী,
তাই শুনে ভব এসেছে তব কাছে ওগো মঙ্গলদায়িনি!
এবার তারে দয়া করো সে ডাকে তোমা পড়ে অতি কাতরে।

এবার জননী আমি তোরে ত্যাজ্য করে জনকের কাছে চলে যাব,
পিতার চরণে পড়ে কেঁদে লুটাব।
মা তোর সকল গুণের কথা তাঁর কাছে বলে দেব।
আমায় জন্মাবধি রেখে আশায়, আশায়,
শেষে বড় দিয়াছ ফাঁকি
দুখ পিতা বই কারে জানাব?
কারো মা হয় না এমন নিদয়া
একি রাখলি নিজের বাপের ধারা ও গিরিজা মহামায়া!
মা, বুকে বড় মেরেছ ঘা লেগেছে বেদনা,
তাই আর তোরে মা বলে ডাকব না।
অভিমান ভরে কখনও তব কাছে যাবে না,
ডাকলে আর তোর কথা না শুনিবে ভব।

মা গো আমায় দিয়ে অন্নধন,
পাঠালে বিদেশে করিতে ভ্রমণ।
এ কথাত সবাই জানে, বিদেশেতে কভু চলেনা অন্নধনে,
মা হয়ে এমন কাজ করলি কেমনে জেনে শুনে।
কেবল দুঃখ দিলি অকারণ।
দিয়েছিলি যে কিঞ্চিৎ ধন খেয়ে ফেলেছি সে রতন,
এখন ফুরিয়ে গিয়ে হাতের পয়সা হয়েছে অনন্ত দুর্দ্দশা,
বুঝি শেষে থাকতে হবে করি ব্রত অনশন।
মাগো নিত্য কেহ দেয়না ভিক্ষে
কেমন করে জীবন হবে রক্ষে,
ভবর গেঁটে নেই এমন ক্ষমতা দুদিন খেটে খাবেন কোথা
সদাই আছেন রোগে হয়ে অচেতন।

ও কেলে মাগি তুই চোখের মাথা খেয়ে
একবার দেখলি না কো মেয়ের পানে চেয়ে,
তার মাথায় দিয়েছ দুখের ভরা
(যত পেয়েছ তত দিয়েছ)
ভরা ছাপিয়ে ওগো পড়েছে ধরা
কঠিন প্রাণে মাগো দেখ দাঁড়ায়ে,
একাউকে নাচিয়ে তুলেছ উপরে
কাউকে লুটালি মা ধরণী তলে।
কত র এক চতোমি বলব নাকি ভয়ে ?
বুকে মেরেছ কেঁচা প্রাণে লেগেছে দারুণ ব্যথা
ব্যথা পেয়ে মুখে ফুটেছে কথা

এখন পড়া পাখী বোল ধরেছে,
সে তো থাকবে না কো সয়ে।
এখন বলছে তব কেমন করে মা মুখ দেখাবি লোক-সমাজে গিয়ে।

যার আছে ধন জন সুখের ওদন
সে কিছু কাল থাকুক বেঁচে এ সংসারে।
যার নাইকো সে ধন দগ্ধ জীবন
সে কেন থাকবে বেঁচে পরের গলায় চাপন হয়ে রে।
কথায় বলে ভাত নেই যার জাত নেই তার
মা সে কথা সত্য বটে রে।
নারির এক জনমে শতেক জনম
তা তো দেখলাম ভালো আপনা দিয়ে রে।
বাল্য কালে হেসে খেলে কাটলো মায়ের কোলে
মধ্যম কাল এলে পুত্র পেয়েছিলাম কোলে
শেষের কালে হারিয়ে পুত্র হৃদয় বিদরে
যা বলছেন মম ভব তাকি নয় সত্য বিচারে!

এবার ভবে এসে আমার না মিটিল প্রাণ পিয়াস,
কেঁদে কেঁদে জীবন গেল হায় কি বিফল জনম হয়েছিল
আমার পূর্ণ হলনা মনের কোন অভিলাষ!
অন্তরে মিশায়ে গেল না হল প্রকাশ।
পতি পুত্র আমার গেলরে প্রবাস
ওথায় হারাল জীবন আরতো ফিরে এলনা নিজ বাস!

আমি অভাগিনী জনম দুঃখিনী

রইলাম বেঁচে পরবাসে যেন বদ্ধ কারাবাস।

সারাদিন কেঁদে কেঁদে গলা শুকিয়ে হল কাঠ,

মাগো বুঝিনে একি তোর সাঁট।

কাউকে রাখিলি ভরা জীবনে ডুবিয়ে

মরীচিকা ভ্রমে কারো কল্লি মরুভূমি আবাস!

এবার ভবে এনে ভবর চারিদিকে করেছ সর্ব্বনাশ

এখন খুলে দে মা তার জীবন. বন্ধন

মুক্ত হয়ে প্রাণে থাক্ সাবকাশ।

মা গো, এবার আসিয়ে সংসার কাননে

কিছুদিন ভ্রমিলাম সুখেরি প্রমোদ উদ্যানে।

সে বনে তুলিয়ে ফুল অতি যতনে,

ও কে. খেলিতে ছিলাম বসি মন প্রাণ সনে।

একবার দেলায়, আশা না মিটিতে হায়,

তার ফলিল কি যে দেখি ভয়াকুল

সিংহ ব্যাঘ্র সমাকীর্ণ কণ্টকিত বনে।

সে বনে অতি সাবধানে হাঁটিতে গেলেও হায়

তবু পদে পদে আসেগো বিপদ কাঁটা ফুটে পায়?

এখন বলে দে আমায় মা গো কি করি উপায়,

পড়েছি বড় বিপদে কিছুই জানিনে।

সে আঁধার বনে না দেখি নয়নে

প্রাণে বড় লাগিছে ভয়।

মা গো ভব অনাথিনী কেমনে একাকিনী

সে ঘোর বিজনে থাকিবে নিশি দিনে,

তাই সে তোমার সনে যেতে চায়।

তারে বেঁধে নিয়ে যাও তব চরণে।

(তারে দয়া করে বেঁধে নিয়ে যাও তব রাঙা চরনে।)

আমার হৃদয় দর্পণ হয়েছে মলিন

তাই এ জগৎ দেখিরে আঁধার,

এ আঁধার জগতে কেমনে চলিব

তাই ভাব্‌চি বসে অনিবার।

মাগো জ্বালিয়ে জ্ঞানের বাতি দেখাইয়ে সুপথ অতি

আমায় নিয়ে চল তব সনে মত এবার কার।

পেলে ছেলে মায়ের সঙ্গ

হেসে খেলে করে রঙ্গ

ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মায়ের চারিধার।

এবার ভব করেছেন সাধ

একবার চড়বেন মায়ের কোল

নাববেন না ভবে আসিবেন না আর।

মনু দুখের কথা বল্‌ব কারে

কেবা শুনিবে যতন করে,

মাকে বাঁধতে পেলাম না প্রেম ডোরে

চিরসাধ ছিল বাঁধিব মনের জোরে

হায় পারলেম না তা করম ফেরে।

নিজে পড়লেম বাঁধা ব্যাধি নিগড়ে।

এখন খুলে দে মা আমার সে গলার ফাঁসী।
চটকা ভাঙা হয়ে পড়ি তোর চরণে আসি।
নিলে শরণ ওচরণ কাল বরণ
'তবর আর তো আস্‌তে হবেনা জঠরে ?

দুঃখ হয়েছে ভারী! এ ভারী
মা নারী হয়ে সহিতে নারি।
সম্ভবে সকলি সয়, অসম্ভবে নাহি রয়,
মা গো সে যে ভেঙ্গে পড়ে কি ফল তার আছেরে।
আমার সেই দশা ঘটেছে গো গৌরি মা হয়ে হয়েছ অরি
এ দুঃখ কেমনে গো পাসরি।
(এখন) কোলে তুলে নেমা প্রাণে মরি।

বাউল সঙ্গীত.

মন তোর এততেও কি গেলনা মনের ভুল।
কর্ম্ম কশাঘাত তোকে পিটে পিটে করেছে আটপিটে অতি
তবু গেলনা মনের ভ্রান্তি ?
এখনো আশায় আছ ফুটবে ডুমুরের ফুল॥
শমন করেছেন নোটীশ জারী
যেতে হবে তাঁর বাড়ী তাড়া তাড়ি
তাই দন্ত গিয়ে অস্তগেল আবার পাকলো মাথার চুল।
মন তোর এততেও কি গেলনা মনের ভুল॥
চক্ষের দৃষ্টি হয়ে এল ঘোর
কর্ণ হল বধির

কাটতে গেলে অঙ্গ কাঁপে বিনে যষ্টির ভর
তোর একে একে সকল ইন্দ্রিয় হল অবশ
আর ত' তারা হবেনা অনুকূল।
এখন দিন থাকতে বল হরিবল বল
তা' না হলে ভব শেষে দেখবি চখে সর্ষের ফুল ॥

মা গো আমার এ ভগ্ন দেহতরী ॥
ভবের তুফানে প'ছে বারে বারি,
তাই তে মন ছেলে খেয়ে ভয়,
কেঁদে এসে পর্ল মায়ের চরণ তলে দিয়ে গড়াগড়ি ॥
একবার ক্ষণেক দাঁড়ায়ে শুনে যাও মা চলি,
দুটো মনের কথা খুলে বলি।
একে আমার এ ভগ্ন দেহতরী,
তাতে মন ছেলে হারিয়ে ছিলে হয়েছে মনের খেলে
এখন হালধর্ত্তে গেলে হেলে, হেলে হেলে পড়ে
যাঁরা আছেন ছ'জন দাঁড়ী,
কেউ নয় ভাল কার্য্যকারী
রোগে শোকে তারা অধম ভারী।
সবাই চালাতে নারি হয়েছে দেক্ দাড়ী,
এ পচা তরীর আর নাই কোন কাজ করে পরিপাটি
এরে করে দেমা জ্বালানী কাঠ!
এখন বলছেন ভবতারিণী ও গো মা তারিণি!
ত্বরিতে তরিতে ভবসিন্ধু এসেছি ধরাতে
তব চরণ তরণী যুক্তি যুক্ত করে।

ওরে আমার মন মাঁছি তুই কোথা হতে
উড়ে এসে পড়লি গুড়ের মটকিতে
তোর পাখা গিয়েছে নেপ্টে গুড়ে
(এখন) ঘুরে ঘুরে থাক্‌তে হবে গুড়ের ভিতরে ॥
কিছুকাল গুড় খাবি ভালমতে
তারপরে তাতে দুখ পাবে পদে পদে।
তাইতোরে ভাল কথা বলছি,
শুনরে আমার মন মাছি,
এখন জ্ঞানের সূতো ধরে চেষ্টা কর উঠতে;
আর থেকোনা পড়ে গুড়ের কূপোতে ॥

ওরে আমার মন সোনা,
দেখচ্‌ নাকি ভবের আজগবি কারখানা ?
তুই বারে বার পুড়লি কতবার
কৈ তবুত খাটি হতে পারলি না ?
এবার গিয়ে পোড়গে জ্ঞান স্যাকরার হাপরে
সে পুড়িয়ে মাটি কর্‌বে খাটি,
আর থাক্‌বে না কো তুলনা ॥

শ্যামা সঙ্গীত।

কতই রঙ্গে ফেরগো মা রনরঙ্গিণি।
কখন বসন পরা, কভু অসি ধরা
হও মা কখন এলোকেশী উলঙ্গিনী।

ভক্তের মন তুষিতে   মাগো শৈল সুতে !
নানা রূপে আসি দেখা দিলে এ' মহীতে।
তুমি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ও মাতঙ্গিণী !
কখনো' হও মা উগ্রচণ্ডা নৃমুণ্ডমালিনী,
কখনো' হও মা মধুর শ্বেত সরোজ-বাসিনী।
কখনো হও মা দশভুজা মহিষ মর্দ্দিনী।
কখনো হওমা চতুর্ভুজা সিংহ বাহিনী।
গোপী গোষ্ঠে হেরি তোরে অষ্টভুজা গিরিনন্দিনী
না পেয়ে তোমার অন্ত মাগো অনন্তরূপিনি !
ভব এসে হলেন তব চরণ ভিখারিনী।

কালী পদ্ম ওকি অতুল সম্পদ !
চিনলিনারে আমার মন অবোধ সে পদ
শব রূপে শিব যার পদতলে,
আছেন পড়ে নীরবেতে কুতুহলে।
এ হেন মায়ের চরণ কমলে,
ও মন ভোমরা তুই রৈলিনা ভুলে !
ভাল যদি চাও রাঙা পদে ধাও,
লভিলে সে পদ না রবে বিপদ,
ডঙ্কা মেরে চলে যাবি পাবি ব্রহ্মপদ
চেয়ে থাকবে যত যমের দূত ॥

আমি তারা তারা তারা বলে ডাকি দিদি সারা
তবু কেন সারা দিলনেগো ভব দারা।

যে তোরে ভাল করে ভজনা করে
তারে দুঃখ দিস্ গো তারা বারে বারে।
একি তোর ছলনা মাগো বুঝিনা ও ললনা
কালোবরণা অঘোরা ঘোরা অসিধরা।
যে তোরে করে রুষ্ট তার উপরে সন্তুষ্ট
রয়েছে তার দৃষ্টান্ত পুরাণে সিদ্ধান্ত
মা শম্ভু নিশম্ভুকে দিয়ে জগৎজোড়া।
ও তারা তোরে দেখিতে সদা চিত চায়,
কেমনে দেখি নাহি সে জ্ঞানেরি উদয়,
দীনহীনা অতি না জানি ভজন স্তুতি
এবার প্রসন্ন হওমা ভবর প্রতি।
প্রাণ-তার হয়েছে অতি কাতরা॥

আমার বাবা পাগল, মা পাগলী,
তাইতে আমিও পাগলিনী জানে সকলি,
কালী নামের ঝুলি ঝুলি,
যাব গেয়ে পথের অলি, গলি,
সবাই বল্‌বে মাগীর হ'ল কুমতি।
বলে বলুক মন তাতে নাইকো ক্ষতি!
আমার হৃদয় ভরা যে কালি,
তাতে এসে মিশেছেন মা কালী,
ওরে বিধি কি সুখের সংযোগ ঘটালি,
আমার আঁধার হৃদে কালী নামের বাতি জ্বালালি।

মা গো আইলে গভীর রজনী, লয়ে মম মন সঙ্গোপন,
বসে নিরজনে একাকিনী,
তোমার অপার মহিমা ভাবি মনে মনে।
মা তুমি অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় অনন্ত ভীমা ভয়ঙ্করী,
দনুজ দলনে হও মা ক্ষান্ত ত্রিনয়নে!
এ মা উলাঙ্গিনী এলোকেশী করে অসি,
ছি ছি! পতি হৃদে রাখি পদ হাসিছ কি অট্টহাসি!
আবেশে অঙ্গ টল, টল, পদভরে মেদিনী,
কাঁপিছে থর, থর কি যে আতঙ্ক।
করিয়ে মিনতি কহিছে ভব ওমা তারিণি এবে ক্ষান্ত হও মা রণে॥

এতদিনে কি মা আমার খুলে দিলি রুদ্ধ হৃদয়দ্বার,
তাই মন ছুটেছে পবন বেগে
সে যে ঘুরে ঘুরে দেখে এল ব্রহ্মাণ্ডেরি চারিদিকে অকুল পাথার।
তাই মন হেসে খেয়ে ভয়,
ঝম্পা দিয়ে উঠল গিয়ে কালীপদ-তরণীতে।
তাতে আবার দয়াল হরি
আপনি এসে হলেন কাণ্ডারী,
মরি কি সুন্দর চলেছে তরী!
এখন ভব বাজিয়ে বগল
বল্‌চে-কেবল,
আমি কালীর মেয়ে ভয় কি আমার॥

আগমনী।

আজ বৎসর গেল আমার প্রাণের গৌরী কেন না এল;
ওহে গিরিধর! একবার দেখ গিয়ে খানিক এগিয়ে
উমার আস্‌তে বুঝি পথে কোন বিপদ হ'ল॥
তা না হলে এত বিলম্বের কারণ কি বল?
আর যেতে হবেনা, হবেনা।
ঐ আসছেন আমার মা আলয় আলয়
করে ভুবন আলো।
এখন মায়ের মনের আঁধার ঘুচল॥
ঐ আসছেন আমার চাঁদ কোলে লয়ে তার যুগল চাঁদ
মরি কি তিন চাঁদেতে শোভা হল ভাল॥
তোরা দেখবি যদি সবাই ছুটে আয়লো।
উমা এলনা, এলনা, করে তোরা কেউত দিলিনা এলেনা;
এখন ত্বরায় গিয়ে দেও এলে না,
যেন এলে পরমা।
উমা বরণ করে তুলে নেব ঘরে।
তোরা যত সব এয়ো ধনি দাওগো উলু ধ্বনি
বাজিয়ে শাঁকের বাজনা বরণ সময় হল॥
মা এসেছেন সবাই আনন্দে বসেছেন
পরে নূতন বসন্ ভূষণ
দেখে বেড়াচ্ছেন মায়ের রাঙা চরণ,
ঘুচিয়ে মনের কালো।
এমন সুখের দিনে ও ভব তুই
কেঁদে কেঁদে কেন আছ মনের খেদে

চল একবার দেখবি মায়ের যুগল চরণ,
পূজবে মনের সাধে,
ঘুচবে প্রাণের জ্বালা মন কতক থাকবে ভাল।

শরতে কি শারদা এল ?
আমার ওমা চাঁদে দেখে গগণ চাঁদ
লাজ পেয়ে অভিমান ভয়ে চরণে এসে লুটাল।
মরি কি তুই চাঁদেতে শোভা হল ভাল।
ও গৌরি! তুই কেমন ছিলি শিবের ঘরে,
বল্ মা বল্ মায়ের কাছে,
শুনে প্রাণ হয়েছে বড় আকুল ॥
উমা তোর কমল বদন কেন শুকাল ?
চোখের কোলে কেন পড়েছে কালি ?
শিবের ঘরে বুঝি খেতে পাওনি ভাল ?
ও মা, তোর কি খেতে যায়গো মন,
বল্ মা বল্ মায়ের কাছে ও যাদু ধন।
তাই করে খাওয়াব মনের সাধে,
তুই খাবি মা, দশ হাত পেতে,
দেখে মায়ের প্রাণ হবেগো প্রফুল্ল।
ওগো গিরিরাণি কিসের করগো এত আনন্দ ?
দেখে ভবর চোখে লাগে গো ধন্ধ।
তিনি কার বা মেয়ে ? কেবা তাঁর জননী ?
কেবল যোগের কারণ যোগমায়া
তোমার ঘরে এসে জন্ম নিল

বিজয়া ॥

আজ আমার শরদিন্দু নিভাননী।
মা আঁধার করে মায়ের হৃদয় খানি
চল্লেন পতির সনে কৈলাস ভুবনে
ভুবন আনন্দ কারিণী।
তোরা দেখবি যত আয় পুরবাসিনী।
আমার উমা হতে চল্লেন শিবের ঘরণী।
অ মরি কি মা ত্রিনয়নী মনোমোহিনী।
আমি হয়ে গিরিজায়া
তোদের করে ধরি বলছি ও জয়া, বিজয়ঃ।
আমার ননীর পুতলি গৌরী,
সে ত কোন দুঃখ জানেনা রাজার কুমারী।
তারে সদায় রেখ অতি যতনে,
সে যে আমার সাধনের ধন প্রাণমনি।
আর ক্ষুধা পেলে বদন কমলে দিতাম ননী কোলে করি।
শিবের ঘরে কোথায় পাবেন সে সরপুরী
জামাই যে আমার চির ভিখারী,
আমি উমার ভাবনা ভেবে২
আরও হলেম পাগলিনী।
করে যোড় যুগল পাণি কহেন গো ভব দুখিনী
ছি! ছি! আর কেঁদোনা গিরিরাণি লুটায়ে ধরণী।
কেন তোমার উমা হবেন কাঙালিনী।
তিনি যে রাজ রাজেশ্বরী ত্রিলোক পালিনী।

উমা নয় শুধু তোমার মা তিনি জগৎজননী।
আবার বৎসর পরে তোমার ঘরে আসবেন সে কল্যাণী।
কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাকগো রাণি।

মেনকার উক্তি ॥

ও ধরণীধর আমার আট বছরের মেয়ে,
আর কতদিন থাকবে শ্বশুর ঘর?
না জানি মা আমার কত কেঁদে কেঁদে
আছেন তথায় মনের খেদে।
তুমি ত্বরায় গিয়ে গিরি এনে দাও আমার গৌরী,
বিনে উমা শূন্য ঘর প্রাণ করে ধরফড়।
তুমি গো পাষাণ তাইতে তোমার কঠিন প্রাণ।
মা চলে যায় একি দায়? কেঁদে কেঁদে প্রাণ যায়,
আমি পাঠিয়ে দিয়ে উমা মায়,
অন্নজল খাইনে আজ বৎসর ভোর।
ও গিরি তুমি ত্বরায় নিয়ে এস আমার গৌরী,
তা না হলে আমি চলে যাব বাপের বাড়ী।
উমা শূন্য আর কর্ব্ব নাক তোমার ঘর,
তুমি একলা সুখে থেকো ও রাজ্যেশ্বর।
ওগো গিরি রাণি! একি বল অনুচিত বাণী
ভবর কর্ণে শুন্তে লাগে বড় বিপরীত।
সতী কভু ছেড়ে থাকেনা পতি
সংসারের এই রীতি,
এবে ধৈর্য্য ধর রাণি দুখ সম্বর।

গিরিরাজের উক্তি ॥

ও প্রেয়সি! তুমি হয়ে বিদুষী বুদ্ধিমতী অতি
কেন বাক্য বল এত অযুক্তি।
যেদিন উদরে ধরেছ (কন্যে)
সে দিনই ও জেনেছ প্রিয়ে সে কেবল পরেরি জন্যে
তারে করে লালন পালন অতি সুযতন
পরে দিতে হবে পরের ঘরে দিয়ে শিক্ষা, সুনীতি,
মেয়ে না পেলে পতির ঘর,
শেষে তার দুখ হয় বহুতর,
তুমি কেমনে জানিবে ধনি,
হয়ে আছ আমার ঘরণী,
ও গো রাজরাণী ভাগ্যবতি।

মেনকার উক্তি।

ও প্রাণনাথ গিরিরাজ!
ছি! ছি! করেছ কি অন্যায় কাজ!
আমার স্বর্ণ প্রতিমা ননীর পুতলি মা,
তারে দিয়েছ একটা শ্মশানবাসী ভাঙরের হাতে
আমি আর তঁ আমার উমায়, যেতে দিবনা শিবেরি ঠাঁয়,
সদায় রাখ্‌ব নিজের কাছে কাছে।
যদি আমার উমাধনে পাঠাও গো শিবেরি ভবনে,
তা হলে ত্যজিব এ' জীবন জাহ্নবীর জীবনে।
এমুখ আর দেখাবনা ধরণীর মাঝে।

শুন, শুন ওগো গিরিরাণী !
এ' জনম দুখিনী ভবর দুটী বাণী,
মেয়ে সদায় রাখলে নিজের কাছে,
পরে হবেগো নিন্দের ভাজন লোক সমাজে ।
ঘার ঘরণী পাঠিয়ে দেওগো তারে,
পরায়ে নুতন বসন ভূষণ এইত মায়ের কাজ।

রাজার উক্তি ।

রাণি তুমি কেন হলে এত অবুঝা অবলা,
চিন্‌লেনা এমন সোনার জামাই ভোলা,
ছাড় এ' কুচিন্তে করোনা শিবের নিন্দে,
একবার কয়ে ভোলায় কুবাক্য যত ।
দক্ষ রাজ কিবা না হ'ল হাস্যাস্পদ !
ও ভণ্ড যজ্ঞ পণ্ড ; শেষে হল দণ্ড ছাগমুণ্ড,
এবার তোমার না জানি কি ঘটে কাণ্ড !
এবে হও ক্ষান্ত আর হয়োনা চঞ্চলা,
শিব কেন হবেন গো ভাণ্ডর ভিখারী ?
তিনি যে হন ভুবনেশ্বর ত্রিপুরারী ।
কভু দুঃখ পাবেনা তোমার গিরিবালা ।

মা, তুমি কি অনন্ত গভীর গহ্বরে বসি,
অপ্রকাশ্যে সাধিছ আপন অদ্ভুত ভুবন কার্য্য
এ'মা অপরা পরাৎপরা তারিনী গো মা ;

বুঝি তোমারি কর্ত্তব্য পালনে।

উদিলে গগনশশী মুদিছে তপন রাশী,

উদিলে তপন রাশী মুদিছে গগনশশী.

দেখি কি মহিমা আশ্চর্য্য!

বার, তিথি, মাস, পক্ষ,

অয়ন, আদি, ঋতু, বৎসর, যুগ,

আসিছে যাইছে কারো বাধা না মানিছে

গতি কি অনিবার্য্য!

মাগো! তোমারি অপার করুণা বলে,

সমা আইলে তরু রাজি, লতা গুল্ম, সাজে নানা ফলে ফুলে।

সেবিয়ে সে সুমিষ্ট ফল,

জগৎ জীবের প্রাণ হয়গো শীতল,

আহা মরি, মা কি তব সুন্দর ধাধা!

এ জগতে যা সাজালে মা সকলি দেখি ভাল,

কেবল এ ভবে ভবকে এনে ভবানি,

দুখ তারে দিতেছ চিরকাল।

এখন ঘুচাও তার সে কাল দুখের জঞ্জাল,

কিঞ্চিৎ দিয়ে মা তোমার সে অমূল্য চরণ বৈতরণী।

সখি! আমায় ধর, ধর, ধর,

কেন না আইল শ্রীধর?

প্রাণ কাঁপিছে থর, থর থর,

বিনে সে মধুর অধর,

মুরলী ধর নবীন নটবর,

অঙ্গ হল জর, জর, জর।
পড়িয়া পড়ি ধরাধর।
কহিছেন ভব ওগো প্রেমময়ি রাধে
পড়োনা এবে ধৈর্য্য ধর ধর ধর।
ঐ আসিছেন তব সুশ্যাম সুন্দর।
ঐ শ্যাম সর সর সর আমার মাথার দিবি ধরো নাক কর,
তোমায় দেখে অঙ্গ হল জর জর জর,
এখন তোমার আমি নইগো আপন হয়েছি পর,
যে তোমার হয়েছে আপন তার ঘরে বঁধু করগে ঘর।
কহিছেন ভব ধনি ওগো রাধা বিনোদিনি।
এত দুঃখ শ্যামকে দিওনা গুরুতর।

হিন্দী গান।

অ্যারে ম্যান ভোঁওরা ঝ্যাট উড় চ্যালো মাথুরা নগরী,
ত্যাহা দেখোগি ইলম্ ভারী।
লিয়ে প্যারী শাঁমালিয়া বইঠী হ্যায় থোরি থোরি।
ইধার স্যাব সখি নে মিলি লেওত গাগরী।
যাওত যমুনা তীর আনত বারি।
পাছে ক্যান্হাইয়া ধাওয়াত আঁখি ঠোরী ঠোরী
নেহারী মুওন কি হাসত মুচকি হাসি,
বুড়ী রোওত রাহি পড়ি

এ যশোদা মায়ী বাঁধো তেরী ল্যাড়কেকো
কুঞ্জন পর ব্যাজায়ে বাঁশুলিয়া
কাহ্নিকে না ম্যাহনে দে ঘ্যার্কো।
যাব ভোর হোই, তাব্ কানহাইয়া আয়ি,
খাড়া হে, যায় ক্যাদামিয়া ত্যার কো।
পানিয়া লাওত বেরি, ব্যাড়া স্যাবামিয়া দেওত হরি।
বিচ্‌রাহী পর আঁচরা লে ধর্কো।

ও গো মা যশোদারাণি বাঁধ তোমার নীলমণি,
অসময়ে বাজায়ে বাঁশী
আমাদের দেয় না থাক্‌তে ঘরে
মন করে উদাসী।
প্রভাত হতে না হতে দাঁড়ায়ে সে কদম তলাতে,
ও শ্যাম গুণমণি!
যমুনায় আনিতে গেলে বারি বড় লজ্জা দেন গো হরি,
মাঝে পথে আঁচল ধরে করেন টানা টানি।

এ প্যায়ারী ধৈরয ধর মৎ রোও
ম্যয় বাওত্তি কানহাইয়া সোঁ, চুপ হোও
ঘ্যার্ ঘ্যার্ চোরী ক্যারেব বারি
বাঁহাকে মিলি ক্যারি ব্যাল জোরি।
আব্ ম্যান্ বানাও
সেখি, তেরী ম্যালিন ব্যাজান্ নেহারী।
ছাড়িয়া আওত হামারি,

এক বেরী হাঁস্‌কে বোলো শ্যাম্‌নিকে
করো হুকুম্‌ জারী
তেরী মন চোরাকো চোঁরনেকো জেআও ।

— — — —

আর কেঁদনা কেঁদনা এবে ধৈর্য্য ধর রাধা পিয়ারি,
এই আনিতে চলিলাম তোমার প্রাণের হরি ।
ব্রজের ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি,
যথায় পাব কালা আনব জোরে ধরি ।
সখি! তোর মলিন বদন দেখ্‌লে পরে,
বড় যাতনা পাইগো অন্তরে ।
একবার বদন তুলে হেঁসে কথা বলে
মোদের কর হুকুম্‌ জারী,
তবে তো তোর মন চোরারে ধরে আন্‌তে পারি ।

—————

আরে কানাইয়া বেওয়ান্‌ মন চোর,
আভি মৎ যাও প্যায়ারিকো ঠৌর ।
সখি! মেরি করি হ্যায় রোষ ভারী
আভি দেখ্‌নেকো আঁখ্‌ ছোড়,
হুয়ে মতিমান্‌,
কেয়া জানি তেরে দেখ্‌নেসে প্যারীকো
আছ্‌ যায় ছুটে জান্‌ ।
এহি ডর্‌ হ্যায় ভারী ।
এক ঘড়ি দম্‌ আরো ।

শুন আরে বনোয়ারী
বড়া খারাপ দ্যাৎ আয় তেরি।
আগে লিয়ে প্যায়ারীকো মন পাছে বধ নারী।
এহি তেরা নাম কি হায সোর।

ওরে কালা মনচোর নিঠুর শঠ,
এখন যেতে পারবে না পিয়ারীর নিকট।
সখি মোদের আছেন অতি,
করে রোষ তব প্রতি,
কি জানি তোরে দেখ্‌লে বাছে,
অকস্মাৎ প্রাণ ত্যজেন পাছে,
এই ভয়ে বল্‌ছি গো হরি,
ক্ষণেক থাক ধৈর্য্য ধরি,
কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়ায়েরে লম্পট।
শুন ওরে বনমালী,
একি তোর চাতুরালী,
আগে নিয়ে প্যারীর মন
পাছে বধ নারী।
এই কলঙ্ক শোর বৃন্দাবন ময়,
রটেছেরে কানাই কপট।
এ সখি অবলা সাথি রাতিয়া বিত গইল,
মেরি পিয়া তো না আইল।
বিনু সে হরি মোহন
যৌবন যৌবন কুলব হুলবন।

সেজিয়াত ভিজ গইল।
নয়ন কজরিয়া পোছ গইল,
বিবিকে লাল শুকাইল,
সখি চটিওভ খুল গইল।
মেরি কারি শুনরি সুবতিয়া
কানাইয়া আই না দেখিল্।
সব তোহে আন্ ভইল।
এ সখি আর তো বাতিধা নাহি,
হাম্ ছকে লে চল ঘর
ননদী জানলা পরে ছদ্‌কা মারি,
খাশুড়ী গারি পারি।
চোরি চোরি সব ঘর চল,
আব ত ভোর ভইল।

ও প্রাণ সজনি বুঝি অমনি পোহাল রজনী,
কই তবু ত এলনা আমার শ্যাম গুণমনি।
বিনে সে বংশী বদন কেঁদে কেঁদে ফুলেছে দু'নয়ন,
শয্যাও গিয়েছে ভিজে দেখনা ধনি।
নয়ন অঞ্জন মুছে গেল তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল,
সখি বেঁধেছিলেম বেণী তাওত খুলিল।
আশায় সেজেছিলাম ভাল কালা এসে সেরূপ না দেখিল,
সকলি বিফলে গেল আমি কি মন্দ ভাগিনী।

সখি ! এখন আঁধার থাকিতে থাকিতে,

আমায় নিয়ে চল বাড়ী সবে করে ধরাধরি

অঙ্গ হয়েছে শিথিল মরি কি বাঁচি কি জানি ।

হেথা এসেছি জানিলে পরে ননদী মার্ব্বে ঠোনা

শ্বাশুড়ী দিবেন গালি রোষের ভরে ।

এখন চুপে চুপে সবে ঘরে চল আর নাইকো যামিনী ।

সম্পূর্ণ ।